অর্থনৈতিক তত্ত্ব

[দ্বিতীয় খণ্ড]

লেখকের লেখা :

"পৌর বিজ্ঞান"

"রাষ্ট্র বিজ্ঞান"

"স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা"

"ভারতীয় অর্থনীতি"

"আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস"

"ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র"

"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"

"উচ্চতর ভারত ইতিহাস"

"New Constitution of the Indian Republic"

"Indian Economics"

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

[General Economics for B.A. & B. Com.]

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ।
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (বাগেরহাট), বিদ্যাসাগর কলেজ
(নবদ্বীপ), হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সিগঞ্জ), ভিক্টোরিয়া কলেজ
(কুচবিহার), ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন (কলিকাতা)।

সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)এর ভাইস প্রিন্সিপাল
শ্রীঅরুণ কুমার সেন, এম্, এ, এম্, এস্, সি, ইকন্ (লণ্ডন) বার-এট্-ল
কর্ত্তৃক লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

রিপাবলিক্ বুক সিণ্ডিকেট
৬৪।১৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
এ, ব্যানার্জ্জী
রিপাবলিক বুক সিণ্ডিকেটের পক্ষে
৬৫।৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য—তিন টাকা বার আনা।

মুদ্রাকর : শ্রীরাধারমণ অধিকারী
কলেজ প্রেস
৬৫।৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুখবন্ধ

আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। অথচ যে কোন আধুনিক বিজ্ঞানের ন্যায় অর্থনীতি ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল। আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের জন্মস্থান ইউরোপে ইহার আলোচনা নিয়তই অগ্রসর হইতেছে, বর্ত্তমানে মার্কিণ অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক আলোচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। এই সকলের ঘাত প্রতিঘাত আমাদের দেশে বিলম্বেই পৌছায়—অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস আমাদের দেশে বিরল।

আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন বিষযবস্তুর সন্নিবেশ দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ আমাদের দেশে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের অভাব পূরণের জন্য অর্থনীতি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। ভাষাগত অসুবিধার জন্য ভাবের রাজত্বে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা নিগ্রহেরই নামান্তর। পাঠক সাধারণ এবং ছাত্রছাত্রী সমাজকে এই নিগ্রহের হাত হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য লেখক বহুকাল হইতেই প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" "ভারতীয় অর্থনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহার সৎ প্রচেষ্টার পরিচয় তিনি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। "অর্থনৈতিক তত্ত্ব" তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

অর্থনীতির আলোচনায় পূর্ব্বেকার একাধিক তত্ত্ব ও ধারণায় আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, একাধিক ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা ও স্বীকৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিহার প্রয়োজন, অথচ নূতন পাঠার্থীর নিকট অর্থনীতির মূল তত্ত্বের সহজ বিশ্লেষণ এবং সমগ্র বিজ্ঞানটির মধ্যে একটি সুসমঞ্জস এবং পরিপূর্ণ রূপ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যার যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইয়া থাকে এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদিগের বাক্‌বিতণ্ডার দ্বারা উহার উপর যে নূতন আলোক সম্পাত করা হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অতি যত্ন সহকারে সমগ্র আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া দিয়াছেন—অথচ কোন গুরুতর মতদ্বৈধ ও বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা পাঠকবর্গকে প্রায় বুঝিতেই দেওয়া হয় নাই। লেখকের এই অনবদ্য টেক্‌নিক আগ্রহ সহকারে এবং সন্তুষ্টির সহিত লক্ষ্য করিলাম এবং এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রী সমাজে যে বিশেষ সমাদর হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

১৩, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅরুণ কুমার সেন
ভাইসপ্রিন্সিপাল, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থখানি যখন প্রথম রচনা করি তখন অনেকটা ভীরু মনেই অগ্রসর হইয়াছিলাম, ইহা স্বীকার করিতে কোনই কুণ্ঠা নাই। কেননা, আত্মবিশ্বাস বড় কথা বটে কিন্তু নিজের ক্ষমতার সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করা আরও বড় কথা। যে শাস্ত্র মূলতঃ পাশ্চাত্য ভাবে ও ভাষায় গড়িয়া উঠিয়াছে প্রতীচ্যের কোন ভাষায় উহার স্বচ্ছ সাবলীল ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ—অনেক সময় সম্ভাব্যতার পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া যায়। তবে বাংলাভাষা অনেকটা প্রসারক্ষম, বহু পরিমাণে সাবলীল এবং বহু ভাবব্যঞ্জক শব্দ-সম্ভারে পরিপূর্ণ, ইহাই ছিল একমাত্র ভরসা।

সেই কারণেই বোধ হয় এই দুরূহ কার্য্যে সাফল্য কিছুটা অর্জ্জিত হইয়াছে। শিক্ষক সমাজে এই পুস্তকখানি যে গৃহীত হইয়াছে এবং বহু সহকর্ম্মী এবং সুহৃৎ ইহার সম্পর্কে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন—ইহা স্মরণ করিলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইতে হয়। ছাত্রছাত্রী সমাজে এই পুস্তকখানির সমাদর লাভ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। সাফল্য যদি কিছুটা হইয়া থাকে তবে তাহা আমার নহে—তাহা আমার শুভানুধ্যায়ীদিগের যাঁহাদের উৎসাহই আমার উদ্যমের ভিত্তি,—এবং আমাদের পরম গৌরব মাতৃভাষার।

বর্ত্তমানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি ত্রুটি ইহাতে পরিহার করা হইল, কতকগুলি নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল এবং বিষয়-বস্তুর বিন্যাসেও কিছুটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তন ও পুনর্বিন্যাসে গ্রন্থখানির উপযোগিতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা রাখি।

১৩৬১ — অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ পত্র

আশীষ

ও

অঞ্জনকে

সূচীপত্র

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বণ্টন ও জাতীয় ধনভাণ্ডার

উৎপাদক উপাদান সমূহের দাম

Distribution and National Dividend : Prices of Factors of Production

বণ্টন কাহাকে বলে—What Distribution means.

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত বণ্টনের প্রশ্ন অপরিহার্য্যরূপে জড়িত। শ্রমিক ও মালিক যখন অভিন্ন ব্যক্তিই ছিল, একই ব্যক্তি পুঁজি দিত, শ্রম দিত, ভূমি দিত এবং উহাদের সংমিশ্রণে সামান্য কিছুপরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিত, তখন বণ্টনের সমস্যাব উদ্ভব ঘটে নাই। উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধিব সহিত যতই উৎপাদক উপাদানেব পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন হইয়াছে ততই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে। কেহ ভূমি দেয়, কেহ শ্রম দেয, কেহ পুঁজি দেয় আবার কেহ উহাদেব সংমিশ্রণে উৎপাদনের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা করিয়া থাকে। এই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মালিকগণ উৎপাদিত সামগ্রীব মূল্য হইতে তাহাদের প্রাপ্য লাভ করিয়া থাকে। এই প্রাপ্য হইল তাহাদের উপার্জ্জন এবং এই প্রাপ্য বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানকে প্রদান কবিবার নামই হইল বণ্টন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানগুলির সরববাহকারীগণ যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাই হইল বণ্টন।

জাতীয় ধনভাণ্ডার—National Dividend

একটি দেশের মধ্যে প্রতিবৎসর যে জাতীয় ধনভাণ্ডার গঠিত হয়, উহাই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা, ইহাদের সহযোগিতা ও সংমিশ্রণের দ্বারা যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনের একত্রিত পরিমাণ হইল জাতীয় ধনভাণ্ডার (National dividend.)। এই জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতেই ভূমিকে প্রদান করা হয় খাজনা (Rent), শ্রমকে প্রদান করা হয় মজুরী (Wages) পুঁজিকে প্রদান করা হয় সুদ (Interest) এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহা হইল মুনাফা (Profit)।

জাতীয় ধনভাণ্ডারের সঠিক প্রকৃতি এবং উহার হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতৈক্য নাই। ব্যাপক অর্থ ধরিলে জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে বুঝায় কোন একটি দেশের মধ্যে এক বৎসরে যে সামগ্রী (বস্তু সামগ্রী এবং অবস্তু সামগ্রী) উৎপাদিত হয়, তাহার মোট পরিমাণ। সঙ্কীর্ণ অর্থে বিবেচিত হইলে, মুদ্রার অনুপাতে যেগুলির মূল্য হিসাব করা চলে শুধু সেইরূপ সামগ্রী ও কার্য্য ইহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা প্রদানে মার্শাল বলেন, "দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর, শ্রম ও পুঁজি ক্রিয়াশীল হইয়া প্রতিবৎসর বস্তু সামগ্রী এবং সকল প্রকার কার্য্য সমেত অ-বস্তু সামগ্রীর একটি নির্দ্দিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। ইহাই হইল দেশের খাঁটি নীট বাৎসরিক আয় অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার"। ["The labour and capital of the country, acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income of the country or national dividend"—Marshall]

জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে বৎসরের মধ্যে উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের পরিমাণ বুঝাইতে পারে আবার বৎসরের মধ্যে ভোগকৃত সামগ্রী ও কার্য্যের পরিমাণকেও বুঝাইতে পারে। মার্শাল উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবের পক্ষপাতী; তাঁহার মতে বৎসরের মধ্যে নবনির্ম্মিত ও নবসম্পাদিত সকল সামগ্রী ও কার্য্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির ক্ষয় ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে এই ধনভাণ্ডার। অপর পক্ষে অধ্যাপক ফিশারের অভিমতে, সঞ্চয়কে আয় রূপে গণ্য করা সম্ভব নহে এবং কেবলমাত্র ভোগকৃত সেবাই (সামগ্রীর বা কার্য্যের) হইবে জাতীয় ধনভাণ্ডার। অধ্যাপক পিগুর মতে, অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক কারণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে, অব্যবহিত ভোগকার্য্যের মাধ্যমে নহে, মোট ভোগকার্য্যের মাধ্যমে। সুতরাং জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা সম্পর্কে অধ্যাপক ফিশারের অভিমত অপেক্ষা অধ্যাপক মার্শালের অভিমতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ফিশার জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভোগ সামগ্রীর সমষ্টিরূপে অভিহিত করা বিধেয়।

বণ্টনের পদ্ধতি—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Method of Distribution—Theory of Marginal Productivity

বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নামে একটি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা ভূমি, শ্রম ও পুঁজির সংমিশ্রণের দ্বারা

উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সংমিশ্রণের মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা যায়। কোন একটি উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিবার জন্য প্রয়োজন হইল যে অপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ঐ বিশেষ উৎপাদক উপাদানটিকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, বৃদ্ধির দ্বারা অথবা হ্রাসের দ্বারা। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদান যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, (অথবা যদি হ্রাস করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ হ্রাস পায়) তাহাই হইবে ঐ বিশেষ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাই হইল ঐ উৎপাদক উপাদানটির পারিশ্রমিক। ধরা যাউক একজন আঁত্রেপ্রণা কিছু পরিমাণ জমি, ৫০ জন শ্রমিক এবং ৫০০০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ১০০টি সামগ্রী উৎপাদন করে এবং প্রতিটি সামগ্রীর দাম হইল ১০৲ টাকা; হয়তো আঁত্রেপ্রণা জমি ও শ্রমিকের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পুঁজির পরিমাণ আরও ১০০৲ টাকা বৃদ্ধি করিল অর্থাৎ সমপরিমাণ ভূমি ও শ্রমিকের সহিত এক্ষণে ৫১০০৲ টাকা পুঁজি নিযুক্ত হইল। উহার দ্বারা মোট উৎপাদন হইল হয়তো ১০২টি সামগ্রী; বাড়তি ১০০৲ টাকা পুঁজির জন্য বাড়তি উৎপাদন হইল ২টি সামগ্রী অর্থাৎ ২০৲ টাকা। এই ২০৲ টাকা হইল প্রান্তিক পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা। যেহেতু সর্বশেষে যে ১০০৲ টাকার পুঁজি নিয়োগ করা হইল তাহার সহিত পূর্ব্বে যে পুঁজি নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার বাস্তব ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই সেহেতু সকল পুঁজিই এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান উপার্জ্জন লাভ করিবে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিয়াও হিসাব করা সম্ভব। ভূমি ও শ্রমিক সমপরিমাণ রাখিয়াই পুঁজির পরিমাণ যদি ৫০০০৲ টাকা হইতে ৪৯০০৲ টাকায় পরিণত করা হয় অর্থাৎ পুঁজি ১০০৲ টাকা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে হয়তো উৎপাদন হইল ৯৮টী সামগ্রী অর্থাৎ ২টী সামগ্রী কম। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা বলেন কোন একটী উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অধিক হয় তাহা হইলে উহার নিয়োগ হইতে আঁত্রেপ্রণা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঐ বিশেষ উৎপাদক উপাদানটীর ব্যবহার সে কমাইয়া থাকে যতক্ষণ না উহার জন্য প্রদেয় দাম এবং উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা উভয়ই সমান হয়। অপর পক্ষে কোন উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যদি উহার পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণা উহার ব্যবহারের দ্বারা লাভবান হয় এবং ঐ লাভের দ্বারা উৎপাদক উপাদানটীকে

অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে প্রণোদিত হয়। অপর সকল উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কোন একটী বিশেষ উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এরূপ এক অবস্থায় উপনীত হওয়া অপরিহার্য্য যেখানে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে ক্রমশঃই কম হারে, অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা—(১) এই মতবাদ অনুমান করে যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের জন্য মোট উৎপাদনের একটি বিশেষ অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়া যদি জল উৎপাদিত হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ জল উৎপাদিত হইল তাহার মধ্যে কতটুকু হাইড্রোজেনের জন্য এবং কতটুকু অক্সিজেনের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। অনুরূপ ভাবে কোন একটি উৎপাদক উপাদান কিছু পরিমাণ অপর উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইলে তবেই উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়; এক্ষেত্রে একটি উৎপাদক উপাদানের নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধির দ্বারা মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহার সমগ্র অংশটুকুর জন্য ঐ উৎপাদক উপাদানটির বৃদ্ধি যে দায়ী তাহা বলা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কোন একটি উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে উহার পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হইবে উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে।

(২) প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের যদি পারিশ্রমিক স্ব স্ব প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ব্যবহার হইতে আঁত্রেপ্রণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ইহা কখনই সম্ভব নহে।

(৩) এই মতবাদ অনুমান করে যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য; এইরূপ ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য না হইলে কোন উৎপাদক উপাদানকে উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিবার জন্য অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্ভব হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু কোন একটি উৎপাদক উপাদান ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নাও হইতে পারে।

(৪) কোন একটি উৎপাদক উপাদান ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য হউক বা নাই হউক, উহা যে অপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সকল সময়ে পরিবর্ত্তন করা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। অথচ উহার পরিবর্ত্তনের সহিত অপর উৎপাদক উপাদান যদি বর্দ্ধিত বা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে উহার স্বতন্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করাও সম্ভব নহে।

(৫) প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব একটি উৎপাদক উপাদানের চাহিদা দাম (demand price of a factor of production) কিসের দ্বারা

নির্দ্ধারিত হইবে তাহা প্রদর্শন করে; ইহা প্রদর্শন করে, আঁত্রেপ্রণা একটি উৎপাদক উপাদানের জন্য কত পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। কিন্তু উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে তাহা এই তত্ত্বের দ্বারা প্রদর্শিত হয় না।

উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদা—Supply and Demand of Factors of Production.

কোন উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক হইল প্রকৃত পক্ষে উহার মূল্য। মূল্য যেরূপে নির্দ্ধারিত হয় সেইরূপে, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা উপনীত ভারসাম্যের স্তরেই, উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয়। বণ্টনের দায়িত্ব বহন করে আঁত্রেপ্রণা; আঁত্রেপ্রণা অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে নিয়োগ করে অর্থাৎ ঐগুলির কার্য্য ক্রয় করে। আধুনিক রাশিকৃত উৎপাদনের যুগে (in the age of mass production) সামগ্রী উৎপাদিত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু এই সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণাকে মিটাইয়া দিতে হয়। সুতরাং একটি উৎপাদক উপাদানের ব্যবহার হইতে কত পরিমাণ উৎপাদনে সহায়তা হইবে সে সম্পর্কে আঁত্রেপ্রণাকে পূর্ব্ব হইতেই একটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আঁত্রেপ্রণা অপর সকল উৎপাদক উপাদানের যোগানকারীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক মিটাইয়া দেয়। উহাদের পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিবার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তটুকু মুনাফা হিসাবে আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য অংশরূপে থাকিয়া যায়।

কিন্তু আঁত্রেপ্রণা নিজ ইচ্ছামত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত করিতে পারে না, ঠিক যেরূপ কোন একটি সামগ্রীর ক্রেতা নিছক স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী সামগ্রীর দাম প্রদান করিতে পারে না। আঁত্রেপ্রণা হইল উৎপাদক উপাদানের ক্রেতা; ক্রেতা হিসাবে আঁত্রেপ্রণা হিসাব করে একটি উৎপাদক উপাদান নীট উৎপাদনের কত পরিমাণ উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ নীট উৎপাদনটুকু পাইতে কত পরিমাণে সহায়তা করিবে। এই আনুমানিক হিসাব হইবে, আঁত্রেপ্রণার পক্ষে উৎপাদক উপাদানটীর চাহিদা দাম। কিন্তু ঠিক এই চাহিদা দামের সমপরিমাণ দামই আঁত্রেপ্রণা প্রদান করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, ঠিক যেরূপ একটি সাধারণ সামগ্রী ক্রয়কালে ক্রেতা যে ঠিক তাহার চাহিদা দাম অনুযায়ীই দাম প্রদান করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ক্রেতা কোন সামগ্রী ক্রয় কালে চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কম দাম দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করে, কারণ সেই অনুপাতে সে

তাহার ভোগকারী হিসাবে উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) লাভ করিতে পারে। সেইরূপ আঁত্রেপ্রণা তাহার আনুমানিক চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কম দামে একটি উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার ত্রুটী করিবে না কারণ যত কম পারিশ্রমিক দিয়া সে উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে ততই তাহার উৎপাদনকারী হিসাবে উদ্বৃত্ত (producer's surplus), অর্থাৎ মুনাফা, অধিক থাকিবে।

অপর পক্ষে উৎপাদক উপাদানের মালিক একটি ন্যূনতম দাম স্থির করিয়া রাখে, যাহার কমে তাহার কার্য্যের যোগান দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাই হইল ন্যূনতম যোগান দাম এবং এই যোগান দাম বিভিন্ন বিবেচনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই বিবেচনা হইতে পারে—সংশ্লিষ্ট উপাদানটীর মালিকের পক্ষে উহা অপর কাহাকেও প্রদান করিতে কি পরিমাণে কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে, কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবার জন্য তাহার কি পরিমাণ খরচা হইয়াছে, উহা একজন আঁত্রেপ্রণাকে না দিয়া অপর কোন আঁত্রেপ্রণাকে দিলে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিতে পারিত ইত্যাদি। এই হিসাবে নির্দ্ধারিত ন্যূনতম দাম অপেক্ষা অধিক দাম আদায়ের জন্য উৎপাদক উপাদানের মালিক সচেষ্ট হয়।

আঁত্রেপ্রণার দ্বারা নির্দ্ধারিত উর্দ্ধতম এবং উৎপাদক উপাদানের মালিকের দ্বারা নির্দ্ধারিত ন্যূনতম দামের মধ্যে দরকষাকষির দ্বারা যে দামে একটি উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই দাম সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটীর পারিশ্রমিকরূপে প্রদত্ত হয়।

একটি উৎপাদক উপাদানের অধিক দাম আদায়—Exaction of Higher Price by one Factor

একাধিক উৎপাদক উপাদানের সংমিশ্রণে যে উৎপাদন হয়, তাহার মূল্য উহাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। কখন কখন উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইলে উৎপাদক উপাদানগুলিরও মূল্য বৃদ্ধি হয়। সে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে সকল উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই, কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রে উহা নিবদ্ধ থাকে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যে উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি উৎপাদক উপাদান শুধু নিজের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (inelastic) হইলে উহা নিজের জন্য অধিক পারিশ্রমিক আদায়ে সক্ষম হইতে পারে। সাধারণতঃ যথাযোগ্য পরিবর্ত্ত সামগ্রী (Substitutes) যেখানে না থাকে অথচ সামগ্রীটির

সবিশেষ প্রয়োজন থাকে সেখানে চাহিদা হয় সঙ্কোচ প্রসার বিহীন। সঙ্কোচ প্রসার বিহীন চাহিদার তাৎপর্য্যই হইল যে অধিক দাম চাহিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা সমভাবে অনুভূত হইবে এবং অধিক দাম দিয়াও উহার কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদক উপাদানটি যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হইলে ঐ উৎপাদক উপাদানটি অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের তুলনায় অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে। উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা যদি সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির কোনটি অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিবে না। উৎপাদক উপাদানকে অধিক পারিশ্রমিক দিলে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাইবে এবং উহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম হইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে, যে কোন উৎপাদক উপাদানকে বর্দ্ধিত পারিশ্রমিক দেওয়া আর সম্ভব হইবে না।

তৃতীয়তঃ, অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলি যদি তাহাদের পারিশ্রমিক কম করিয়া লইতে সম্মত হয় তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানকে অধিক পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ ঘটনা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এইরূপ ঘটিতে পারে যে একটি উৎপাদক উপাদান অধিক পারিশ্রমিক আদায়ের চেষ্টায় উৎপাদনে সহযোগিতা হইতে বিরত হইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি কর্ম্মহীন হইয়া উপার্জ্জন বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম পারিশ্রমিক লইতে সম্মত হইবে।

চতুর্থতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানকে প্রদেয় দাম যদি মোট উৎপাদন খরচার একটি নগণ্য অংশ হয় মাত্র তাহা হইলে উহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন খরচার বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে না, সেক্ষেত্র আত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানটিকে কথঞ্চিৎ অধিক পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইতে পারে।

উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম—Supply Price of a Factor

উৎপাদক উপাদানকে যে দাম প্রদান করা হয় তাহা ত্যাগস্বীকারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নহে, ঐ মূল্য প্রদান করা হয় উৎপাদক উপাদানকে প্রচেষ্টা করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য। এই মূল্য এরূপ হইতে হইবে যাহাতে উৎপাদক উপাদানের মালিক উহার ক্রমান্বত যোগান দিবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। যে ন্যূনতম দাম পাইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদক উপাদানের ঠিক যোগান আসিবে তাহাই হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান দাম। এই যোগান দাম না পাইলে উৎপাদক উপাদানের কার্য্য প্রদান করা সম্ভব নহে। এই যোগান দাম কিন্তু নির্ভর করে উৎপাদক উপাদানটি যে

বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে সেই বিভিন্ন বা বিকল্প কার্য্যের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে কত পারিশ্রমিকে তাহার শ্রম প্রদান করিবে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পে উহা নিযুক্ত হইতে পারে সেই অপর শিল্প হইতে লভ্য পারিশ্রমিকের উপর। অথবা শ্রম না করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে কতখানি তৃপ্তি লাভ করিত তাহার উপর। অনুরূপ ভাবে কোন একটি শিল্পে কি হারে পুঁজি সুদ পাইবে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর কোন শিল্পে নিয়োজিত হইলে যে হারে সুদ লাভ করিতে পারিত তাহার উপর। কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত ভূমিখণ্ডের কত খাজনা হইতে পারে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে কত খাজনা লাভ করিবে তাহার উপর। একজন আঁত্রেপ্রণা কোন একটি বিশেষ শিল্পে ন্যূনতম কত মুনাফা আশা করে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পের পক্ষে সে নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করে সেই শিল্প হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার উপর। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কোন একটি শিল্পে একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করিবে বিকল্প নিয়োগ (alternative employment) হইতে প্রত্যাশিত উপার্জ্জনের উপর। এইরূপ দাম না হইলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটি বিকল্প নিয়োগেই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। সেইজন্যই বলা হইয়া থাকে যে একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম হইল উহার পরিবর্ত্তন খরচ (transfer cost); কেয়ার্ণক্রস্ উৎপাদক উপাদানের যোগান দামকে পরিত্যক্ত বিকল্প খরচা (relinquished alternative cost) রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

Question & Hints

1. What is National Dividend ? (B.Com. 1940) "The national dividend is at once the aggregate net product of, and the sole source of payment for, all agents of production in a country." What is national dividend ? On what principles is it distributed among the factors of production ? (Agra, 1942 ; Pat 1944.) [পৃঃ ২১৫-১৭]

2. "Most of the major problems in Economics involve the conception of the national income and an understanding of the factors governing it." Examine this statement. (Cal. B.Com 1953) [পৃঃ ২১৫-১৭]

উণবিংশ অধ্যায়

খাজনা

Rent

খাজনা কাহাকে বলে—Meaning of Rent.

খাজনা এবং ভাড়া এই দুইটি শব্দ বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কিন্তু খাজনা বলিতে বুঝায় নিছক ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জ্জন। ভাড়ার মধ্যে পুঁজি এবং ভূমি উভয়ের উপার্জ্জনই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে কিন্তু খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে কেবল মাত্র ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জ্জন। একখণ্ড ভূমিতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া—অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে অবশিষ্ট উপার্জ্জনটুকু থাকে তাহাই হইল খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা (pure or economic rent)। উৎপাদনকারী স্বীয় ব্যবস্থাপনার কার্য্যের জন্য যে দাম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে সেই দাম অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভূমিতে যে উৎপাদন হইবে উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ থাকে অর্থনৈতিক খাজনা। "কৃষিকার্য্যের সকল খরচা প্রদান করিবার পর এবং নিজের উৎপাদন প্রচেষ্টার দরুণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার পর কৃষকের নিকট যে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা"।

রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞা—Ricardo's Definition of Rent

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর নাম খাজনা তত্ত্বের সহিত বিশেষ-ভাবে জড়িত। রিকার্ডো খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এইভাবে: "মাটির আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ভূমি হইতে উৎপাদনের যে অংশটুকু ভূস্বামীকে প্রদান করা হয় তাহাকেই খাজনা বলে"। ["Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"—Ricardo.]

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ রিকার্ডোর প্রদত্ত সংজ্ঞার বিবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন প্রাচীন দেশে যে ক্ষেত্রে ভূমিতে বহুবার পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির আদিম ক্ষমতা

কতখানি তাহার বিচার করা সাধ্যাতীত। সুতরাং ভূমির ব্যবহারের দরুণ প্রদেয় দামের মধ্যে কতখানি দাম হইবে উহার আদিম শক্তির দরুণ এবং কতখানি হইবে উহার উপর নিয়োজিত পুঁজির দরুণ তাহা নির্ণয় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মাটির শক্তি অর্থাৎ উর্ব্বরতা অক্ষয় নহে; যে রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি নিহিত তাহা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে; শুধু ক্রমাগত ব্যবহারই নহে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও উহার ক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং মাটির অক্ষয় শক্তির ব্যবহারের মূল্য রূপে খাজনাকে বিবেচনা করিতে পারা যায় না।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডো মাটি ও ভূমি এই দুইটা একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থনীতিতে কিন্তু "ভূমি" শব্দটি মাটি অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা কিছু প্রকৃতির দান তাহাই ভূমি, এবং খাজনা হইল এইরূপ ভূমির আয়, নিছক মাটির আয় নহে।

যে সকল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো-প্রদত্ত "খাজনার" সংজ্ঞার বিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেই ভুলিয়া যান যে রিকার্ডো তাঁহার প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার মাধ্যমে খাজনার মূল বৈশিষ্ট্যটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন। রিকার্ডো বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে খাজনার মধ্যে পুঁজির ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য অন্তর্ভুক্ত নাই। রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার ত্রুটি পরিহার করিয়া এবং উহার গুণ গ্রহণ করিয়া মার্শাল খাজনার সংজ্ঞাস্বরূপ বলিলেন "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দানের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে সাধারণতঃ খাজনা বলে"। ["The income derived from land and other free gifts of nature is commonly called rent"—Marshall]

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব—Ricardo's Theory of Rent.

রিকার্ডো শুধুই যে খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই নহে, খাজনার প্রকৃতি এবং উদ্ভব সম্পর্কে তিনি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বণ্টন তত্ত্বের মধ্যে তাহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

রিকার্ডো বলেন যে জমির আদিম ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহার হইতে উদ্ভূত আয় হইল খাজনা, ইহার মধ্যে পুঁজি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম বা প্রাপ্তব্য আয় অন্তর্ভুক্ত নহে; নিছক জমি ব্যবহারের জন্য এই আয়ের উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন ভূমি খণ্ডের উৎপাদনের পার্থক্য ঘটিবার জন্য, বিভিন্ন সমপরিমাণ ভূমি খণ্ডে একই পরিমাণ শ্রম ও

পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। সমপরিমাণের দুইটি ভূমিখণ্ডের মধ্যে সমপরিমাণ উৎপাদন খরচার দ্বারা যে বিভিন্ন পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয়—শস্য উৎপাদনের সেই পার্থক্যটুকু হইবে অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent)। ["Rent is always the difference between the produce obtained by the employment of two equal quantities of capital and labour"—Ricardo.]

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের হেতু কোন জমি হয় উৎকৃষ্ট এবং কোন জমি হয় নিকৃষ্ট। একই খরচায় উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক উৎপাদন হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে কম উৎপাদন হয়। যে জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমিতে প্রতিমাত্রা ফসল (ধরা যাউক প্রতি মণ) উৎপাদন করা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ; ধরা যাউক দুইটি জমি আছে, উহাদের বিস্তৃতি একই এবং উভয় জমিতেই সমপরিমাণ শ্রম ও পুঁজি,—ধরা যাউক ১০০৲ টাকার সমান —নিয়োগ করা হইয়াছে। ধরা যাউক উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যের দরুণ উৎকৃষ্ট জমিতে ৫০ মণ এবং নিকৃষ্ট জমিতে ৪০ মণ শস্য উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমিতে প্রতিমণ শস্য উৎপাদনের খরচা হইল ২৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচা হইল ২॥০ আনা। (অনুমান করা যাউক সমাজের প্রয়োজন হইল উভয় জমিতেই উৎপাদিত শস্যের সমান; এই অনুমান অসঙ্গতও নহে কারণ তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইত না।) দাম নির্দ্ধারণের পদ্ধতির মধ্যে দেখিয়াছি যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম নির্দ্ধারিত হয় উৎপাদন খরচার দ্বারা। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই জমিতে দুই প্রকার উৎপাদন খরচা—শস্যের দাম কোন্ জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে? শস্যের দাম হইবে নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান। নচেৎ নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবে না এবং শস্যের যোগান হ্রাস পাইয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ["The exchange value of all commodities is always regulated by···the greater quantity of labour necessarily bestowed on their production···by those who continue to produce them under the most unfavourable circumstances"—Ricardo] (কিন্তু শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচার সমান হইলে, চাষী চাষ করিবে কেন? তাহার কারণ শ্রমিকের মজুরী এবং পুঁজির সুদ যেমন উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ উৎপাদকের ন্যায্য প্রত্যাশিত মুনাফা ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিকরূপে উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।) বাজারে একই সামগ্রীর একই দাম হইবে; সুতরাং নিকৃষ্ট জমির শস্যের দাম যদি উহার উৎপাদন খরচা অর্থাৎ ২॥০ আনা হয়, উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদিত শস্যের দামও ২॥০ আনা হইবে। ইহা কিছু নূতন কথা নহে,

কারণ, সামগ্রীর দাম নির্ভর করে নিছক উৎপাদন খরচার উপর নহে—উহা নির্ভর করে প্রান্তিক উৎপাদন খরচার উপর। সুতরাং নিকৃষ্ট জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া যে আয় হইবে সম পরিমাণ উৎকৃষ্ট জমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আয় হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ২॥০ আনা দামে ৪০ মণ শস্য বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১০০৲ টাকা কিন্তু ২॥০ আনা দামে উৎকৃষ্ট জমির ৫০ মণ শস্য বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১২৫৲ টাকা—অথচ উভয় জমিতেই উৎপাদন খরচা সমান। নিকৃষ্ট জমির আয়ের উপরে উৎকৃষ্ট জমির আয়ের এই আধিক্য হইল উৎকৃষ্ট জমির খাজনা (২৫৲)।

রিকার্ডো বলেন, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় লোক সংখ্যা যখন অল্প থাকে তখন খাজনার কোনই অস্তিত্ব থাকে না। লোক সংখ্যা যখন কম থাকে তখন শস্যের চাহিদা থাকে কম এবং উৎকৃষ্ট জমির চাষই যথেষ্ট হয়—অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য্য থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় যাহার প্রাচুর্য্য থাকে, তাহার জন্য কেহই দাম দেয় না—অর্থাৎ এক্ষেত্রে খাজনা বলিয়া কিছুই থাকে না। কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপন্ন শস্য কুলায় না, সেই কারণে নিকৃষ্ট জমি চাসের প্রয়োজন হয়। শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য্য নাই বলিয়াই নিকৃষ্ট জমির চাষ হইবে এবং উৎকৃষ্ট জমির খাজনার উদ্ভব হইবে। সে খাজনা হইবে, কি পরিমাণ? সে খাজনা হইবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির আয়ের পার্থক্যের সমান।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা শুধুই যে খাজনার উদ্ভব হয়, তাহা নহে, উহার দ্বারা খাজনার বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সহিত পূর্ব্বের যে জমির খাজনা ছিল না, সে জমির খাজনার উদ্ভব হয় এবং যে জমির খাজনা ছিল, তাহার খাজনা বৃদ্ধি পায়। নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবার পর (২নং জমি) যখন জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় তখন অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে (৩নং জমি) চাষের প্রয়োজন হয়। ধরা যাউক অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে ১০০৲ টাকা ব্যয়ে ২৫ মণ শস্য উৎপন্ন হয়—প্রতিমণ উৎপাদন খরচা হইল ৪৲ টাকা। এই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি যদি চাষের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বাজারে শস্যের দাম ৪৲ টাকা হইতে হইবে। এক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমি (২নং) চাষ করিয়া ৪০ মণ ধান ১৬০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ৬০৲ টাকা উপরি পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমিতে ৬০৲ টাকা খাজনার উদ্ভব হইল। আর উৎকৃষ্ট জমিতে (১নং জমি) চাষ করিয়া প্রাপ্ত ৫০ মণ শস্য ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া ১০০৲ টাকা উপরি—অর্থাৎ খাজনা, পাওয়া যাইবে। শুধুমাত্র ১নং জমি যখন চাষ হইয়াছিল, ২নং জমি চাষ হয় নাই তখন খাজনার অস্তিত্ব ছিলনা; ২নং জমি যখন

চাষ হইল তখন ২নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ১নং জমির খাজনার উদ্ভব হইল ; ৩নং জমি যখন চাষ হইল তখন ৩নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ২নং জমির খাজনার **উদ্ভব** হইল ৬০৲ টাকা, এবং ১নং জমির খাজনা **বৃদ্ধি** হইল ২৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকায়। "জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি পদক্ষেপেই একটি দেশ যখন উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নিকৃষ্ট গুণের জমি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে, তখন অপর যে সকল জমি উহা অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি পাইবে"। ["With every step in the progress of population, which shall oblige a country to have recourse to land of a worse quality, to enable it to raise its supply of food, rent on all the more fertile land will rise"—Ricardo]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যখন যে জমিতে উৎপাদিত শস্যের উৎপাদন খরচা শস্যের দামের সহিত সমান হয়, তখন সেই জমিটিই হয় প্রান্তিক্ জমি (Marginal land)। প্রান্তিক্ জমি হইল খাজনা বিহীন জমি ; কিন্তু যতই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ হইতে থাকে ততই পূর্ব্বেকার প্রান্তিক্ জমি আর প্রান্তিক্ থাকে না। সব শেষে যে জমি চাষ করা হইল তাহা প্রান্তিক্ খাজনা বিহীন জমি (Marginal no rent land) এবং পূর্ব্বেকার প্রান্তিক্ জমি খাজনা বিশিষ্ট জমিতে পরিণত হয়। কোন্ জমির খাজনা কিরূপ তাহা প্রান্তিক্ জমির সহিত তুলনায় হিসাব করা হয়। খাজনা হইল প্রান্তিক্ জমির আয় এবং প্রান্তোর্দ্ধেস্থিত জমির আয়ের পার্থক্য (difference between the income of the marginal land and that of the intra marginal lands.)

রিকার্ডোর তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য—Social Implication of Ricardian Theory.

ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদান ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম—ইহাদের মধ্যে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, একটি মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির একটি যোগান দাম আছে, ঐ যোগান দামের মত পারিশ্রমিক পাওয়া না যাইলে, উহাদের যোগানই হইবে না। অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে মূল্য প্রদান করিলে তবেই তাহাদের যোগান হইবে—এমন কি ঐ মূল্য প্রদান না করিলে উহার উৎপাদন ক্ষমতার অভাব দেখা যাইবে। আঁত্রেপ্রণা যদি ব্যবস্থাপনা বা ঝুঁকি বহনের জন্য পারিশ্রমিক না পায় তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সে মোটেই আগ্রহান্বিত হইবে না এবং আঁত্রেপ্রণার কার্য্যের

যোগান হইবে না; পুঁজির দরুণ যদি সুদ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয় না এবং সঞ্চয় করিলেও উহা অপর কাহাকেও বিনিয়োগার্থে প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। শ্রমিককে যদি মজুরী প্রদান করা না হয় তাহা হইলে শ্রমিক তাঁহার শ্রম-শক্তি প্রদান করিবে না—শুধু তাহাই নহে, মজুরী যেহেতু জীবন ধারণের উপায়, সেহেতু মজুরী না পাইলে শ্রম প্রদানের ক্ষমতাই থাকিবে না।

কিন্তু ভূমির যোগান এইরূপ খাজনা প্রদানের উপর নির্ভর করে না, একটি দেশের মধ্যে যে পরিমাণ ভূমি আছে তাহা নির্দ্ধারিত, উহা হ্রাসও পাইবে না, বৃদ্ধিও পাইবে না। সুতরাং খাজনা অধিক হইলে, ভূমির যোগান বৃদ্ধি পাইবে, অথবা খাজনা কম হইলে ভূমির যোগান হ্রাস পাইবে এইরূপ ঘটা সম্ভব নহে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট ভূমির যোগান যখন অধিক থাকে, উহার ব্যবহারের জন্য তখন কেহই খাজনা প্রদান করে না; প্রয়োজনের তুলনায় যখন উহার অপ্রাচুর্য্য ঘটে, তখন কতিপয় সৌভাগ্যশালী মালিক প্রান্তিক্ জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির (Intra marginal land) যে উদ্বৃত্ত ঘটে, তাহা আদায় করিয়া লয়। স্বয়ং চাষ করিলে উহা অপর কাহারও নিকট হইতে লাভ করে না, নিজের উৎপাদন হইতে সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে খাজনা হইল সম্পূর্ণ অনর্জ্জিত, ভূমির মালিকের পক্ষে ভূমি সরবরাহের জন্য কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না এবং উহার দরুণ যে আয় হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপরি আয়।

ইহাই হইল খাজনার সামাজিক তাৎপর্য্য; দেশের সরকার খাজনার এই সামাজিক তাৎপর্য্য উপলব্ধির দ্বারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ সহায়তা পাইবেন। দাম পাওয়া না যাইলেও যাহার যোগান হইবে, যাহার যোগান কোনক্রমেই সঙ্কুচিত বা অন্তর্হিত হইতে পারে না, যাহার আয় সম্পূর্ণ অনর্জ্জিত সেই সামগ্রীর আয় হইতেই সরকারের পক্ষে সর্ব্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা বিধেয়। অন্য যদি কোন উপার্জ্জনের সূত্র থাকে, যাহার প্রকৃতি খাজনার অনুরূপ, তাহা হইতেও সরকার অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে পারেন। শুধু কর আদায়ই নহে, সরকার সমগ্র সমাজের হিতার্থে দেশের সকল ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে উহাতে দেশের উপকার সাধিত হইবে। প্রকৃতি যে ভূমি প্রদান করিয়াছে উহা হইতে প্রাপ্ত আয় গ্রহণ করিয়া থাকে দেশের মধ্যেকার জনকয়েক মাত্র ব্যক্তি; সুতরাং খাজনার উপর অধিক পরিমাণে কর আরোপই যথেষ্ট নহে, সরকার যদি সমগ্র ভূমি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র খাজনা যদি সরকারের তহবিলেই জমা হইয়া সমগ্র জনসমষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে যথার্থ সামাজিক ন্যায় বিচার (social justice) করা হইবে।

খাজনা ও দাম—Rent and Price.

অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সহিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের দামের বিচিত্র সম্পর্কই পরিলক্ষিত হয়। শস্যের দাম নির্দ্ধারিত হইবে সেই জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা যে জমি ঠিক প্রান্তিক্। যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন শস্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রমশঃই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ করা প্রয়োজন হয় এবং পোষায়। এইভাবে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে করিতে এইরূপ অবস্থায় পৌছানো হয় যেখানে এক ধরণের জমিতে উৎপাদন খরচা শস্যের ঠিক দামের সমান হয়। এই উৎপাদন খরচার মধ্যে শ্রমিকের পারিশ্রমিক, পুঁজির সুদ এবং ব্যবস্থাপনার প্রাপ্য অংশ অন্তর্ভূক্ত থাকে। যে জমির উৎপাদন খরচা শস্যের বাজার দামের সমান সেই জমিই হইল প্রান্তিক জমি; যে সকল জমি প্রান্তিক্ জমির উর্দ্ধে, অর্থাৎ যে জমির শস্য প্রান্তিক্ জমির উৎপাদিত শস্যের সহিত সমান দামে বিক্রীত হইবে অথচ যে জমিতে শস্য উৎপাদনের খরচা প্রান্তিক্ জমির অপেক্ষা কম, উহার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া একটা নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে।

এই নীট উদ্বৃত্তই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। এই খাজনা কি ভাবে হিসাব করা হয়? উহা হিসাব করা হয় শস্য বিক্রয় হইবার পরে। শস্য বিক্রয় করিয়া যেরূপ দাম পাওয়া যাইবে তাহার উপরেই নির্ভর করিবে ঐ উদ্বৃত্তের পরিমাণ। (১) প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচা যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে দাম বৃদ্ধি পায় অথবা (২) আকস্মিক ভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ যদি শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়—তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রে প্রান্তিক্ জমির কোন খাজনা থাকিবে না কিন্তু প্রান্তোর্দ্ধ সকল জমিরই খাজনা বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপর সকল জমির খাজনা তো বৃদ্ধি পাইবেই উপরন্তু প্রান্তিক্ জমি আর প্রান্তিক্ জমি থাকিবে না, উহা খাজনা-বিশিষ্ট জমিতে পরিণত হইবে। অনুরূপ ভাবে শস্যের দাম যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা প্রান্তিক্ জমি ছিল তাহা চাষ করা পোষাইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, ঠিক উহার উপরে যে জমি ছিল তাহা প্রান্তিক্ জমিতে পরিণত হইবে এবং অপরাপর সকল জমির খাজনা হ্রাস পাইবে। অতএব খাজনা নির্ভর করে শস্যের দামের উপরে; শস্যের দামের বৃদ্ধিতে খাজনা বৃদ্ধি এবং শস্যের দামের হ্রাসে খাজনার হ্রাস ঘটিবে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, খাজনা অধিক বলিয়াই শস্যের দাম অধিক এইরূপ বলা অসঙ্গত।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে খাজনা এবং শস্যের দামের মধ্যে এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ, উৎপাদন খরচার মধ্যে খাজনা অন্তর্ভূক্ত না হইবার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খাজনা

উৎপাদন খরচার বহির্ভূত হইবার কারণ হইল যে জমির কোন যোগান দাম নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর বা উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প ব্যবহারের সুযোগের উপর, অর্থনীতিবিদগণ যাহাকে বলেন সুযোগ দাম (opportunity price)। একটি উৎপাদক উপাদান অপর কোন সামগ্রী উৎপাদন করিলে উহা হইতে যে আয় করিতে পারিত তাহাই হইবে কোন একটি সামগ্রী উৎপাদন কালে ঐ উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম। জমির এইরূপ ন্যূনতম যোগান দাম নাই কারণ একদিকে উহার উৎপাদন করিতে কোনও খরচা পড়ে নাই ; অপরদিকে জমি ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা (alternative) হইল উহা ব্যবহার না করা। কিন্তু একখণ্ড জমি ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া কোনই লাভ নাই ; সেইজন্যই জমির যোগান দাম বলিয়া কিছুই নাই এবং যোগান দাম নাই বলিয়াই জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে।

পরিবর্তন প্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও দামের সম্পর্ক—Relation between Price and Rent in the back-ground of Margin of Transferance.

সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে, খাজনা ও দামের মধ্যে ঐরূপ সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঐরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে জমি কেবলমাত্র একপ্রকার ফসলই উৎপাদন করিতে পারে। কারণ যখনই একটি জমি একাধিক বস্তু উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া উপলব্ধি করা হইবে, তখনই হিসাব করা হইবে, কোন্ বস্তু উৎপাদন করিলে ঐ জমি কত আয় করিতে পারিত। একটি বস্তু উৎপাদনের দ্বারা একটি জমি যে পরিমাণ উপার্জন করিতে পারিত (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত) তাহা অপর বস্তু উৎপাদনের খরচার অংশীভূত হইবে। অর্থাৎ জমির যোগান দামের উদ্ভব ঘটিবে। জমির যোগান দামের উদ্ভব ঘটিলেই খাজনা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে সেহেতু খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

এই বিষয়টি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। একখণ্ড জমি একাধিক ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এক এক রূপ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে উহার এক এক রূপ উদ্বৃত্ত আয় হইবে। বিশেষ এক প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য যদি জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই বর্দ্ধিত চাহিদা অপর কোন ফসল উৎপাদন হইতে জমি টানিয়া লইয়া মিটাইতে হইবে।

ধরা যাউক এইরূপ অনেক জমির খণ্ড আছে যেগুলিতে ধানও উৎপন্ন হইতে পারে, গমও উৎপন্ন হইতে পারে। এক্ষেত্রে ধান উৎপাদনের জন্য কোন জমি চাহিলে, ঐ জমি গম উৎপাদন হইতে যে আয় করিতে পারিত, অন্ততঃ সম পরিমাণ খাজনা প্রদান করিতে হইবে। ঐ পরিমাণ খাজনা প্রদান না করিলে গমের জমি ধানের জমিতে পরিবর্ত্তন হইবে না এবং ধান চাষের জন্য জমির যোগান হইবে না। সুতরাং গম উৎপাদন করিয়া যে আয় হয় তাহা হইবে ধান উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হইবার জন্য জমির ন্যূনতম যোগান দাম। যে ব্যক্তি ধান উৎপাদনের জন্য জমি চাহিবে তাহাকে ঐ জমির জন্য এরূপ খাজনা অবশ্য প্রদান করিতে পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত থাকিতে হইবে, যে খাজনা প্রদান করিলে তবেই একখণ্ড জমি পরিবর্ত্তন প্রান্ত (margin of transferance) অতিক্রম করিয়া গম জমি হইতে ধান জমিতে পরিণত হইবে। উহার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি যখনই পূর্ব্ব হইতেই একটি খাজনা দিতে প্রতিশ্রুত থাকিবে, তখনই সে ঐ খাজনাকে উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কবিবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলে খাজনা দামের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এক্ষেত্রে ফসলের দাম নির্দ্ধারিত হইবে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা নহে, পরিবর্ত্তন প্রান্তে অবস্থিত জমির সুযোগ দামের দ্বারা (opportunity price of land on the margin of transferance)। সেই জমি পরিবর্ত্তন প্রান্তে (margin of transferance) অবস্থিত যাহার বিকল্প ব্যবহার হইতে লভ্য আয় বর্ত্তমান ব্যবহার হইতে লভ্য খাজনার সমান বা অতিসামান্যই কম। বর্ত্তমান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত আয় যদি সামান্য একটু হ্রাস পায়, তাহা হইলে উহা অপর ব্যবহারে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। যথা ধান চাষ হয় এরূপ জমির মধ্যে যে জমি গম, পাট, তামাক বা যে কোন অপর ফসল উৎপাদন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেই জমিকে ধান চাষের মধ্যে রাখিয়া দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইতে হইবে নচেৎ ঐ জমি পরিবর্ত্তন-প্রান্ত অতিক্রম করিয়া অপর ফসল উৎপাদনে চলিয়া যাইবে। এই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত খাজনা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইতে বাধ্য এবং সেহেতু দামের মধ্যেও উহা অন্তর্ভূক্ত হয়।

সুতরাং খাজনা শস্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় না বরং দামের উপর খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে—যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াই ইহা বলেন, অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টির অধিকারভুক্ত সমগ্র পরিমাণ জমিকে একটি অভিন্ন ইউনিট (homogenous unit) রূপে বিবেচনা করেন।

এইদিক হইতে বিচার করিয়াই তাঁহারা বলেন যে জমির কোন যোগান-দাম নাই এবং যেহেতু পূর্ব্ব- নির্দ্ধারিত থাজনা নাই ; যাহা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত নাই তাহা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাই এবং দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত সেহেতু দামের মধ্যে খাজনা ধরা নাই। কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হয় তখনই দেখা যায় যে (১) একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিবে এবং জমি গ্রহণ করিবার সময়েই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে প্রস্তুত থাকিবে (২) ঐ জমি অপর কোন কার্য্যে ব্যবহার করিলে যে আয় পাওয়া যাইত উহা হইবে জমির মালিকের পক্ষ হইতে উহার ন্যূনতম যোগান দাম (৩) যে ব্যক্তি জমি ভাড়া লইল সে এই ন্যূনতম যোগান দামের মত খাজনা দিতে বাধ্য এবং সেই কারণে সে উহা শস্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

খাজনা ও উর্ব্বরতার সমতা—Rent and Equal Fertility

উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ খাজনার উদ্ভব হয় বলিয়াই অনেকে ধারণা করিয়া থাকে। প্রান্তিক্ ভূমি সম্পর্কিত ধারণাই এইরূপ ধারণার কারণ। যে জমির উর্ব্বরতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সেই জমির উৎপাদন খরচা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাই হইল প্রান্তিক্ জমি এবং এই প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচার দ্বারাই শস্যের দাম নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং যে সকল জমি প্রান্তের ঊর্দ্ধে অবস্থিত অর্থাৎ যে সকল জমির উর্ব্বরতা প্রান্তিক্ জমি অপেক্ষা অধিক সেই সকল জমিতে উৎপাদন খরচা প্রান্তিক্ জমিরই সমান কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ প্রান্তিক্ জমি অপেক্ষা অধিক। প্রান্তিক্ জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির এই অধিক উৎপাদন ক্ষমতার কারণ হইল প্রান্তিক্ জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির উর্ব্বরতার আধিক্য। খাজনা হইল এই আধিক্যের সমান ; সুতরাং বিভিন্ন জমির উর্ব্বরতার পার্থক্য হইতেই খাজনা উদ্ভব হয় বলিয়া ধারণা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উর্ব্বরতার পার্থক্য শুধু একমাত্র পার্থক্য নহে। দুইটি জমির মধ্যে বিভিন্ন কারণে পার্থক্য থাকিতে পারে। সুতরাং উর্ব্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও দুইটি জমির মধ্যে প্রভেদ মূলক উদ্বৃত্ত (differential surplus) উদ্ভূত হইতে পারে এবং প্রভেদ মূলক উদ্বৃত্তই হইবে খাজনা।

প্রথমতঃ, অবস্থানের পার্থক্য (difference in situation) ; দুইটি জমির মধ্যে যদি উর্ব্বরতায় সমতা থাকে কিন্তু অবস্থানের পার্থক্য থাকে তাহা হইলেই একটিতে উৎপাদন করিয়া অপরটি অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। ধরা যাউক একটি জমি এরূপ জায়গায় অবস্থিত যেখান হইতে সহজেই বাজারে শস্য চালান দেওয়া যাইতে পারে এবং অপরটি এরূপ স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে শস্য বাজারে উপস্থাপিত করা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে দুইটি জমির একই উর্ব্বরতা হওয়া সত্ত্বেও

বিক্রয় খরচা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিয়া ধরিলে (এবং সাধারণতঃ তাহাই ধরা হইয়া থাকে) প্রথম জমিতে উৎপাদন খরচা কম এবং দ্বিতীয় জমিতে উৎপাদন খরচা অধিক। দ্বিতীয় জমিটি হইবে প্রান্তিক জমি—উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ নহে অবস্থানের পার্থক্যের দরুণ।

ফসলের দাম এই প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার সমান হইতেই হইবে; এক্ষেত্রে প্রথম জমিটি হইতে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে এবং এই উদ্বৃত্ত হইবে খাজনা।

দ্বিতীয়তঃ, "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়ম" (law of diminishing returns) এর ক্রিয়া। একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির দ্বারা পূর্ব্ববর্তী শ্রম ও পুঁজির বিনিয়োগ হইতে পরবর্ত্তী শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে; এই অধিক আয়কেও খাজনা বা উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করা হয়। একই জমিতে ধরা যাউক, প্রথমবার ১০০৲ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০ মণ শস্য উৎপাদন করা হইল কিন্তু দ্বিতীয় বার ১০০৲ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৪০ মণ শস্য উৎপাদন হইল, দ্বিতীয় বার উৎপাদন হ্রাস হইল ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের ক্রিয়ার দ্বারা। ইহা হইল একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষি (intensive cultivation); সমাজের যদি ৯০ মণ শস্যের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে শস্যের দাম ২৷৷০ আনা হইতেই হইবে—অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উৎপাদন খরচার (১০০ ÷ ৪০) সমান। সেক্ষেত্রে প্রথম বারের উৎপাদন হইতে ২৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, উর্ব্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও, আন্তঃ-শিল্প খাজনা (intra-industrial rent) উদ্ভব হইতে পারে। জমির সুযোগ দামের পার্থক্য হইতে এই উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয় (surplus that arises out of differences in the opportunity price of land) অথচ এই উদ্বৃত্ত উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দুইটি জমি হয়তো উর্ব্বরতায় অভিন্ন অথচ উহার মধ্যে একটি জমি গম উৎপাদনের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, ধান উৎপাদনের জন্য সেরূপ উপযোগী নহে ঐ জমিটি ধান উৎপাদন করিলে যেরূপ আয় করিতে পারিত, গম উৎপাদনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা যে অধিক আয় করে—সেই অধিক আয় হইবে তাহার আন্ত-শিল্প খাজনা।

[The rent that arises because of differences in the opportunity price of land might be called an intra-industrial rent. It is a surplus which can be earned by using the land in this industry rather than

in the next most valuable use"—Meyers, Elements of Modern Economics.]

খাজনা ও অর্দ্ধখাজনা—Rent and Quasi Rent.

স্থায়ী পুঁজি সামগ্রীতে বিনিয়োগের দ্বারা অনেক সময়ে খাজনার অনুরূপ আয় হইয়া থাকে। এই আয় জমির ব্যবহার জনিত আয় নহে, সেই জন্য ইহাকে ঠিক খাজনারূপে অভিহিত করা যায় না; অথচ খাজনার ন্যায়ই হা উদ্বৃত্ত আয়, অর্থাৎ ঐ উদ্বৃত্ত আয় করিবার জন্য কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় না; সেই কারণে ইহা খাজনার প্রকৃতি বিশিষ্ট। খাজনার অনুরূপ এই আয়কে মার্শাল অর্দ্ধ খাজনা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

খাজনার উদ্ভব হয় জমির উদ্বৃত্তের উদ্ভবে, কিন্তু একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত জমির যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা হ্রাস পাইবে। সমান গুণের জমি যদি সমান খরচায় অধিক যোগান দেওয়া যায় (সমান বলিতে বুঝায় যদি অধিক যোগান দিবার জন্য সুযোগ দাম—opportunity price—বৃদ্ধি না পায়) তাহা হইলে খাজনা হ্রাস পাইবে এবং এইরূপ হ্রাস প্রাপ্তি এরূপ অবস্থায় আসিয়া যাইবে যখন আর খাজনার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। এইরূপ ঘটে না বলিয়াই খাজনার অস্তিত্ব থাকে—খাজনার অস্তিত্ব থাকে কারণ জমির যোগান দাম অর্থাৎ opportunity price বৃদ্ধি না করিয়া জমির যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধ যোগানের জন্য খাজনার অস্তিত্ব।

কোন যন্ত্রসামগ্রীর অধিকার হইতেও তাহার মালিক এইরূপ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারে। যন্ত্রসামগ্রীগুলির পরিমাণ জমির ন্যায় চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত নহে—ইহাদের যোগান বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ যোগান বৃদ্ধি করা সময় সাপেক্ষ। কোন যন্ত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ যন্ত্রের প্রয়োজন অধিক করিয়া অনুভূত হইবে। যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং যন্ত্র উৎপাদনকারীগণ উহা উৎপাদন করিতে যাহা খরচা পড়ে তাহা অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করিতে পারিবে। একজন ক্রেতা কোন একটি সামগ্রী উহার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম দামে ক্রয় করিতে পারিলে যেরূপ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (consumers surplus) লাভ করে সেইরূপ একজন যন্ত্র বিক্রেতা যন্ত্রের অধিক চাহিদা হইবার দরুণ উহার উৎপাদন খরচার অপেক্ষা অধিক দামে উহা বিক্রয় করিতে পারে এবং তাহা হইবে উৎপাদন কারীর উদ্বৃত্ত বা খাজনা। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত লাভের আশায় যখন যন্ত্র উৎপাদনকারী অধিক যন্ত্র উৎপাদন করিবে ও যোগান দিবে তখন

যন্ত্রের দাম হ্রাস পাইবে এবং ঐ উদ্বৃত্ত বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং এইরূপ উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত হইল অর্দ্ধ-খাজনা (Quasi-rent)।

অন্যান্য উৎপাদক উপাদানে খাজনার অংশ—Element of Rent in other Factors of Production.

উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় নিকৃষ্ট জমির যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটে,—যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্ত লাভের জন্য জমির মালিককে কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় নাই অথবা যাহার উদ্ভবের জন্য জমির মালিককে অন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয় নাই—ইহাই যদি হয় খাজনার মৌলিক প্রকৃতি তাহা হইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের মধ্যেও এই প্রকৃতির অল্প বিস্তর উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ধরা যাউক, শ্রমের জন্য মজুরী। যে সকল শ্রমিক নিছক জীবনধারণের মত পারিশ্রমিক পায়, তাহারা প্রান্তিক শ্রমিকের সমতুল্য। ইহাদের আয়ের দ্বারা জীবন ধারণের ব্যয় কোন প্রকারে সঙ্কুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু যে সকল শ্রমিক উৎকৃষ্ট গুণ স্বাভাবিক মানসিক বা কায়িক ক্ষমতার আধিক্যের দরুণ অধিকতর পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে, তাহারা তাহাদের শ্রম হইতে একটি উদ্বৃত্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। এই উদ্বৃত্ত অনেকটা খাজনার ন্যায়।

পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জ্জনের মধ্যেও অনেক সময়ে খাজনার প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া, অল্প সময়ের হিসাবে স্থির পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জ্জন প্রায়শঃই খাজনার অনুরূপ হয়। কোন একটি স্থির পুঁজির দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে যদি উহার দাম বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্থির পুঁজির ব্যবহার হইতে উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনকারীগণ ঐ পুঁজি অধিক পরিমাণে দাবী করিবে। যাহারা স্থির পুঁজির মালিক, তাহারা ঐ স্থির পুঁজির ভাড়া দিতে অভ্যস্ত থাকিলে, অধিক ভাড়া আদায় করিতে পারিবে অথবা যদি উহা বিক্রয় করে তাহা হইলে অধিক বিক্রয় দাম আদায় করিতে পারিবে। ভাড়া বা বিক্রয় দামের ঐ আধিক্য খাজনার প্রকৃতিবিশিষ্ট। আর একদিক হইতেও, পুঁজির মধ্যে খাজনার উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। একই পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন গুণের পুঁজি সামগ্রী থাকিতে পারে—কোনটী উৎকৃষ্ট কোনটী ততটা উৎকৃষ্ট নহে, কোনটী অধিকতর নিকৃষ্ট। এক্ষেত্রে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পুঁজি সামগ্রী—অর্থাৎ যাহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা কম, পণ্যের দাম হইবে সেই পুঁজি সামগ্রীতে উৎপাদন খরচার সমান এবং উহা হইবে প্রান্তিক পুঁজি সামগ্রী। সুতরাং যে সকল পুঁজি সামগ্রী উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (এইগুলিকে আন্তঃপ্রান্তিক পুঁজি বলা চলে)—সেইগুলিকে ব্যবহার করিয়া উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে।

শিল্পপতিদিগের শিল্প পরিচালন দক্ষতার স্বভাবতঃই পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের দরুণ খাজনার অনুরূপ উৎপাদকের উদ্বৃত্ত লাভ ঘটে। যে ব্যবস্থাপক শিল্প ব্যবস্থাপনা হইতে কেবলমাত্র সেই পরিমাণ উপার্জ্জন করে, যাহাতে পণ্যের প্রচলিত দামে খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি দিয়া তাহার পারিশ্রমিকরূপে লাভ করে শুধু সেই পরিমাণ অর্থ যাহা সে অন্য কাহারও বেতনভোগী কর্মচারীরূপেও উপার্জ্জন করিতে পারিত, সেই ব্যবস্থাপককে প্রান্তিক ব্যবস্থাপকরূপে গণ্য করা যায়। অপরাপর যে যে সকল দক্ষ শিল্প পরিচালক অধিকতর দক্ষতা সহকারে শিল্প পরিচালনা করিতে পারে, তাহারা উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভ করে। ইহা স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত। "যেহেতু এইগুলি (দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে প্রাপ্ত লাভ) দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টা বিনিয়োগের ফল নহে, সেহেতু এইগুলিকে প্রকৃতি দ্বারা প্রদত্ত উৎপাদনের উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করিবার আপাত দৃষ্টিতে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।" (মার্শাল)

Questions & Hints.

1. "Land rent is a differential or surplus product." Explain the statement and point out the chief social implications of the Ricardian theory of Rent. (B. Com. 1941) [২২৪-২৮]

2. Discuss Ricardo's theory that Rent is paid for the original and indestructible powers of the soil' (Agra 1941) [পৃ: ২২৩-২৪]

3. Consider the effects of an increase in the population upon rent. (B. Com. 1943, 1948) [পৃ: ২২৬-২৭]

4. Explain the origin and significance of rent (B.A. 1939). Explain the concept of economic rent and discuss its implications for the theory of taxation. (B. Com. 1950) Consider the social implications of the theory of rent. (B. Com. 1945). Explain why the distinction between the economic rent and other kinds of income is of importance to the Finance Ministers (.B. Com. 1946) [পৃ: ২২৪-২৮]

5. State and explain the relation between agricultural rents and agricultural prices. (B.A. 1936). "Corn is not high because a rent is paid but rent is paid because corn is high." Discuss the statement of Ricardo (B. Com. 1949.) [পৃ: ২২৯-৩১]

6. Show how (a) the quality of land (b) the margin of cultivation and (c) the price of the produce affect the amount of economic rent (B.A. 1942). [পৃ: ২২৪-২৫ ; ২৩০-৩১ এবং পৃ: ২২৬-২৭]

7. What is rent ? Can rent arise in a country where all lands are equally fertile ? (B.A. 1945) [পৃঃ ২২৩ ; ২৩২-৩৩] Explain fully the factors which lead to the emergence of rent in the case of agricultural land. (B. Com. 1951) [পৃঃ ২২৪-২৬ ; ২৩২-৩৩]

8. Distinguish between rent and quasi rent and examine the influence of progress on rent (B. A. 1937 ; All, 1946 ; Dac. 1930 ; Nag. 1942) [পৃঃ ২৩৪-৩৫ ; ২২৬-২৭]

9. "Rent is not an element in the cost of production. The difficulty that is usually experienced in grasping this principle is due to the difference between the individual and social points of view." Elucidate the statement (B. Com 1939) [পৃঃ ২২৯-৩০]

10. Show that there is a rent element in wages, interests and profits. (B. Com. 1938) "The rent of land is seen not as a thing by itself but as the leading species of large genus." Amplify the statement. (B. Com. 1942) "Rent of the land is the most obvious but not the only case in which an income is derived from differences in the productivity of an agent in production which are not due to the persons who supply that agent of production."—Elucidate (B. Com, 1944.) [পৃঃ ২৩৫-৩৬]

বিংশ অধ্যায়

মজুরী

Wages

মজুরীর অর্থ—Meaning of Wages

আন্ত্রেপ্রণার দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিককে তাহার শ্রমের জন্য যে দাম প্রদান করা হয় তাহাকেই বলা হয় মজুরী। এই শ্রম মস্তিষ্কজীবি শ্রম হইতে পারে অথবা নিছক কায়িক শ্রমও হইতে পারে। "একজন শ্রমিককে তাহার কার্য্যের পরিবর্ত্তে মালিকের দ্বারা চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রাকে মজুরী রূপে অভিহিত করা যায়।" ["A wage may be defined as a sum of money paid under contract by employer to a worker in exchange for services rendered."—Benham.]

মুদ্রা মজুরী (আপাত মজুরী) এবং প্রকৃত মজুরী—Money Wages (nominal wages) and Real Wages.

একই স্তরের একজন শ্রমিক কলিকাতায় মজুরী লাভ করে মাসিক ১০০৲ টাকা অপর একজন শ্রমিক বোম্বাইতে মাসিক পারিশ্রমিক পায় ১১০৲ টাকা,—ইহার দ্বারা কিন্তু এইরূপ বুঝায় না যে বোম্বাইয়ের শ্রমিকটি কলিকাতার শ্রমিক অপেক্ষা ঠিক ১০৲ টাকার সমান অধিক মজুরী পাইতেছে। আবার একজন জমিদারের নায়েব বেতন পায় ৫০৲ এবং একজন শিক্ষক বেতন পায় ১০০৲ টাকা কিন্তু ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝায় না যে একজন শিক্ষক জমিদারের নায়েব অপেক্ষা ঠিক দ্বিগুণ পারিশ্রমিক লাভ করে। ইহার কারণ হইল, আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা মজুরী বলিয়া মনে হয় তাহাই প্রকৃত মজুরী না হইতে পারে। একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে উহা হইবে তাহার আপাত মজুরী (Nominal wages) বা মুদ্রা মজুরী (Money wages)। কিন্তু একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে ঠিক উহাই তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন (Real income) নহে। প্রকৃত উপার্জ্জন হইল একজন শ্রমিক তাহার কার্য্যের বিনিময়ে মোট যে পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লাভ করিবার অধিকারী হয়। আমরা বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহের জন্য অপরকে আমাদের কার্য্য প্রদান করি; ঐ কার্য্য প্রদানের সার্থকতা উহার বিনিময়ে প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে নহে—উহার সার্থকতা থাকে আমরা আমাদের

কার্য্যের বিনিময়ে মোট কত পরিমাণ সামগ্রী ও সেবা সমগ্র সমাজের নিকট হইতে লাভ করিতে পারি তাহাতেই। এই বিষয়টি হইল প্রকৃত মজুরী (Real wages)। প্রকৃত মজুরী যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি হইল এইরূপ :

প্রথমতঃ, সামগ্রীর দাম-স্তর (Price level)। দাম স্তর যদি অধিক থাকে, যে সকল সামগ্রীর উপর আমরা মুদ্রা ব্যয় করি উহাদের দাম যদি চড়া থাকে, তাহা হইলে একই মুদ্রা উপার্জ্জনের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। অপরপক্ষে দাম-স্তর যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে সমপরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জনের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা যাইবে। সুতরাং কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইতে সামগ্রীর দাম-স্তর যদি অধিক হয় অর্থাৎ জীবন ধারণের ব্যয় যদি অধিক হয় তাহা হইলে মুদ্রা মজুরীর পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মজুরীর পার্থক্য নাও থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ নিছক মুদ্রা উপার্জ্জন ব্যতীত কতিপয় বিশেষ সুবিধা লাভ করিতে পারে। মজুরী যে শুধু মুদ্রার মাধ্যমেই প্রদান করা হয় তাহা নহে, পরোক্ষভাবে ইহা করা যাইতে পারে কোন একজন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার প্রদান করিয়া অথবা প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কতিপয় এইরূপ সামগ্রী প্রদান করিয়া যাহা অন্যথায় তাহাকে ক্রয় করিয়াই সংগ্রহ করিতে হইত। নায়েব বেতন কম পাইতে পারে কিন্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সে বেতন ব্যতীত লাভ করিতে পারে। সুতরাং মুদ্রা উপার্জ্জন তাহার যতটা কম প্রকৃত উপার্জ্জন ততটা নহে।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন পেশায় ঠিক সময়ানুযায়ী যে বেতন পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত উপরি আয় করিবার সুবিধা থাকিতে পারে। যে পেশায় এইরূপ উপরি আয় করিবার অবকাশ থাকে সেই পেশায় প্রকৃত উপার্জ্জন হইল অধিক।

চতুর্থতঃ, একজন ব্যক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপার্জ্জনের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করিতে বাধ্য হয় সেই পরিমাণ ব্যয় তাহার উপার্জ্জন হইতে বাদ দিয়া তবেই তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন হিসাব করিতে হয়। দুইজন ব্যক্তি যদি সম পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে কিন্তু একজন ব্যক্তির ঐ উপার্জ্জনের জন্য কোনই ব্যয় করিতে হয় না এবং অপর ব্যক্তির কিছু ব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির প্রকৃত মজুরী অধিক।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—"Marginal productivity" Theory

শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়, একাধিক অর্থনীতিবিদ্ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আঁত্রেপ্রণা শ্রমের চাহিদা করে কারণ শ্রম হইল উৎপাদনক্ষম,—একজন ভোগকারী যেরূপ একটি সামগ্রী চাহিদা করে, সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তার দরুণ। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাই হইল তাহার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু আঁত্রেপ্রণা তো একটি মাত্র শ্রমিক নিয়োগ করে না, শ্রমিক নিযুক্ত হয় একাধিক। একই কার্য্যে যে ক্ষেত্রে একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে উহার উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য ঘটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোন্ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে, এই প্রশ্ন উত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর হইল, শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে প্রান্তিক্ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। প্রান্তিক্ শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষমতার নাম শ্রমের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা।

একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে অথবা একজন শ্রমিক বাদ দিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে তাহাই হইবে শ্রমের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। ধরা যাউক, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও ভূমির সহিত একজন আঁত্রেপ্রণা ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বছরে ১০,০০০ কলম উৎপাদন করে; আঁত্রেপ্রণা হয়তো আর একজন শ্রমিক বৃদ্ধি করিল, ৫০১ জন শ্রমিকের উৎপাদন হইল ১০,০১৮টি কলম; এক্ষেত্রে সর্ব্বশেষ শ্রমিকটি হইল প্রান্তিক্ শ্রমিক এবং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা হইল ১৮টি কলম এবং তাহার মজুরীও হইবে ১৮টি কলমের দামের সমান। প্রান্তিক্ শ্রমিক যে মজুরী পাইবে অপর সকল শ্রমিকও সেই মজুরী পাইবে কারণ একই পর্য্যায়ের শ্রমিকের মধ্যে প্রান্তিক ও অপ্রান্তিক্রূপে কোনরূপ স্বাভাবিক পার্থক্য নাই। ঠিক যেরূপ একজন ক্রেতা একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় এবং ক্রেতা উহার চাহিদা দাম স্থির করে প্রান্তিক সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কোন আঁত্রেপ্রণা আধুনিক বৃহৎ পরিধির কারবারের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা একটি একটি করিয়া বৃদ্ধি করে না; সুতরাং প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা হইবে মোট উৎপাদন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহাকে যত সংখ্যক শ্রমিক অতিরিক্ত নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া। যথা—আঁত্রেপ্রণা

শ্রমিকের সংখ্যা ৫০০ হইতে ৬০০তে বৃদ্ধি করিল এবং কলমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল ১০,০০০ হইতে ১১,৮০০তে ; এক্ষেত্রে ১০০ বাড়তি শ্রমিকের দ্বারা ১৮০০ বাড়তি কলম উৎপাদিত হইল, সুতরাং একজন শ্রমিকের উৎপাদন হইল ১৮টি। এক্ষেত্রে ১০০ শ্রমিককে প্রান্তিক্ শ্রমিক ধরিয়া উহাদের মোট উৎপাদন হইতে গড় (average) বাহির করিয়া, শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব করা হইল।

সমালোচনা—(১) প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব কেবল মাত্র শ্রমের চাহিদা সম্পর্কেই অবহিত করে, উহার যোগানের উপর কিছুমাত্র আলোক সম্পাত করে না। প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতাকে আঁত্রেপ্রণার পক্ষ হইতে শ্রমের চাহিদা-দাম রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাই যে শ্রমিকের শ্রমের প্রকৃত দাম হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) অন্যান্য উৎপাদক উপাদান যখন অপরিবর্ত্তিত থাকে তখন শ্রমের পরিমাণ পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা পরিবর্ত্তন, করিতে পারা যায় ইহাই এই তত্ত্ব অনুমান করে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু কোন আঁত্রেপ্রণা একটি একটি করিয়া শ্রমিক বৃদ্ধি করে না, সাধারণতঃ একসাথে একাধিক শ্রমিক লওয়া হয় এবং শ্রমিকের এইরূপ বৃদ্ধির সহিত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানেরও বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। কন্তু এইরূপ একাধিক উৎপাদক উপাদানের একত্রিত বৃদ্ধির দ্বারা নিছক একজন শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব সম্ভব নহে।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যখন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় তখন ঠিক একই পর্য্যায়ের শ্রমিক যে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সকল শ্রমিকের অভিন্নতা অনুমান করা অবাস্তব। সকল শ্রমিক যেক্ষেত্রে অভিন্ন (homogeneous) নহে সে ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে প্রয়োগ যোগ্য প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব প্রণয়ন সম্ভব নহে।

(৪) একটি সামগ্রীর বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে যে মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা ক্রেতার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সেই মাত্রাটির প্রয়োজনীতার দ্বারাই ক্রেতা সামগ্রীটির চাহিদা দাম নির্দ্ধারিত করে। ন্যূনতম প্রয়োজনীতার ভিত্তিতে যে চাহিদার দাম নির্দ্ধারিত হয় তাহা নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তার ক্রমিক হ্রাস ঘটে এই বিষয়টির উপর। এই সাদৃশ্যের উপর ভর করিয়াই প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব প্রচার করা হয়,—শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃই হ্রাস পায় এবং ন্যূনতম উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই তত্ত্বটী " প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility) এবং

"প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার" (marginal productivity) মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তাহার যথাযথ বিবেচনা করে নাই। একই সামগ্রীর ক্রমশঃই অধিক পরিমাণ ভোগ করিলে উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় কিন্তু শিল্পোৎপাদনের বহু ক্ষেত্রেই অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মানুযায়ী শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহা যদি ঘটে তাহা হইলে প্রান্তিক্ শ্রমিকের অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনকারীর উৎপাদন অনুযায়ী কি আঁত্রেপ্রণা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে? এইরূপ ধারণা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

"বাট্টা সমন্বিত প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব—Theory of Discounted Marginal Productivity of Labour.

প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটি অধ্যাপক টাউজিগ কর্ত্তৃক কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণে ব্যক্ত হইয়াছে। টাউজিগের এই তত্ত্বটি হইল বাট্টাসমন্বিত প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব। আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রক্রিয়া হইল পরোক্ষ—পূর্ব্বে যাহাকে ঘোরালো প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বহু স্তর অতিক্রম করিয়া এবং বহুবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তবেই আধুনিক শিল্পে উৎপাদনের কার্য্য হয়। সহজেই অনুমান করা যায় যে এইরূপ উৎপাদনের কার্য্য যেরূপ জটিল সেইরূপ সময় সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি উৎপাদনের জন্য ভূমি প্রদান করে অথবা পুঁজি প্রদান করে, সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা পারিশ্রমিকের জন্য অধিককাল অপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে পারিশ্রমিক লাভের জন্য অধিক কাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং আঁত্রেপ্রণার পক্ষে প্রয়োজন হয় শ্রমিককে তাহাদের পারিশ্রমিক অগ্রিম প্রদান করিয়া যাওয়া।

টাউজিগ বলেন, এই পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অথচ একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিকের সমগ্র অংশটুকুই তাহাকে প্রদান করা হয় না। শ্রমিক সামগ্রীটি বিক্রয় করিবার সময় পর্য্যন্ত এমন কি উৎপাদন শেষ হইবার সময় পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে না। সুতরাং মালিক শ্রমিককে মজুরী প্রদান করে শ্রমিকের উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে নহে, নিজস্ব তহবিল হইতে। নিজস্ব তহবিল হইতে এইরূপ অগ্রিম মজুরী প্রদান করিবার জন্য মালিক, উৎপাদন শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করিলে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমিক যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিত, তাহা হইতে কিছুটা কাটিয়া রাখিয়া দেয়। অগ্রিম প্রদানের জন্য যেন

মজুরীটিকে বাট্টা (discount) করা হইল; এই বাট্টা করা হইলে প্রচলিত সুদের অনুপাতে। সুদের হার যদি অধিক হয় তাহা হইলে অগ্রিম মজুরী প্রদান করিয়া মালিককে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সুতরাং বাট্টার হারও অধিক হইবে অর্থাৎ মজুরী হইতে অধিক কাটা যাইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে মালিকের পক্ষে অগ্রিম দেওয়া কম ক্ষতিকর, সুতরাং বাট্টার হার কম হইবে অর্থাৎ মজুরী হইতে কমই কাটিয়া রাখা হইবে।

জীবন যাত্রার মান ও মজুরী—Standard of Living and Wages

শ্রমিকের জীবন যাত্রার মানের দ্বারা তাহার মজুরী নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন। যে শ্রমিকদলের জীবন যাত্রার মান উঁচু, সে শ্রমিকদিগের পক্ষে তদনুযায়ী উচ্চ বেতন না পাইলে, কার্য্য গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, উহার কম মজুরী দিলে তাহারা শ্রম দিতে অগ্রসর হইবে না। অপর পক্ষে যে সকল শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান নীচু, যাহাদের অভাব অল্প এবং ব্যয় ও অল্প তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও শ্রমের যোগান দিবে, মজুরীর হার সে ক্ষেত্রে কমই হইবে।

জীবন যাত্রার মানের সহিত মজুরীর হারের সম্পর্ক ঠিক এইরূপ প্রত্যক্ষ নহে। ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবন যাত্রার মান নীচু করা হইবে না বলিয়া শ্রমিকগণ ঐ মানের সমান অপেক্ষা কম মজুরীতে কোন ক্রমেই শ্রম প্রদান করিবে না এবং সেহেতু জীবন যাত্রার মানের দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে, ইহা সকল সময়ে অভ্রান্ত সত্যরূপে কার্য্যকরী হয় না। শ্রমিকের পক্ষে শ্রম বিক্রয় না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী মজুরী আদায় করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইত। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা সম্ভব হয় না এবং একদল শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইবার দরুণ অথবা অন্য যে কোন কারণে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইলে, মজুরী হ্রাস পাইতে বাধ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য শ্রমিকগণ তাহাদের অভ্যস্ত জীবন যাত্রা মানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করা প্রথমেই উঠাইয়া দিবে না, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় কার্য্য করিয়া সম পরিমাণ উপার্জ্জন রাখিবার জন্য সে চেষ্টিত থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বের জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দু একটি সমেগ্রী অপেক্ষা কিছু পরিমাণ অবকাশ যে তাহাদের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় তাহা শ্রমিকগণ অচিরেই উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইবে এবং তখন পূর্ব্বাপেক্ষা নীচু জীবন-যাত্রার মানের সহিত তাহারা নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইবে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও, মজুরীর সহিত যে জীবনযাত্রার মানের কিছুটা সম্পর্ক আছে তাহা অনস্বীকার্য্য। দুইদিক হইতে ইহাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, জীবন যাত্রার মানের সহিত লোকসংখ্যা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং লোকসংখ্যার উপর যে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভরশীল তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। যে কোন দেশে, জনসমষ্টির যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান খুব নীচু সেই শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যা হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অপর পক্ষে যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উচু সেই শ্রেণীর সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং সমষ্টি-গতভাবে ধরিতে গেলে শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার মান যদি উচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা অর্থাৎ শ্রমিকের যোগান কম হইবে এবং যোগান কম হইলেই মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান যদি নীচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের যোগান হইবে অধিক এবং যোগান অধিক হইবার দরুণ মজুরী হইবে কম। অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মজুরীর সহিত জীবনযাত্রার মানের এই সম্পর্ক যথেষ্ট দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্থাপিত হইতে পারে কারণ জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী শ্রমিকের যোগানের পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মানের সহিত মজুরীর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা চলে শ্রমিকের কর্ম্ম দক্ষতার (efficiency) ভিত্তিতে। জীবনযাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমিকের কর্ম্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া শ্রমিক অধিক মজুরী দাবী করিতে পারে এবং আঁত্রেপ্রণাও ঐ দাবী পূরণ করিতে সক্ষম হয়; উচ্চ হারে প্রদত্ত মজুরী সেই কারণে উৎপাদন খরচাকে বৃদ্ধি না করিয়া প্রকৃত পক্ষে উৎপাদন খরচার হ্রাস ঘটাইতে পারে।

উচ্চ মজুরীর ব্যয় সঙ্কোচ (Economy of high wages)—যে পরিমাণ মজুরী না দিলেও চলে সেই পরিমাণ মজুরী অনেক সময় আঁত্রেপ্রণা প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে কারণ মালিকের স্বার্থ কম মজুরী প্রদান নহে, মালিকের স্বার্থ হইল খরচার তুলনায় অধিক উৎপাদনে। সস্তার সামগ্রী যেরূপ আখেরে লোক-সানের সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে, সস্তার মজুরীও সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে লাভজনক না হইয়া লোকসান মূলকই হইতে পারে। অল্প মজুরী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানকে নীচু রাখিয়া দেয় এবং নীচু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান কর্ম্ম ক্ষমতার স্বল্পতা ঘটায়। অন্ন বস্ত্রহীন এবং অবকাশ বঞ্চিত শ্রমিক অধিক বেতন ভোগী শ্রমিকের সহিত সমান ভাবে উৎপাদনক্ষম হইতে পারে না। ততটা সহজ ভাবে

তাহারা আধুনিক শিল্পের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, ততটা উদ্যোগ-প্রতিভা বা ততটা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের পক্ষে উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে পারে না। যে দেশের শ্রমিকদের মজুরী কম সে দেশ পণ্য উৎপাদনের খরচাও যে কম এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; অধিক মজুরী বিশিষ্ট দেশ যে অল্প মজুরী বিশিষ্ট দেশের সহিত শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তাও নাই।

ইহা হইতে কিন্তু এরূপ উপসংহার করাও ভুল হইবে যে অল্প মজুরী বিশিষ্ট দেশে যদি সহসা মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এই মজুরীর বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম ক্ষমতার বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হইবে এবং কর্ম্ম ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রতিফলিত হইবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। মজুরী বৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান উঁচু করা সময় সাপেক্ষ এবং জটিল মনস্তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত। এইরূপ দীর্ঘ সময়ের হিসাব মালিকরা করে না এবং সেই কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক মজুরী দিতে মালিকগণ নিজ হইতে অগ্রসর হয় না।

জীবনধারণ তত্ত্ব, অবশিষ্টাংশ দাবী তত্ত্ব এবং মজুরী তহবিল তত্ত্ব—Subsistence Theory, Residual Claimant Theory and Wages Fund Theory.

(ক) **জীবনধারণ তত্ত্ব**—(Subsistence theory)—জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের দ্বারাই মজুরী নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া যে তত্ত্ব ভূম্যৈকবাদী নামে অভিহিত প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রচার করিতেন তাহাই জীবন ধারণ তত্ত্বরূপে পরিচিত। শুধু যে ভূম্যৈকবাদীগণই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, এ্যাডাম স্মিথ্ এবং ডেভিড রিকার্ডোর নামও এই তত্ত্বের সহিত জড়িত আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম যেরূপ উহার উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সেইরূপ শ্রমের নিয়মিত দামও, অর্থাৎ মজুরীও শ্রমিকের ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়; শ্রমিকের জীবন ধারণের ব্যয় যেন শ্রমের উৎপাদন খরচা। মজুরী যদি কখন উহার অধিক হয় তাহা হইলে অধিক উপার্জ্জনের দরুণ শ্রমিককুল অধিক সন্তান সন্ততি ভরণ পোষণে সক্ষম হইবে এবং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধির দরুণ মজুরীর হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিবে। অপর পক্ষে মজুরী যদি জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজীয় ব্যয় অপেক্ষাও কম হয় তাহা হইলে ভরণপোষণের উপায় অভাবে লোকসংখ্যার হ্রাসের দ্বারা শ্রমিকের যোগান হ্রাস হইবে এবং মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া জীবন ধারণের ব্যয়ের সহিত সমতা লাভ করিবে।

সমালোচনা—(১) জীবন ধারণের তত্ত্ব অত্যধিক মাত্রায় নৈরাশ্যবাদী (pessimistic); উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ইহার

মধ্যে যেন নিয়তির কঠোরতা অনুভব করা হয়, তাই ইহার আর একটি নাম দেওয়া হয় লৌহ নিয়ম (Iron law of wages)। ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মের সহিত ইহার কিছুটা সম্পর্ক লক্ষ্য না করিয়া উপায়ান্তর থাকে না।

(২) মজুরীর বৃদ্ধি উন্নত জীবন যাত্রার মান আনয়ন করিয়া এবং সেই কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিয়া নিজের ধারাবাহিকতা (Continuity) বজায় রাখিতে সক্ষম হয়, ইহা এই তত্ত্ব বিবেচনা করে না।

(৩) অনেক সময়ে সাধারণতঃ যাহাকে ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয় রূপে গণ্য করা হয় তাহা না পাইয়াও একদল শ্রমিক শ্রম প্রদান করিতেছে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

(৪) এই তত্ত্ব সকল শ্রমিককেই এক পর্য্যায়ের বলিয়া গণ্য করে এবং বিভিন্ন পেশায় বা কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর হারে কি কারণে পার্থক্য থাকে তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ প্রদান করিতে পারে না।

(খ) **অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব**—(**Residual Claimant theory**) মজুরী সম্পর্কে আর একটি তত্ত্ব আছে, ইহার নাম অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব একটি অবশিষ্টাংশের কল্পনা করে এবং এই অবশিষ্টাংশের উপর শ্রমিকগণের দাবী ব্যখ্যা করে। একটি শিল্পে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান যথা—ভূমি, পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনার দরুণ প্রদেয় খাজনা সুদ এবং মুনাফা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, শ্রমিকগণ মজুরীর জন্য ঐ অবশিষ্টাংশ দাবী করিতে পারে। জেভন্স বলেন "খাজনা, কর এবং পুঁজির সুদ বাদ দিলে তাহার উৎপাদনের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে শ্রমিকের মজুরী চূড়ান্তভাবে তাহারই সমান হয়"। ["The wages of a working man are ultimately coincident with what he produces after the deduction of rent,, taxes and the interest on capital"—Jevons.] জীবন ধারণ তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্ব ততটা নৈরাশ্যবাদী নহে; এই তত্ত্ব মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদর্শন করে, মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে শ্রমিক যদি যে অবশিষ্টাংশের উপর তাহার দাবী আছে সেই অবশিষ্টাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারে।

সমালোচনা:—(১) অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব শ্রমের যোগানের দিক সম্পূর্ণরূপ অবহেলা করে। শ্রমের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নীরব।

(২) অবশিষ্টাংশ কেন যে শ্রমিকের প্রাপ্যের সহিত সম্পর্কিত হইবে এ সম্পর্কে এই তত্ত্ব কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে

পারে না। বরং শ্রমিকের মজুরী পূর্ব্বেই প্রদান করা হয় এবং শুধু মজুরীই নহে, খাজনা ও সুদ প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আঁত্রেপ্রণার পারিশ্রমিক অর্থাৎ মুনাফা রূপে বিবেচনা করাই যুক্তি সঙ্গত।

(৩) চাহিদার পরিবর্ত্তনের দ্বারা সামগ্রীর দাম যদি এরূপ ভাবে হ্রাস পায় যাহাতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবার পর কিছু অবশিষ্টাংশ না থাকে, তাহা হইলে কি ইহাই বুঝাইবে যে শ্রমিকগণ কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়াই শ্রম প্রদান করিয়াছে?

(৪) খাজনা, সুদ এবং মুনাফা যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবেই এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যদি অবশিষ্টাংশের বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে সে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি কোন রূপ অতিরিক্ত অবদান বহন করে নাই এইরূপ ধারণা করা যুক্তি বিরুদ্ধ ও অবাস্তব।

(গ) **মজুরী তহবিল তত্ত্ব—(Wages Fund Theory)**—মজুরী তহবিল তত্ত্বের দ্বারা ইহাই প্রচার করা হয় যে মজুরী প্রদানের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট তহবিল থাকে এবং তহবিলের পরিমাণের দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের নাম এই তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। জনসংখ্যা এবং পুঁজির অনুপাতের উপর মজুরী নির্ভরশীল; প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ভাড়া করিবার জন্য চলতি পুঁজির (circulating cap;tal) যে অংশ ব্যয়িত হয় তাহাই মজুরী তহবিল এবং এই মজুরী তহবিলের সমষ্টি এবং ভাড়া খাটিতে ইচ্ছুক শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা, এই দুইটির অনুপাতের দ্বারাই মজুরী নির্দ্ধারিত। আরও সরল ভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলা চলে যে শিল্প মালিকগণ চলতি পুঁজির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের মজুরী দিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। চলতি পুঁজির এই পৃথক ভাবে রক্ষিত অংশ হইল মজুরী তহবিল এবং এই তহবিল হইল বহুলাংশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। এই পরিমাণই মালিকের শ্রম ক্রয়-ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করে; সুতরাং অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিলে মজুরী তহবিলের উপর অধিক চাপ পড়িয়া মজুরী হ্রাস পায়, অপর পক্ষে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইলে একই মজুরী তহবিল হইতে অধিক পরিমাণ মজুরী দেওয়া সম্ভব হয়।

সমালোচনা :—(১) বিভিন্ন শ্রমিক সমষ্টির মধ্যে মজুরীর পার্থক্য কেন ঘটে তাহা মজুরী তহবিল তত্ত্ব (**wages fund theory**) ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) মজুরী তহবিল রূপে কোনও স্থির নির্দিষ্ট তহবিল থাকিতে পারে না। যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে মজুরী প্রদান করা হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ভাণ্ডার নহে; তাহা চলমান প্রবাহ। অপরিবর্ত্তনীয় তো দূরের কথা, বরং পরিবর্ত্তনযোগ্যতাই উহার বৈশিষ্ট্য।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিয়াও একটি নির্দিষ্ট মজুরী তহবিল আঁকড়াইয়া মালিকগণ শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করিবে না অথচ ঐ শিল্পে অন্যান্য শিল্প হইতে শ্রমিক অধিকতর সংখ্যায় আসিয়া যোগদান করিবে, ইহার নিশ্চয়তা নাই। এই তত্ত্ব অনুমান করে যে শ্রমের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিবে সুতরাং যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী কমিবে। বাস্তবক্ষেত্রে যখনই সুস্পষ্ট লাভের আশা থাকিবে তখনই মালিক ঋণের জন্য প্রস্তুত হইয়াও শ্রমিকের চাহিদা করে অধিক এবং অধিক লাভ হইবে এই আশায় অধিক মজুরী প্রদান করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়।

(৪) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী হ্রাস পাইবে, মজুরী তহবিল তত্ত্বের মধ্যে এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ মানুষ শুধু খাইতেই আসে না, উৎপাদন করিতেও আসে।

মজুরী, শ্রমের চাহিদা ও যোগান—Wages, Demand and Supply of Labour.

মজুরী হইল শ্রমের জন্য প্রদেয় দাম; শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে ও মালিক ঐ শ্রম ক্রয় করে। ক্রয় বিক্রয়যোগ্য এই কার্য্যের দাম, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রীর দাম যে ভাবে নির্দ্ধারিত হয় সেই ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক। সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই ভারসাম্যের স্তরে। সময়ানুযায়ী এই ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কখন চাহিদা অধিক ক্রিয়াশীল হয়, কখন বা যোগান অধিক ক্রিয়াশীল হয়। শ্রমের ক্ষেত্রেও যোগান চাহিদার এই ক্রিয়া উপস্থিত থাকে। শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমের চাহিদা—শ্রমের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand)। সাধারণ একজন ক্রেতা যখন সাধারণ একটি ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে তখন ঐ সামগ্রীটির জন্যই সামগ্রী ক্রয় করে। তাহার নিকট সামগ্রীটির চাহিদা হইল

চূড়ান্ত চাহিদা (Ultimate demand)। মালিক কিন্তু শ্রমের চাহিদা করে নিছক শ্রমের জন্যই নহে। সে শ্রমিকের চাহিদা করে শ্রমিকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহার জন্যই। শ্রমিকের এই কার্য্য পরিমাপ করা হইবে নিছক কতখানি সে প্রচেষ্টা করিল তাহার দ্বারা নহে—মালিকের মোট উৎপাদন অর্থাৎ মালিকের মোট উপার্জ্জনে কতখানি সে যোগ সাধন করিল তাহার দ্বারাই। অর্থাৎ মালিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী।

শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার গণ্ডীতে স্থাপন করিয়াই বিচার করা হয়। মোট যতপরিমাণ অপরাপর উৎপাদক উপাদান এবং শ্রমিক একজন মালিক নিয়োগ করিয়াছে তাহার উপর একজন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করিলে অথবা তাহা হইতে একজন শ্রমিক বাদ দিলে মোট উৎপাদনে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অথবা হ্রাস পাইবে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা রূপে গণ্য করা হইবে। শ্রমিকের এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারাই মালিক শ্রমিকের চাহিদা স্থির করে, ঠিক যেরূপ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার (Marginal utility) দ্বারা একজন ক্রেতার নিকট কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমের যোগান—শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে শ্রমিকের সংখ্যার উপর। শ্রমিকের সংখ্যা আবার নির্ভর করে দেশের মোট জন সংখ্যার উপর। দেশের জনসংখ্যার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশই শ্রমিকের সংখ্যা। সাধারণতঃ এই অংশ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বলিয়া গণ্য করা যায়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হয় এবং জনসংখ্যা হ্রাস হইলে শ্রমিকের যোগান হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু নিছক এই দিক হইতে বিচার করিলেই শ্রমিকের যোগানের নির্ভরশীলতার বিচার বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। জনসংখ্যার উপর শ্রমিকের যোগানের এই নির্ভরশীলতার আলোচনা শুধু সেই ক্ষেত্রেই ফলপ্রদ হয় যেক্ষেত্রে সমগ্র দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা বিবেচিত হইবে এবং যেক্ষেত্রে সকল শ্রমিকই অভিন্ন পারিশ্রমিক লাভ করিবে বলিয়াই অনুমান করা হইবে। কারণ মোট জনসংখ্যার উপর শ্রমিকের সংখ্যার নির্ভরশীলতার তত্ত্ব "জীবন ধারণ তত্ত্বের" (Subsistence theory) সহিত অতিরিক্ত ভাবে ঘনিষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকের মজুরীর হার বিভিন্ন। ইহার কারণ এক একটি শিল্পে শ্রমের যোগান-দাম এক একপ্রকার। সুতরাং বিশেষ শিল্প ধরিয়াই শ্রমের যোগান দাম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিল্পের একটি

ন্যূনতম যোগান দাম আছে; এই ন্যূনতম যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প শিল্পের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে শ্রম দিবার কালে হিসাব করিবে, ঐ শিল্পে শ্রম না দিয়া অপর কোন শিল্পে তাহার শ্রম দিলে কত লাভ করিতে পারিত। এই অপর শিল্প হইতে বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত অপর যে কোন পেশা হইতে যে আয় একজন শ্রমিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করিতে পারে, কোন একটি বিশেষ শিল্পে শ্রম দিবার কালে ঐ সম্ভাবিত বিকল্প আয়টিকেই সে তাহার ন্যূনতম যোগান দাম রূপে বিবেচনা করিবে।

অথচ এই ন্যূনতম যোগান দামের হিসাব ঐ খানেই শেষ হইবে না। কোন কোন শিল্পে কার্য্য করিতে হইলে অধিকতর শিক্ষা বা পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে হয় এবং অধিকতর সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে হয়। কোন কোন শিল্পে শ্রম অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ এবং সম্মানার্হ। কোনও শিল্পে বা শ্রম করা বিশেষ আয়াস সাধ্য এবং প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্মানজনক নহে। শ্রমিক তাহার ন্যূনতম যোগান দাম নির্দ্ধারণে এই বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়।

মালিক বিবেচনা করে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, সঠিক ভাবে বলিতে গেলে শ্রমের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা এবং উহাই হইবে মালিকের পক্ষে শ্রমের চাহিদা দাম। শ্রমিক বিবেচনা করে তাহার শ্রমের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বিকল্প দাম এবং উহাই হয় শ্রমিকের যোগান দাম। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দর কষা-কষির দ্বারা যে স্থানে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই স্থানে মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে।

মজুরীর হারে পার্থক্যের কারণ—Causes of Differnces in Wage-rates.

(১) শিক্ষার দ্বারা শ্রমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন করে কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নাই। সুতরাং উন্নত শিক্ষা আহরণ যাহারা করিতে পারে তাহাদের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকে এবং এই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ যে সকল কার্য্যের ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন হয় সে সকল ক্ষেত্রে ইহারা অধিকতর মজুরী লাভ করে। অবশ্য এ সম্পর্কেও যোগানের পরিমাণ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যদি কোন একটি বিশেষ পেশায় অত্যধিক সংখ্যায় প্রবেশ করে করে, তাহা হইলে তেমন শিক্ষা প্রয়োজন হয় না এরূপ পেশা অপেক্ষা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে উহাতে কম উপার্জ্জন হইতে পারে। একজন সাধারণ ট্যাক্সি চালক একজন সাধারণ উকিল অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে।

(২) কোন কোন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতায় এরূপ পার্থক্য থাকে যে পার্থক্য কোন শিক্ষা প্রদানেও দূরীভূত হয় না। সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারাও স্বাভাবিক বুদ্ধি বা স্বাভাবিক ক্ষমতাজনিত এই দুষ্প্রাপ্যতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা যায় না। যথা, প্রতি বৎসর একাধিক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতিপয় মাত্র আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করে এবং তদনুপাতে উচ্চতর হারে উপার্জ্জন করে।

(৩) বিভিন্ন পেশায় মজুরীর হারের পার্থক্যের আর একটি কারণ হইল ঐ সকল পেশায় নিযুক্ত হইবার সামাজিক সম্মান বা অসম্মান। সমান ক্ষমতা বা শিক্ষা প্রয়োজন হয় এইরূপ দুইটি পেশার মধ্যে একটি যদি সমাজে অধিক সম্মানার্হ হয় তাহা হইলে ঐ পেশাতেই লোকে অধিক নিযুক্ত হইতে প্রণোদিত হইবে। এই কারণেই অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে, অধিকতর শিক্ষার প্রয়োজন হয় এইরূপ পেশাতে বেতনের হার অপেক্ষাকৃত কম অথচ উহা অপেক্ষা অনেক কম শিক্ষা প্রয়োজন হয় এইরূপ পেশায় শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী লাভ করিতে পারে; একজন ছুতারের উপার্জ্জন একজন শিক্ষকের উপার্জ্জন অপেক্ষা সেই কারণেই অধিক।

(৪) কোন কোন কার্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন কি জীবনের পক্ষেও বিপজ্জনক হইতে পারে। এইরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ আগাইয়া আসে না, শুধু অধিক পরিমাণ মজুরী প্রদানের দ্বারাই এইরূপ কার্য্যে যোগদানের অনিচ্ছা অতিক্রম করিতে পারা যায়। আর একভাবে বলিতে গেলে এইরূপ কার্য্যে যোগদানেচ্ছু শ্রমিকের যোগান এতই অল্প হয় যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী প্রদান করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

(৫) কোন কোন পেশায় যাহারা সাফল্য অর্জ্জন করে তাহারা খুবই অধিক উপার্জ্জন করে। বিশেষ সাফল্য লাভ করিলে এইরূপ উপার্জ্জন সম্ভব এই প্রলোভন বহুব্যক্তিকে ঐ পেশায় আকর্ষণ করে; কোন পেশায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবে যে তাহার মধ্যে কিছু অসাধারণ দক্ষতা আছে এবং অসাধারণ সাফল্য তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পেশায় দু একজন ব্যক্তির অত্যধিক উপার্জ্জন থাকিলেও অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির উহাতে প্রবেশ ঘটার দরুণ সাধারণ উপার্জ্জনের স্তর হয় কম, যথা দু একজন আইনজীবীর উপার্জ্জন এত অধিক হয় যে উহার দ্বারা এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আইনজীবীর পেশা গ্রহণে অগ্রসর হয়

যাহাতে সাধারণ আইনজীবীর উপার্জ্জন হয় কম, এমন কি অনেকে ঐ পেশা পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়।

(৬) কোন কোন পেশায় বৎসরের বারো মাসেই কার্য্য থাকে না। যে ক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থান অনিশ্চিত ও অনিয়মিত সে ক্ষেত্রে মজুরীর হার সাধারণতঃ অধিক হয় কারণ নিয়মিত কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও লোকে কার্য্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে বাড়তি উপার্জ্জনের সম্ভাবনা বা সুযোগ থাকে। এইরূপ পেশাও থাকিতে পারে যেখানে শ্রমিক স্বয়ং অল্প মজুরী পায় কিন্তু শ্রমিকের পরিবারভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির পক্ষে কিছু না কিছু উপার্জ্জনের অবকাশ থাকে। কখন কখন আবার এইরূপও হয় যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিলে ভবিষ্যতে জীবনে উন্নতিলাভের নানারূপ সুযোগ সুবিধা ঘটে। ঐ স্থানে থাকিবার জন্যই শ্রমিক আপাততঃ কম মজুরীতেও কার্য্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার তুলনা করিয়া বিভিন্ন কারবারে ও পেশায় শ্রমিকের যোগান হয় এবং কোন একটি কারবার বা পেশার আকর্ষণযোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয় উহা হইতে লভ্য মজুরীর দ্বারা নহে, উহার নীট সুবিধা (Net advantages)-র দ্বারা। সকল শ্রমিক যদি দক্ষতাতে সমান হয় এবং সকল শ্রমিক যদি একটি কার্য্য ত্যাগ করিয়া অপর কার্য্যে যাইতে সক্ষমও হয় তাহা হইলেও সকল স্থানে এবং সকল পেশাতে প্রতিযোগিতার দ্বারা মজুরীর হার সমান স্তরে উপনীত হইবে না। যাহা সমতার দিকে ধাবিত হইবে তাহা হইল প্রত্যেক স্থান এবং পেশার নীট সুবিধা।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মজুরী—Increase of Population and Wages

মজুরীর হার মূলতঃ শ্রমিকের যোগান ও চাহিদার উপরেই নিভরশীল। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হইলেই মজুরীর হার হ্রাস পাইবে, অপরপক্ষে যোগানের তুলনায় চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রমিকের সংখ্যা বা যোগান এক একটি পেশার ক্ষেত্রে এক একটি বিষয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যদিও প্রত্যেক পেশাতেই শ্রমিকের চাহিদা নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। এক এক ব্যবসা বা পেশাতে শ্রমিকের এক একরূপ দক্ষতা, জ্ঞান বা পারদর্শিতা প্রয়োজন হয়। সুতরাং এইরূপ প্রয়োজনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট পেশায় শ্রমিকের যোগান সীমায়িত থাকে। কোন কোন পেশায় আবার বিশেষ আকর্ষণীয় বা লোভনীয় সুযোগ সুবিধার অস্তিত্বের দরুণ ঐরূপ পেশায় শ্রমিকের যোগান ঘটে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায়।

এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান বর্দ্ধিত হইবার বা হ্রাস-প্রাপ্ত হইবার বিশেষ বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের মধ্যে শ্রমিকের যোগান মূলতঃ নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর। জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যা হ্রাস পাইলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাও হ্রাস পায়।

কোন দেশের কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যার একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রূপে গণ্য করা যায়। কুড়ি হইতে ষাঠ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করিলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিব সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উপার্জ্জনেচ্ছু ব্যক্তির সংখ্যাব বৃদ্ধি অপবিহার্য্য এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকের যোগান বর্দ্ধিত হইবার জন্য সাধারণ উপার্জ্জনেব হার অপেক্ষাকৃত কম হইতে বাধ্য। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির উপার্জ্জনে যে পার্থক্য থাকে তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু উহাব দ্বাবা প্রত্যেক পেশাতেই শ্রমিকের অধিক যোগান হইতে বাধ্য এবং সেই কারণে মজুরীব হার হ্রাস পাইতে বাধ্য।

Questions & Hints

1. Define Wages and bring out clearly the distinction between real wages and nominal wages (All. 1945, Agra 1941 ; Nag. 1941) [পৃঃ ২৩৮—৩৯]

2. What do you understand by the marginal productivity of labour ? How does it affect the rate of wages ? (B. Com. 1937) Dicuss the value and limitations of the marginal productivity theory of wages (B. Com. 1947) Explain the marginal productivity theory of wages. How far do you regard it as a complete explanation of the level of wages in a country ? (B. Com. 1942) State and explain the productivity theory of wages (B. Com. 1944) Discuss the relation between the rate of wages and the productivity of labour (B. Com. 1950) [পৃ: ২৪০-৪২]

3. How are wages determined ? What relation do they have to the standard of life of the worker ? (Cal. B.A. 1940 ; B. Com 1936) 1943 ; Panj 1945) The theory that wages are determined by the workers' standard of life is not inconsistent with the theory that wages

correspond with the workers' efficiency. Discuss the statement (B.Com. 1946) [পৃঃ ২৪৩—৪৫]

4. Wages have been described as the "discounted marginal productivity of labour" (Agra 1938) [পৃঃ ২৪২—৪৩]

5. Examine the following theories of wages :- (a) subsistence theory (b) residual claimant theory (c) wages fund thoory. (All. 1944; Punj. 1937 ; Agra 1942 ; Pat 1945) [পৃঃ ২৪৫—৪৭]

6. Show how wages are determined by the demand for and supply of labour. (B.A. 1948) Elucidate the forces that set higher and lower limits to wages. (B.A. 1942) [পৃঃ ২৪৮—৫০]

7 Account for differences of wages in different employments within a country. (B.Com. 1941 ; Dac,43 ; Bom.47; Agra 37 ; Nag' 41) [পৃঃ ২৫০—৫২]

8. Analyse the effect of increase of population on wages (B. Com. 1948.) Explain why an increase of population tends to lower wages but not rent (B.A. 1941) [পৃঃ ২৫২—৫৩]

[জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা মজুরী হ্রাস পায় কারণ উহাতে শ্রমিকের সরবরাহ অধিক হয়। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে খাজনা বৃদ্ধি পায় ; তাহার কারণ একদিকে উহার দ্বারা শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে অধিক জনসংখ্যার দরুণ জমির ও শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি শ্রমের অধিক যোগান ঘটায় এবং শস্যের ও জমির অধিক চাহিদা ঘটায়। সেইজন্য প্রথম ক্ষেত্রে মজুরী হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি পায়।]

একবিংশ অধ্যায়

সুদ

Interest

সুদ কাহাকে বলে—What Interest is

ঋণ-পুঁজি ভাড়া লইবার দরুণ যে মূল্য প্রদান করা হয় তাহাই হইল সুদ। সংক্ষেপে, সুদ হইল ঋণের জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম ব্যক্ত করা হয় ঋণের আসলের (Principal) একটা শতকরা অংশ হিসাবে। ১০০৲ টাকা ঋণ লইয়া ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে ১ বৎসর পরে ১০৫৲ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে তাহা হইলে বলা হয় বাৎসরিক শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ প্রদান করা হইতেছে।

সাকুল্য সুদ ও নীট সুদ—Gross Interest and Net Interest

ঋণ প্রদান করিলে, অনেক সময়ে ঋণ-প্রদাতাকে একাধিক কারণে অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। ঋণ পরিশোধের যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন খাতকের (debtor) ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকিবে কিনা, ক্ষমতা থাকিলেও তাহার সাধুতার অংশ ঋণ গ্রহণের সময়ে যেরূপ ছিল ঋণ পরিশোধের সময়েও সেরূপ থাকিবে কিনা প্রভৃতি নানারূপ বিষয় সম্পর্কে প্রাপকের অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। এইরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ যেখানে থাকে, ঋণ দাতা সেখানে নিছক ঋণ প্রদানের মূল্য অপেক্ষাও অধিক সুদ খাতকের নিকট দাবী করিতে প্রণোদিত হয়। এই অনিশ্চয়তা যত অধিক হয় সুদের হার ও হয় তত অধিক। উপরন্তু, একদিকে ঋণ প্রাপ্তি এবং অপর দিকে সুদ প্রাপ্তি ও আসল পরিশোধ—এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান থাকিতে পারে; ঋণদাতার পক্ষে পরিশ্রম করিয়া এই ব্যবধান পূরণ করিবার প্রয়োজন হয়। কোন কোন খাতকের নিকট হইতে সুদ এবং আসল আদায় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, উহার জন্য প্রাপককে (creditor) বাড়তি আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার, খাতকের অক্ষমতার জন্য ঋণদাতাকেই ঋণ সংক্রান্ত সকল হিসাব পত্র রাখিতে হয় এবং কিছুকাল অন্তর হয়তো খাতককে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হয়। এই বাড়তি পরিশ্রমের জন্যও ঋণদাতা বাড়তি মূল্য দাবী করিবে। ঋণ প্রদানের মধ্যে ঐ অনিশ্চয়তা এবং পরিশ্রমের জন্য সুদের মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য ধরিয়া লওয়া

হইলে; ঐ সুদকে বলা হয় সাকুল্য সুদ (Gross Interest)। ঋণের ক্ষেত্রে যখন কোন অনিশ্চয়তা থাকে না এবং ঋণ প্রদাতার কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম থাকে না, তখন উহার জন্য যে সুদ প্রদেয় থাকে, তাহাই হইল নীট সুদ (Net interest)।

উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Productivity Theory of Interest

সুদ নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটি হইল অন্যতম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদ নির্দ্ধারিত হয় পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা যদি অধিক হয় তাহা হইলে সুদও হয় অধিক এবং উৎপাদন ক্ষমতা কম হইলে সুদও কম হইবে। কোন একটি পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদন এবং পুঁজির মূল্যের মধ্যে একটি রেশিও স্থির করা হয় এবং উহাই উহার হার রূপে গণ্য হয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজির সহযোগে শ্রম যে অধিক উৎপাদনক্ষম হয় তাহাই হইল সুদের কারণ। একমাত্র পুঁজি ব্যবহার না করিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন লাভ করা যায় তাহার উপরে একমাত্র পুঁজি ব্যবহারের দ্বারা যে অধিক পরিমাণ উৎপাদন ঘটে সেই অধিক উৎপাদনটুকুই হইল সংশ্লিষ্ট পুঁজির প্রাপ্য সুদ।

সমালোচনা (১) একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ভোগ কার্য্যের নিমিত্তও ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে ঋণদাতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে সুদ আদায় করিবে, অন্যথায় তাহাকে ঋণ প্রদান করিবে না ; ইহার কারণ হইল, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ঐ ঋণের অর্থ যে কার্য্যেই ব্যবহার করুক না কেন, যে ব্যক্তি ঐ ঋণ প্রদান করিল তাহার নিকট ঐ অর্থ হইল পুঁজি, উহা হইতে সে উপার্জ্জন আশা করে। এইরূপ ভোগ কার্য্যের জন্য গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে কেন সুদ প্রদান করা হয় এবং সে সুদের হার কি বিষয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) নিছক উৎপাদনের ক্ষেত্রে হইলেও উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পুঁজির শুধু চাহিদার দিকই বিবেচনা করে। পুঁজির চাহিদা হয় উহার উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা, ইহা কিছু পরিমাণ সত্য হইলেও পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ঐ তত্ত্ব কোন ইঙ্গিত প্রদান করে না ; সুতরাং এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ।

(৩) পুঁজি-সামগ্রীর মূল্য এবং উহা হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য—সুদ হইল এই দুইটির রেশিও। কিন্তু এইরূপ যুক্তিতে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় কারণ পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য পুঁজি সামগ্রীটির

মূল্যের উপরে নির্ভর করিবে আবার পুঁজি সামগ্রীটির মূল্যও নির্ভর করে বলা চলে উহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের উপর। এক্ষেত্রে কিসের মূল্য কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে এবং সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে কি ভাবে?

ভোগ সংযম তত্ত্ব—Theory of Abstinence

সিনিয়র এবং কেয়ারনেস সুদ সম্পর্কে ভোগ সংযমের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। সঞ্চয় হইতে পুঁজির উদ্ভব ঘটে কিন্তু সঞ্চয় করা কষ্টকর। মানুষের ভোগ প্রবৃত্তি তাহাকে অর্থব্যয় করিতেই প্রণোদিত করে—সঞ্চয় করিতে হইলে অর্থব্যয়ের এই আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিতে হইবে। অর্থব্যয়ের আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিবার অর্থই হইল ভোগের আকাঙ্খা প্রতিরোধ করা। ইহারই নাম abstinence বা ভোগ সংযম। পুঁজির যোগান করিতে হইলেই এই ভোগ সংযম করিতে হইবে; একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজিসঞ্চয়ের জন্য যে ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইবে উহার দরুণ ক্ষতিপূরণ না পাইলে কেহই উহা যোগান করিতে অগ্রসর হইবে না। সুদ হইল এই ক্ষতিপূরণ—অর্থাৎ ভোগ সংযমের জন্য প্রদত্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক।

ভোগ সংযমের মধ্যে যেন কিছু ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব বর্ত্তমান থাকে—কিন্তু সঞ্চয় মাত্রই যে কৃচ্ছ্রসাধন হইতে উদ্ভূত, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ ধনী ব্যক্তি যে সঞ্চয় করে তাহাতে ক্লেশ স্বীকারের উপাদান কিছুই নাই। সেই কারণে মার্শাল 'ভোগ সংযম' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'অপেক্ষা' (waitng) শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। পুঁজি সঞ্চয় করিতে হইলে আপনার সঙ্গতি ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। সুদ হইল, এই অপেক্ষা করিবার জন্য মূল্য প্রদান। মার্শাল বলেন "প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্যের" (marginal waiting) দ্বারা সুদ নির্দ্ধারিত হইবে। কোন কোন অপেক্ষা কার্য্য অর্থাৎ সঞ্চয় সুদ প্রদান না করিলেও সম্পন্ন হইতে পারে এবং হইবেও, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এইরূপ সঞ্চয় অপ্রচুর হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্য সুদের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি ঘটিবে; এই বৃদ্ধি ঘটিবে ততক্ষণ যতক্ষণ না চাহিদার সহিত সমান হইবে এইরূপ পুঁজির শেষ মাত্রাটির যোগান ঘটে। পুঁজির ঐ শেষ মাত্রাটি হইবে, প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্য (marginal waiting) এবং সুদের হার এই প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্যের সমান হইবে।

সমালোচনা—(১) ভোগ সংযম বা অপেক্ষা তত্ত্ব পুঁজির যোগানের দিকটিই মাত্র আলোচনা করে। এই তত্ত্ব পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ ইহার উপরেই আলোক সম্পাতের প্রচেষ্টা করে; কিন্তু নিছক যোগানের দ্বারা যেরূপ কোন বস্তুর দাম নির্দ্ধারণ ঘটে না, সেইরূপ পুঁজির মাত্র যোগানের দ্বারাই সুদ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

(২) প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মধ্যেই অপেক্ষা বর্ত্তমান আছে। ভূস্বামীকে খাজনা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, শ্রমিককে অপেক্ষা করিতে হইবে মজুরী লাভের জন্য, আঁত্রেপ্রণাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে মুনাফার জন্য। বর্ত্তমানের প্রচেষ্টা হইতে বর্ত্তমানেই আমি যাহা লাভ করিতে পারিতাম, তাহা, পরিত্যাগ করিয়াই ভবিষ্যৎ লাভের প্রচেষ্টা করিয়া থাকি। অপেক্ষা কার্য্যের জন্যই যদি সুদ প্রদান হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মূল্যের মধ্যেই সুদের অংশ থাকে; ইহা অবাস্তব।

অষ্ট্রিয় তত্ত্ব (বর্ত্তমান পছন্দ)—The Austrian Theory (Time Preference)

অষ্ট্রিয় চিন্তাবিদদিগের মধ্যে ব'ম বার্ক' (Bawn Bawerk) এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। সুদ সম্পর্কে অষ্ট্রিয় অর্থনীতিবিদদিগের অভিমত বর্ত্তমান পছন্দ তত্ত্ব রূপেও (time preference) পরিচিত। মানুষ স্বভাবতঃই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানকেই অধিক পছন্দ করে। বর্ত্তমানের ভোগ হইল একটি সুনিশ্চিত ঘটনা আর ভবিষ্যতের ভোগ হইল কতকাংশে অনিশ্চিত সম্ভাবনা। সেই কারণে বর্ত্তমানের ভোগ-ইচ্ছা মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করে। বর্ত্তমানে যে সকল সামগ্রীর অস্তিত্ব থাকে সে গুলি ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার আগ্রহ বর্ত্তমানে ভোগ করিবার আগ্রহ অপেক্ষা কম। সেই জন্য বর্ত্তমানের সামগ্রীর একটি বাড়তি দাম বা প্রিমিয়াম আছে; সুদ হইল এই প্রিমিয়াম। অধিকন্তু বর্ত্তমান সমষ্টির উৎপাদন উৎকর্ষও (technical superiority) রহিয়াছে; বর্ত্তমানের সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যতে যে অধিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তাহাই হইল ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উপরে বর্ত্তমান সামগ্রীর অধিকতর উৎকর্ষ। পুঁজি সহযোগে উৎপাদন হইল ঘোরালো উৎপাদন প্রক্রিয়া (round about process of production); এই ঘোরালো উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইবার কারণ হইল, উহা অধিক উৎপাদনক্ষম। অধিক উৎপাদন উপলব্ধির জন্য ঘোরালো প্রক্রিয়া প্রয়োজন, আবার ঘোরালো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমানে সামগ্রী প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য বর্ত্তমান সামগ্রীর এই যে উপযোগিতা তাহাই হইল বর্ত্তমান সামগ্রীর উৎপাদন উৎকর্ষ (technical superiority) এবং ইহার জন্য ঋণ গ্রহীতা সুদপ্রদানের ক্ষমতা অর্জ্জন করে এবং বর্ত্তমান সামগ্রী সমষ্টির চাহিদা করে।

অধ্যাপক ফিশার প্রায় অনুরূপ একটি সুদ তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন; ইহা সময় পছন্দ তত্ত্বরূপে (time preference theory) পরিচিত। আমরা ভবিষ্যৎ কালের সামগ্রী

অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের সামগ্রী অধিক পছন্দ করি; পরে ভোগ করিব এইরূপ সামগ্রী অপেক্ষা বর্ত্তমানে ভোগ করা যায় এইরূপ সামগ্রীই অধিক আকাঙ্খা করি। সেই জন্য আমার নিকট হইতে বর্ত্তমান সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইলে উহার নিমিত্ত সুদ প্রদান করিতে হইবে। * একজন ব্যক্তির সময় পছন্দ মোটামুটি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (১) উপার্জ্জনের পরিমাণ—বর্ত্তমানে একজন ব্যক্তির উপার্জ্জন যত অল্প হয় বর্ত্তমান সামগ্রীর আগ্রহ তাহার হয় তত অধিক; (২) সময়ানুযায়ী বণ্টন—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে উপার্জ্জনের বণ্টন কিরূপ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, ভবিষ্যৎ উপার্জ্জন বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে তাহার উপরেও বর্ত্তমান সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণের উগ্রতা নির্ভর করে; (৩) উপার্জ্জনের বিভিন্ন উপাদান—একজন ব্যক্তির প্রকৃত উপার্জ্জনের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে (different elements in the real income), এই উপাদান গুলির হ্রাস বৃদ্ধি "সময় পছন্দের" উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে পারে; (৪) উপার্জ্জনের সম্ভাবনা—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতেব উপার্জ্জনের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির অনুপাত অনুযায়ী সময় পছন্দের (time preference) তারতম্য ঘটে। বর্ত্তমানের উপার্জ্জন নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন অনিশ্চিত —এইরূপ হইলে ভবিষ্যতের প্রতি আকর্ষণ জাগে অধিক, বিপরীত ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের প্রতিই অধিক আকর্ষণ জাগে; (৫) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—একজন ব্যক্তির এক একরূপ মানসিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সময় পছন্দের তারতম্য ঘটিতে পারে।

সমালোচনাঃ—(১) ভবিষ্যতে অভাব অপেক্ষা বর্ত্তমানের অভাব মানুষ অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কীন্‌স্ অষ্ট্রিয় তত্ত্বের এই বলিয়া বিরূপ সমালোচনা করেন যে ভবিষ্যতের অভাব কম অনুভূত হইলেও কোন সঞ্চয় কার্য্যের জন্য যে সুদ প্রদান করিতেই হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) বর্ত্তমান সামগ্রীর 'উৎপাদন উৎকর্ষ' (technical superiority) সম্পর্কেও একাধিক বিরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। উৎপাদন উৎকর্ষের ব্যাখ্যায় যে "গড় উৎপাদন কাল" (average production period)

* "The essence of interest is impatience, the desire to obtain gratifications earlier than we can get them, the preference for present over future goods. It is a fundamental attribute of human nature and as long as it exists, so long will there be a rate of interest"—I. Fisher.

ধরা হয়, তাহাতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অধিকন্তু উৎপাদন কালের দৈর্ঘ্য মাত্রই উৎপাদনের পরিমাণ সীমাহীনভাবে বর্দ্ধিত করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং সুদের হার অনুযায়ী উৎপাদন কালের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়।

ঋণের চাহিদা ও যোগান (নিওক্লাশিকাল তত্ত্ব)—Demand and Supply of loan (Neo-classical theory)

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ পুঁজির যোগান ও চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া সুদের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। মার্শাল, ক্যাসেল, ক্ল্যাক্স, ওয়ালরাস্ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ সুদের হার নির্দ্ধারণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাবে পুঁজির যোগানও চাহিদা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও একাধিক অর্থনীতিবিদ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পুঁজির যোগান—সুদ প্রদানের অব্যবহিত কারণ হইল যে ঋণ প্রদান যোগ্য পুঁজির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যে পরিমাণ মুদ্রা অপরকে ঋণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে সুদ না থাকিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ঋণের চাহিদা করা হইত। সুতরাং সুদ হইল সীমাবদ্ধ পুঁজির বণ্টনের উপায়, মূল ঘটনা যে পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হইল প্রথমতঃ, সঞ্চয়ের কষ্ট স্বীকার না করিয়া কেহই ঋণ প্রদান করিতে পারে না অথচ সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছার নির্দ্দিষ্ট সীমা বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজেদের সঞ্চয় নিজেরা ভোগ করিব না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তবেই অপরকে ঋণ প্রদান করা চলে। অধিক সঞ্চয় করিলেই যে অধিক ঋণ প্রদান সম্ভব হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সঞ্চয়কারী নিজের সঞ্চয় সম্পদ বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করিতে পারে। অপরকে ঋণ প্রদান না করিয়া আমরা নিজেদিগকেই উহা প্রদান করিতে পারি, সঞ্চয়কে ঋণের আকারে গ্রথিত না করিয়া সামগ্রীর আকারে পরিণত করিতে পারি। সাধারণতঃ, অবশ্য ধরিয়া লওয়া হয় যে অধিক সঞ্চয়ের দ্বারা অধিক ঋণের যোগান হইয়া থাকে। পুঁজির যোগান সম্পর্কে মার্শাল "অপেক্ষা" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—'পুঁজির মোট পরিমাণ শ্রম এবং অপেক্ষা হইতে উদ্ভূত" ("The general fund of capital is the product of labour and waiting."—Marshall].

পুঁজির চাহিদা—পুঁজির চাহিদা করা হয় কারণ পুঁজির ব্যবহার হইতে উপকার লাভ সম্ভব হয়। পুঁজি উৎপাদনকারীকে সময়ের উপকারিতা প্রদান করে। ঋণ গ্রহণ করিলে বর্ত্তমানেই মূল্য প্রদানের বাধ্যকতা হইতে অব্যাহতি লাভ করা

যায়। আপনার সুযোগমত ভবিষ্যতে মূল্য প্রদানের এই সুবিধার অর্থই হইল যে ঋণ গ্রহণের দ্বারা আমরা সময় ক্রয় করিলাম। এই সময় প্রাপ্তির দ্বারা উপকার প্রাপ্তি ঘটে এবং ঋণ গ্রহণকারী সেই কারণে সুদ প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। ঋণ যে সময়ের সুবিধা প্রদান করে তাহা শুধু এই দিক হইতেই বিচার্য্য নহে, উহার আর একটি দিক আছে। পুঁজির দ্বারা উৎপাদনের কার্য্য হইল ঘোরালো প্রক্রিয়ার উৎপাদন। যতই অধিকতর জটিল পুঁজির বিনিয়োগ হইবে উৎপাদনকাল ততই দীর্ঘায়িত হইবে [Period of production will be lengthend]; ইহাই হইল ঘোরালো প্রক্রিয়ার উৎপাদন এবং ইহার উৎপাদনগত উৎকর্ষ (technial superiority) বিদ্যমান। সরলভাবে বলিতে গেলে পুঁজির সহযোগে উৎপাদন করিলে উৎপাদনের পরিমাণ হয় অনেক অধিক; যদিও উৎপাদনের সময়ও হয় অধিকতর দীর্ঘ। সেই কারণেই পুঁজির ব্যবহারকারী পুঁজির চাহিদা করে এবং উহার নিমিত্ত সুদ প্রদানে অগ্রসর হয়।

ইহা ব্যতীত আরও দু একটি বিষয়ের দ্বারা পুঁজির চাহিদা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে কোনরূপ অতিরিক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োগ না ঘটিলেও কোন কোন সামগ্রীর নিছক কালক্ষেপের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কালের অতিক্রমণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তিকে ক্রিয়া কবিতে সাহায্য করে এবং তদ্দ্বারা সামগ্রীর মূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়। এক্ষেত্রে পুঁজি কালক্ষেপে সহায়তা করে এবং সেই কারণে সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পুঁজির এই কালক্ষেপে সহায়তা আর এক দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচুর্য্যের সময় হইতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় পর্য্যন্ত মাল ধরিয়া রাখিয়া কাল-প্রয়োজনীয়তা (time-utility) উৎপাদন করা যায়। পুঁজি এই কাল প্রয়োজনীয়তা উৎপাদনে সহায়তা করে।

যে সকল সামগ্রীর আমাদের জরুরী প্রয়োজন সেই সকল সামগ্রী শীঘ্র লাভ করিবার পক্ষে পুঁজির সহায়তা লাভ করা যায়। নিজের যথেষ্ট পুঁজি না থাকিবার দরুণ অন্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারি এবং ঐ উপকারের জন্য সুদ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকি।

টাউজিগ, সেলিগম্যান প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ সুদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রান্ত সম্পর্কীয় ধারণার (concept of margin) অবতারণা করিয়াছেন। সামগ্রীর দাম যেরূপ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা (Marginal utility) এবং প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার (Marginal cost of production) সমতার বিন্দুতে নির্দ্ধারিত হয়, সুদও সেইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, প্রান্তিক্ ভোগ সংযম (Marginal forbearance) এবং উৎপাদন ক্ষমতার (Marginal productivity) সমতার বিন্দুতে। পুঁজির একমাত্রা

বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদনের মোট পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই হইল পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। যদিও সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় হইবে তথাপি এইরূপ সঞ্চয়ের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা থাকিবার দরুণ পুঁজির চাহিদা যতই হইয়া থাকে ততই ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সঞ্চয় করিতে এবং ঋণ প্রদান করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য সুদের হার বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভাবে ঠিক যে সঞ্চয়ের মাত্রাটির (unit-of saving) দ্বারা ততখানি সঞ্চয়ের যোগান হয় যতখানি সঞ্চয়ের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে চাহিদা থাকে, ঠিক সেই সঞ্চয়ের মাত্রাটির জন্য প্রদেয় সুদই বাজারে প্রচলিত থাকে। সুতরাং বাজারের এই যে সুদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা একদিকে পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা অপরদিকে প্রান্তিক্ ভোগসংযম বা সঞ্চয়ের পরিমাপক। এইদিক হইতে বিচার করিয়া অধ্যাপক সেলিগম্যান বলিয়াছেন "আমরা সুদকে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপক বলিব না প্রান্তিক্ ভোগসংযমের পরিমাপক বলিব—বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই" ["It makes no difference whether we say that the interest is the measure of marginal productivity or the measure of marginal forbearance"—Seligman.] অর্থাৎ সুদ হইল ভারসাম্যের বিন্দু,—যে বিন্দুতে পুঁজির যোগান দাম এবং চাহিদা দাম সমতা লাভ করে। এই বিষয়টি টাউজিগ্ এইভাবে ব্যক্ত করিলেন: "সুদের হার সেই বিন্দুতে নির্দ্ধারিত হয় যে স্থানে পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা সঞ্চয়ের প্রান্তিক্ মাত্রাকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথোপযুক্ত হয়।" ["The rate of interest settles at a point where the marginal productivity of capital suffices to bring out the marginal instalment of saving"—Taussig.]

কীন্‌সের সুদ তত্ত্ব (নগদ আসক্তি)—Keynes' Theory of Interest (Liquidity preference)

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ কীন্‌স্ সুদ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের বিভিন্ন কারণে বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ঐ সম্পর্কে নিজস্ব তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। কীন্‌সের প্রদত্ত এই তত্ত্ব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা "কর্ম্মসংস্থানের" (employment) সহিত জড়িত এবং আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কীন্‌স্ বলেন, সুদ সম্পর্কিত অন্যান্য তত্ত্বগুলি "মনস্তাত্ত্বিক সময় পছন্দের"

(psychological time preference) মধ্যে যে বর্ত্তমান ভোগের আসক্তি আছে তাহার উপরেই সকল গুরুত্ব আরোপ করে ; উহা ব্যতীতও নগদ পছন্দের (liquidity preference) যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া রহিয়াছে তাহা ঐ মতবাদগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ রূপেই অবহেলিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের কিছুটা বিস্তারিত সমালোচনা তিনি করিয়াছেন। ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের মূল কথাই হইল যে বিনিয়োগ হইল বিনিয়োগযোগ্য সঙ্গতির চাহিদা এবং সঞ্চয় হইল উহার যোগান—সুদ হইল বিনিয়োগ যোগ্য সঙ্গতির দাম, যে দামে উহার যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। মার্শাল, ক্যাসেল, কার্ভার, ফ্লাক্স, টাউজিগ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গীতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মূল কথা হইল ইহাই,—সুদ হইল দাম বিশেষ, যে দামে সঞ্চয়ের যোগান এবং পুঁজির চাহিদার সমতা উপলব্ধি হয়।

কিন্তু "উপার্জ্জন" সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করে, তাহা কোন ক্রমেই বাস্তবধর্মী নয় ; জনসাধারণের উপার্জ্জন অপরিবর্ত্তিত থাকে—এই অনুমান ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের ভিত্তি, অথচ এই অনুমান অবাস্তব। ঐ তত্ত্ব মনে করে, পুঁজির চাহিদা রেখা (demand curve) যদি পরিবর্ত্তন হয় অথবা একটি নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জন হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণের সহিত যে রেখা সুদের হারের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহার যদি পরিবর্ত্তন ঘটে অথবা উভয় রেখাই যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে দুইটি রেখার নূতন অবস্থিতির অতিক্রম বিন্দুর দ্বারাই সুদের হার প্রদত্ত হইবে। কীন্‌স্ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ অর্থহীন তত্ত্ব ; ঐ দুইটি রেখা পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্যভাবে পরিবর্ত্তন হইতে পারে এইরূপ ধারণার সহিত উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন হইবে না, এই ধারণার সঙ্গতি নাই।* ঐ দুইটি রেখার যে কোন একটি পরিবর্ত্তন হইলেই সাধারণতঃ উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে ; ফলে নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জনের ভিত্তিতে যে মতবাদ গঠন করা হইয়াছে তাহা ধ্বসিয়া যাইবে। অবশ্য সঞ্চয় যে উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল এই সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ অবহিত ছিল ; কিন্তু উহা বিবেচনা

* The classical theory of the rate of interest seems to suppose that, if the demand curve of capital shifts or if the curve relating the rate of interest to the amount saved out of a given income shifts or if both these curves shift, the new rate of interest will be given by the point of intersection of the positions of the two curves. But this is a nonsense theory. For the assumption that income is constant is inconsistent with the assumption that these two curves can shift independently of one another. If either of them shift, then in general, income will change ; with the result that the whole schematism based on the assumption of a given income breaks down"—*Keynes,—General Theory.*

করে নাই যে উপার্জ্জন এরূপ ভাবে বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল যাহাতে বিনিয়োগের পরিবর্ত্তন ঘটিলে উপার্জ্জনের অবশ্যই পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং উহা পরিবর্ত্তন হইবে ঠিক সেই অনুপাতে যে অনুপাতে উহার পরিবর্ত্তন হইলে তবেই সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তন বিনিয়োগের পরিবর্ত্তনের সমান হইবে। [The traditional analysis has been aware that saving depends upon income but it has overlooked the fact that income depends on investment, in such fashion that, when investment changes, income must necessarily change in just that degree which is necessary to make the change in saving equal to the change in investment"—Keynes].

কীন্‌স্ অভিমত দিলেন, সুদের হার সঞ্চয় বা 'অপেক্ষার' জন্য প্রদেয় মূল্য হইতেই পারে না। কারণ একজন ব্যক্তি যদি তাহার সঞ্চয় নগদ হিসাবে জমাইয়া রাখে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সঞ্চয় করিলেও কোন সুদ সে অর্জ্জন করে না। সুদ হইল প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নগদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবার পুরস্কার। ব্যক্তির "মনস্তাত্ত্বিক সময় পছন্দের" দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়,—প্রথমতঃ, ভোগ আগ্রহ (propensity to consume) দ্বিতীয়তঃ, নগদ পছন্দ (liquidity preference)।

মানুষ মাত্রেরই ভোগ-আগ্রহ (propensity to consume) আছে কিন্তু এই ভোগাগ্রহের অপরিবর্ত্তনীয়তা নাই। ভোগাগ্রহ পরিবর্ত্তনশীল এবং এই পরিবর্ত্তনশীল ভোগাগ্রহের উপরেই নির্ভর করে, একজন ব্যক্তি তাহার মোট উপার্জ্জনের কতখানি বর্ত্তমানেই ভোগ করিবে এবং কতখানি ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য রাখিয়া দিবে। ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার নামই সঞ্চয়; সুতরাং সঞ্চয় এবং ভোগাগ্রহ বিপরীতমুখী। ভোগাগ্রহ যদি অধিক হয় তাহা হইলে ব্যয় হইবে অধিক এবং সঞ্চয় হইবে কম, ভোগাগ্রহ কম হইলে ব্যয় হইবে কম এবং সঞ্চয় হইবে অধিক। যে প্রধান বিষয়গুলির দ্বারা ভোগাগ্রহ প্রভাবান্বিত হয় সেগুলি হইল: (১) বেতন মাত্রার পরিবর্ত্তন (change in wage unit)—বেতন মাত্রা যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারি যে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসংস্থানের স্তরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোগ কার্য্যের উপর ব্যয়ও আনুপাতিক ভাবে পরিবর্ত্তন হইবে, দাম যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়। (২) উপার্জ্জন এবং নীট উপার্জ্জনের মধ্যে পার্থক্যের পরিবর্ত্তন (change in the difference between income and net income)—একজন ব্যক্তির ভোগকার্য্য নিছক উপার্জ্জনের উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা প্রকৃত পক্ষে নীট উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল; নীট উপার্জ্জনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই উপার্জ্জনের এইরূপ কোন

পরিবর্তন ভোগাগ্রহের বিচারে গণ্য নহে ; অপরপক্ষে উপার্জ্জনের উপর প্রতিফলিত হউক বা না হউক নীট উপার্জ্জনের যে কোন পরিবর্তন এক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার্য্য। (৩) পুঁজিমূল্যের সেই কালতো পরিবর্তন নীট উপার্জ্জনের হিসাবে যাহা বিচার করা হয় নাই (windfall changes in capital values not allowed for in calculating net income) (৪) সময় বাট্টার হারের পরিবর্তন অর্থাৎ বর্তমান সামগ্রীর এবং ভবিষ্যৎ সামগ্রীর মধ্যে বিনিময় হারে পরিবর্তন (changes in the rate of time discounting i.e. in the ratio of exchange between present goods and future goods) (৫) রাজস্ব নীতির পরিবর্তন (changes in fiscal policy) (৬) বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন স্তরের সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তন (changes in expectations of the relation between the present and the future level of income)। কীন্‌স্ বলেন, "নির্দ্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভোগাগ্রহকে একটি স্থির বিষয়রূপে বিবেচনা করা চলে" ; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ভোগাগ্রহের দ্বারা সঞ্চয় নির্দ্ধারিত হয়।)

কিন্তু ভবিষ্যতের ভোগকার্য্যের জন্য যে সঙ্গতি রাখিয়া দেওয়া হয়, কি আকারে উহা রাখিয়া দেওয়া হইবে এ সম্পর্কেও সঞ্চয়কারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সঞ্চয়কারী তাহার সঞ্চয় এরূপ তরল আকারে রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে যখনই প্রয়োজন তখনই সে উহা হইতে ব্যয় করিতে সক্ষম হইবে—অর্থাৎ যে কোন সময় ব্যবহার্য্য নগদ রূপে সে তাহার সঞ্চয় রাখিয়া দিতে পারে ; অপর পক্ষে সে তাহার সঞ্চিত সঙ্গতিকে এরূপ আকারে পরিবর্তন করিয়া রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী উহা ব্যবহার করা তাহার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইবে না। নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিজের সঞ্চয় অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিলে সঞ্চয়কারীর পক্ষে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তাহার সঞ্চয়ে তরলতার পরিবর্ত্তে কাঠিন্যের উদ্ভব ঘটে, যদৃচ্ছ ভাবে ব্যবহার্য্য নগদে না রাখিয়া উহা কিছুকাল পরে পাওয়া যাইবে এইরূপ ঋণে পরিবর্ত্তিত থাকে। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি চাহে যে তাহার সঞ্চয় তরল আকারে অর্থাৎ নগদ রূপে তাহার নিকট থাকুক। সঞ্চয়কারীর নগদের প্রতি এই আসক্তিকেই কীন্‌স্ নগদ পছন্দ রূপে (liquidity perference) অভিহিত করিয়াছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভোগাগ্রহের দ্বারা যে সঞ্চয় সাধিত হয়, সুদের হার কেবলমাত্র উহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতে পারে না—সঞ্চয়কারীর নগদ পছন্দের ক্রিয়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চয়কারীদিগের নগদ পছন্দ যদি অধিক হয় তাহা

হইলে ঋণ প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাইবে এবং পূর্ব্বেকার সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে না ; বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ নগদ পছন্দ কোন কারণে হ্রাস পাইলে ঋণ দিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কম সুদে ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। কীন্স্ বলেন যে এই নগদ পছন্দ নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর। এই বিষয়-গুলিকে তিনি বিভিন্ন পর্য্যায়ের অভিপ্রায় রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন : (১) **কারবার অভিপ্রায়** (transactions motive)—নিজ লেনদেন কার্য্য পরিচালনার জন্য কিছু নগদ রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকে। এই অভিপ্রায় আবার দুই প্রকারের আছে (ক) উপার্জ্জন সম্পর্কিত অভিপ্রায় (income motive) এবং (খ) ব্যবসায় সম্পর্কিত অভিপ্রায় (business motive)। হাতের নিকট নগদ রাখিয়া দিবার অন্যতম কারণ হইল উপার্জ্জনের সময় এবং ব্যয়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু পূরণ করা ; অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে বেতন পায় কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরিয়া বা সারা মাস ধরিয়া তাহাকে কিছু কিছু খরচা করিতে হয় (income motive)। অনুরূপ ভাবে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও প্রয়োজন হয় ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা করিয়া যাওয়া যতদিন না উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে অর্থাগম ঘটে (business motive)। (২) **সাবধানতার অভিপ্রায়** (precautionery motive)—কখন কি ব্যয়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবে এ সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইলে যাহাতে অসুবিধা না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে নিজের নিকট নগদ মুদ্রা রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই পোষণ করে। (৩) **স্পেক্যুলেশনের অভিপ্রায়** (speculative motive)—ফালতো লাভের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কারী নগদ টাকা রাখিয়া দিতে প্রণোদিত হইতে পারে। সুদের হারের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সহিত স্পেক্যুলেশন অভিপ্রায় চরিতার্থের নিমিত্ত মুদ্রার মোট চাহিদারও পরিবর্ত্তন হয়।

এই সকল অভিপ্রায়ের সমন্বয়ে নগদ পছন্দ গঠিত হয়, ঋণ প্রাপ্তির জন্য সেই নগদ পছন্দ অতিক্রম করা প্রয়োজন, এই নগদ পছন্দ অতিক্রম করিবার জন্যই সুদ প্রদান প্রয়োজন। বিভিন্ন অভিপ্রায় উপলব্ধি করিবার জন্য হাতের কাছে নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। সঞ্চয়কারীকে এই সুবিধা পরিত্যাগ করিতে রাজী করাইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। "বিভিন্ন শব্দ সম্ভারের মধ্য দিয়া সুদের হারের নিছক সংজ্ঞাটি আমাদিগকে ইহাই বলিয়া দেয় যে সুদের হার হইল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার।" ["The mere definition of rate of interest tells us in so many words that the rate

of interest is a reward for parting with liquidity for a specified period"—*Keynes.*]

(যেহেতু সুদ হইল নগদ পরিত্যাগের পুরস্কার, সেহেতু ইহা নগদ মুদ্রার উপর যদৃচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছার পরিমাপক। যে "দামে" মুদ্রা বিনিয়োগের চাহিদা এবং বর্তমান ভোগকার্য্য হইতে বিরত হইবার প্রস্তুতি সমতা লাভ করে—সুদকে সেই দামরূপে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা হইল সেই "দাম" যে দামে একদিকে নগদ আকারে সম্পদ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা এবং অপরদিকে নগদের প্রাপ্তব্য পরিমাণ এই দুইটীর মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। ইহার তাৎপর্য্য হইল, সুদের হার যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় (নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার যদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়) তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নগদ ধরিয়া রাখিবার চাহিদা নগদের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কেহই ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক নহে এরূপ উদ্বৃত্ত পরিমাণ নগদের অস্তিত্ব দেখা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে, কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে প্রকৃত সুদের হার নির্ধারণে নগদ পছন্দের (liqu dity preference) সহিত আরও একটি বিষয় ক্রিয়া করে—সেই বিষয়টি হইল মুদ্রার পরিমাণ (Quantity of Money)। "নগদ পছন্দ হইল সম্ভাবনা বা কার্য্যকরী প্রবণতা যাহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে জনসাধারণ কত পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিবে তাহা নির্দ্ধারিত হয়।...এই স্থানে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোতে মুদ্রার পরিমাণ প্রবেশ করিয়া থাকে"। [Liquidity preference is a potentiality or functional tendency, which fixes the quantity of money which the public will hold when the rate of interest is given. This is where and how, the quantity of money enters into the economic scheme"—*Keneys*] মুদ্রার পরিমাণের সহিত সুদের হারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যদি একটি "নগদ পছন্দ তালিকা" (schedule of liquidity preference) রচনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ তালিকা এরূপ একটি পরিস্কার বক্ররেখার আকার ধারণ করিবে যাহাতে দেখা যাইবে যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত সুদের হারে ক্রমশঃই হ্রাস ঘটিতেছে। প্রথমতঃ, সুদের হারে হ্রাস ঘটিলে লেন-দেন অভিপ্রায় (transactions motive) জনিত নগদ পছন্দের দ্বারা অধিকতর পরিমাণ মুদ্রা শোষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ সুদের হার কিরূপ হইবে এ সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি প্রচলিত অভিমত হইতে স্বতন্ত্র অভিমত গঠন করিতে পারে এবং সেই কারণে অধিক পরিমাণে মুদ্রা হাতে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হইতে পারে।

কীন্‌স্ প্রদত্ত "নগদ পছন্দ তত্ত্বের" সমালোচনা—Criticism of Keynes' Liquidity Preference Theory.

কীন্‌স্ যখন সুদ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের এই বলিয়া সমালোচনা করিলেন যে উহা সঞ্চয়ের (অর্থাৎ পুঁজির) যোগানের উপর উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তনের ফলাফল বিবেচনা করে না, তখন তাঁহার সেই সমালোচনা যথার্থই হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও অনস্বীকার্য্য যে কীন্‌স্ তাঁহার নূতন সুদতত্ত্বে, পূর্ব্বে অবহেলিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া মুদ্রানীতি ও সুদ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কীন্‌সের সুদতত্ত্বে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন :

(১) মুদ্রার চাহিদা বলিতে যদি বুঝায় নগদ বা অলস ব্যালান্সের চাহিদা এবং সুদ যদি নগদ পরিত্যাগ করিবার দামরূপেই বিবেচিত হয় তাহা হইলে যে বস্তুর যোগানের দ্বারা নগদ ধরিয়া রাখার বাসনা চরিতার্থ হয় তাহার মধ্যে "নগদ ব্যালান্স" (cash balance) ব্যতীত আর কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে। কিন্তু কীন্‌স্ তাঁহার সুদ তত্ত্বের মধ্যে অলস ব্যালান্সের এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যাহাতে উহার মধ্যে "চলতি পুঁজি"কেও (working capital) অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কখন কখন চলতি পুঁজির দরুণ সুদ দীর্ঘ মেয়াদী সুদ (long term rate) অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং কীন্‌সের নিজের যুক্তি অনুযায়ীই এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে একজন ব্যক্তি নগদ না পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও চড়া হারে সুদ লাভ করিতে পারে।

(২) কীন্‌স্ বলেন যে "কারবার অভিপ্রায়" (Business motive) সম্পর্কিত যে নগদ পছন্দের অস্তিত্ব রহিয়াছে সেই নগদ পছন্দের তাৎপর্য্য হইল কারবারের ব্যয় নির্ব্বাহের সময় এবং বিক্রয়লব্ধ মুদ্রা প্রাপ্তির সময়,—এই দুইটীর ব্যবধান পূরণের জন্য নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া। কীন্‌স্ এক্ষেত্রেও দুইটী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ ক্যাশব্যালান্স এবং কারবারের চলতি পুঁজি অর্থাৎ working capital স্বতন্ত্র বস্তু।

(৩) সুদ যে নগদ পরিত্যাগের দাম—ইহা কতকাংশে সত্য কিন্তু সুদ নির্দ্ধারক অপর সকল বিষয়গুলিকে বাদ দিয়া, কীন্‌সের তত্ত্ব একদেশদর্শী মতবাদে (one sided theory) পরিণত হইয়াছে। "সুদের হার যে অলস ব্যালান্স ধরিয়া রাখিবার প্রান্তিক সুবিধার পরিমাপ করে তাহার দ্বারা ভোগ হইতে বিরত হইবার প্রান্তিক অসুবিধা পরিমাপের ক্ষমতা উহার ব্যাহত হয় না।" ["...The fact that the rate of

interest measures the marginal convenience of holding idle balance need not prevent it from measuring also the marginal inconvenience of abstaining from consumption"—*Robertson*] অর্থাৎ সুদ নগদ পরি-ত্যাগের জন্য মূল্য প্রদান বলিয়া উহা যে "অপেক্ষার" বা ভোগ সংযমের জন্য মূল্যপ্রদান হইতে পারে না এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

(৪) কীন্‌সের প্রদত্ত এই তত্ত্ব দীর্ঘকালীন সুদের হার (long term rate of interest) ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যদি ধরা যায় যে অলস সঞ্চয়ে বহুদিন ধরিয়া কোন পরিবর্ত্তন হইল না, এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোয় লেন দেনের জন্য প্রয়োজনীয় নগদের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত ঠিক যথোপযুক্ত মুদ্রার পরিমাণ সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কীন্‌সের যুক্তি অনুযায়ীই সুদ অন্তর্হিত হওয়া উচিত!

সুদের হারের পার্থক্য—Differences in Interest rates

একই দেশেব মধ্যে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে সুদের বিভিন্ন হার দেখিতে পাওয়া যায়। সুদের হারের এই পার্থক্য বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে এবং এই কারণগুলির অস্তিত্বেব দরুণ, সুদের হারের আইনগত নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়।

প্রথমতঃ, ঋণের সহিত যে সময় সংশ্লিষ্ট থাকে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে তাহা বিভিন্ন প্রকার থাকিতে পারে। ঋণ মাত্রই সময় সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা হয় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর; কিন্তু সকল ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান সমান নহে। যে ব্যক্তি ছয় মাসের জন্য ১০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করিবে এবং যে ব্যক্তি ছয় বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করিবে ইহাদের উভয়ে সমপরিমাণ সুদ লইবে না। প্রথম ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্য তাহার সঞ্চয় নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করিতেছে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প সুদেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজেকে তাহার সঞ্চয় ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য করিতেছে, অপেক্ষাকৃত অধিক সুদের হার প্রদান না করিলে সে ইহা করিতে সম্মত হইবে না। একজন ব্যক্তি যত অধিক কাল তাহার নিজের সঞ্চয় ভোগ করিবার জন্য বা নিজের সঞ্চয়ের উপর পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পুনর্স্থাপিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইবে ততই অধিক সুদের হার প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, নচেৎ প্রয়োজনীয়কাল অনুযায়ী ঋণের যোগান হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধ হইবে কিনা এসম্বন্ধে ঋণদাতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকিতে পারে না। ঋণ প্রদান করা এবং উহা ফেরৎ পাওয়া—এই দুইটির মধ্যে

অনিশ্চয়তার ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। অনেক কিছু ঘটিতে পারে যাহার দরুণ ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ঋণ পরিশোধের সময়ে উহা পরিশোধ করা সম্ভব না হইতেও পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদাতা এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিজেকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য অধিক সুদের হার দাবী করে; অর্থাৎ অধিক সুদ পাইলে অনিশ্চয়তা তাহার পক্ষে বহন করা পোষাইবে বলিয়া সে মনে করে। এইরূপ অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কিন্তু সমতা নাই, কোন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে অধিক, কোন ক্ষেত্রে কম; অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনুযায়ী সুদের হারে পার্থক্য থাকে।

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমানকালে অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বন্ধক লইবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলেই উপযুক্ত বন্ধক বা সিকুরিটি দিতে সক্ষম হয় না; এক্ষেত্রে বন্ধকের মূল্য অনুযায়ী সুদের হারের পার্থক্য হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, পুঁজির বাজারে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা বা খুঁত থাকিবার জন্য (Market imperfections) সুদের হারের পার্থক্য ঘটে। পুঁজির বাজার বিভিন্ন উপবাজারে (sub-markets) বিভক্ত হইতে পারে এবং এইরূপ উপবাজারগুলি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের কারণও থাকিতে পারে বহু।

Questions & Hints

1. What is interest? Distinguish between gross interest and net interest. (Dac. 1942; Nag. 1942; Agra 1941) [পৃঃ ২৫৪-৫৬]

2. Examine the following theories of interest: (a) theories of abstinence and waiting, (b) theory of time preference (c) marginal productivity theory, and (d) socialist and exploitation theory. (Agra 1938) [পৃঃ ২৫৬-৬০]

3. Show how the law of supply and demand determines interest in the same way as value of a commodity. (B.A. 1941) Is interest a price? Explain how it is determined. (B.A. 1949.) Indicate the influences that determine the demand for and supply of loans and show how the market rate of interest is determined. (B. A. 1946) Discuss the chief factors that determine the rate of interest.

(B. Com 1937) "Interest is the value of the use of capital and like any other value depends on the relation of supply to demand." Elucidate the proposition. (B.Com 1945) "Interest is paid for the same reason as all other payments are made—because a loan confers a service"—Elucidate the statement (B. Com. 1947) [পৃ: ২৬০-৬১]

4. Expound Keynes' theory of interest. (B. A. 1950)
[পৃ: ২৬২-৬৭]

5. What is the economic justification for the payment of interest on capital ? Point out the difficulties in the way of regulation of the rate of interest by legislation. (B. A. 1940)

6. Discuss the nature of interest and the necessity for paying it. (B. Com. 1952) [পৃ: ২৫৫ ; ৬০]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

Profit

মুনাফা,—সাকুল্য ও নীট মুনাফা—Profit,—Gross and Net Profit.

মুনাফা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা হইল কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং উহা বিক্রয় হইতে যে মূল্য পাওয়া যায় ঐ দুইটীর মধ্যে পার্থক্য। মুনাফা হইল অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত। সামগ্রীর বিক্রয় হইতে আঁত্রেপ্রণা যে মোট মূল্য পাইয়া থাকে ঐ মূল্যের মধ্যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত থাকে; অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণা বণ্টন করিয়া দেয় এবং উহা করিবার পর তাহার নিজের নিকট যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাহাই হইল আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য মুনাফা।

মুনাফা সাকুল্য মুনাফা (Gross profit) বা নীট মুনাফা (Net profit) হইতে পারে। সাধারণভাবে মুনাফা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সাকুল্য মুনাফারই নামান্তর কিন্তু মুনাফা বলিতে নীট মুনাফাকেই বুঝানো উচিৎ। যাহাকে সাকুল্য মুনাফা বলা হয় তাহার মধ্যে অনেক কিছু উপাদান থাকিতে পারে যাহা যথার্থ মুনাফা পদবাচ্য নহে। এই উপাদানগুলিকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই যথার্থ মুনাফা, অর্থাৎ নীট মুনাফা (Net profit)। এই উপাদানগুলির প্রথম হইল ব্যবস্থাপনার উপার্জ্জন (Earning of management); যেক্ষেত্রে শিল্পের মালিক স্বয়ং ব্যবস্থাপক বা পরিচালক সে ক্ষেত্রে তাহার মালিকানা হইতে উদ্ভূত আয় এবং ব্যবস্থাপনা হইতে উদ্ভূত আয় এই দুইটির মধ্যে কোনও পার্থক্য বিধান সাধারণতঃ সে করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানাভূক্ত শিল্পে ব্যবস্থাপনার পরিশ্রম প্রয়োগ না করিয়া অপর কোন শিল্পে কর্ম্মচারীরূপে ঐ শ্রম বিক্রয় করিত তাহা হইলে উহার দরুণ সে নিয়মিতভাবে বেতন লাভ করিতে পারিত, সুতরাং ব্যবস্থাপনা হইতে লব্ধ আয় একরকম শ্রমলব্ধ আয় বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যৌথপুঁজি কারবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কার্য্য সম্পূর্ণই বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় আঁত্রেপ্রণা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এই পুঁজি নিজের

শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া যদি সে অপর কোন শিল্পে বিনিয়োগ করিতে দিত তাহা হইলে উহার দরুণ সে নিছক সুদ লাভ করিত অথবা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ না করিয়া অপর কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বিনিয়োগ করিত তাহা হইলে অপর কাহাকেও সুদ প্রদান করিয়া দিতে হইত। সুতরাং আঁত্রেপ্রণার নিজস্ব কারবারে নিজস্ব পুঁজির দরুণ যে আয়টুকু সে সাধারণতঃ মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় তাহা প্রকৃতপক্ষে মুনাফা হইতে বাদ দিয়া সুদের পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আঁত্রেপ্রণা অনুরূপ ভাবে নিজস্ব কারবারে নিজস্ব জমি ব্যবহার করিতে পারে এবং মোট মুনাফার মধ্যে জমি হইতে প্রাপ্য আয়ও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির দ্বারা যথার্থ মুনাফার হিসাব সম্ভব নহে সুতরাং আঁত্রেপ্রণার স্বীয় ভূমির আয় তাহার মোট মুনাফা হইতে বাদ দিয়া তবেই খাঁটি মুনাফার হিসাব করিতে হইবে। নীট্ মুনাফাই হইল খাঁটি মুনাফা আর সাকুল্য মুনাফা হইল নীট্ মুনাফার সহিত যথার্থ মুনাফা নহে এরূপ কতিপয় আয়ের সংযোগ।

মুনাফার উৎপত্তি, খরচার সহিত সম্পর্ক—Origin of Profit, Relation with Cost.

যে দাম বর্ত্তমান এবং নিশ্চিত এবং যে দাম ভবিষ্যৎ এবং অনিশ্চিত মুনাফা হইল এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য। প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণা যন্ত্রপাতির দাম প্রদান করিবে, উহাদিগকে চালু রাখিবার ব্যয় বহন করিবে; উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই মজুরদিগকে চুক্তিমত মজুরী দিয়া যাইবে; খাজনার ক্ষেত্রেও চুক্তিমত খাজনা দিতে আঁত্রেপ্রণা নিজেকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া রাখে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিবিধ খরচাও আঁত্রেপ্রণা করিতে বাধ্য থাকে যথা কাঁচা মাল ক্রয়, কারখানার বীমার প্রিমিয়াম প্রদান, সরকারের কর প্রদান ইত্যাদি। আঁত্রেপ্রণার পক্ষে এইসকল খরচাই নিশ্চিত খরচা। এইগুলি হইল সে যে সুযোগ সুবিধা ও কার্য্যগ্রহণ করিতেছে তাহার জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম প্রদান নিশ্চিত অর্থাৎ এই দাম অবশ্যই প্রদেয় এবং উহার দরুণ ব্যয় বর্ত্তমানেই নির্ব্বাহ যোগ্য। কিন্তু আঁত্রপ্রণা বর্ত্তমানে এইরূপ খরচা করিয়া ফেলে, ইহার কারণ হইল সে ভবিষ্যতে একটি আয় আশা করে, যদিও ঐ আয় কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব্বে সঠিক সে বলিতে পারে না। তাহার বর্ত্তমানের খরচা হইল নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন হইল অনিশ্চিত। এই নিশ্চিত বিলাইয়া দিয়া অনিশ্চিতের দিকে হস্তপ্রসারিত করাই হইল মুনাফার সন্ধান। সুতরাং মুনাফার উৎপত্তি অনিশ্চয়তায়।

পরিবর্ত্তনমুখী জগতে ভবিষ্যতের সঠিক হিসাব সম্ভব নহে—কাহারও পক্ষে

সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ধারণা করা অবাস্তব। এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণার কার্য্যের মধ্যে অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণাকে কিছু না কিছু অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যে কার্য্য করিতে হয় এবং উহার দরুণ ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ যদি সঠিকভাবে গণনা করা চলিত তাহা হইলে এইরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকিত না, ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন উদ্ভব হইত না, মুনাফার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। বাস্তবক্ষেত্রে তো দুনিয়া একেই ক্রটিবহুল, তদুপরি অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত এবং উহা হইতে উদ্ভূত সমস্যা অধিকতর জটিল। সুতরাং কেহ না কেহ অনিশ্চয়তার বোঝা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেই। এই অনিশ্চয়তার বোঝা মালিক শ্রেণীর উপর আরোপিত থাকে। তাহারাই ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং ইহা যে করে তাহার কারণ হইল তাহাদের সম্মুখে মুনাফা প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকে; লাভের আশায় লোকসানের সম্মুখীন হইবার নামই ঝুঁকি গ্রহণ। লাভ যে হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, লোকসানও হইতে পারে; কিন্তু লাভের নিশ্চয়তা না থাকিলেও উহার প্রত্যাশা থাকে।

মুনাফা যদি প্রত্যাশিত হয় তাহা হইলে উহা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর হইল যে মুনাফার মধ্যে দুইটি ভাগ করা যাইতে পারে—একটি হইল ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা (prospective profit) এবং অপরটি হইল উপলব্ধ মুনাফা (realised profit)। প্রত্যাশিত মুনাফা খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ঠিক যেরূপ মজুরী, সুদ বা চুক্তি-খাজনা খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোন কারবার সংগঠন করিবার প্রারম্ভেই আঁত্রেপ্রণা কিছুটা মুনাফা অগ্র হিসাব (anticipate) করিয়া থাকে—প্রত্যাশার ভিত্তিতেই ইহা করা হয় এবং লোকসানের ভীতি অতিক্রম করিবার জন্যই এই প্রত্যাশা করা হয়। এইরূপ কিছু পরিমাণ প্রত্যাশিত মুনাফা হইল প্রয়োজনীয় আকর্ষণ বা প্ররোচনা—যাহার নিমিত্ত আঁত্রেপ্রণা কারবার সংগঠন করিতে প্রণোদিত হয়। সেই কারণে উৎপাদিত সামগ্রীর যোগানদামের মধ্যে "প্রত্যাশিত মুনাফা" অন্তর্ভুক্ত থাকে। "উপলব্ধ মুনাফা হইল সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া বিক্রয় হইবার পরে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা। সামগ্রী বিক্রয় করিবার পরে এই মুনাফা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। "উপলব্ধমুনাফা" তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; উহা নির্ভর করে আংশিক ভাবে ভাগ্যের উপর, আংশিক ভাবে উত্তম বিচার শক্তির উপর এবং আংশিক ভাবে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি পরিহারের দক্ষতার উপর। অবশ্য দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে, উপলব্ধ মুনাফার দ্বারা প্রত্যাশিত মুনাফা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ মানুষ প্রত্যাশা করে তাহার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য—Distinguishing Features of Profit.

(১) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদানের জন্য প্রদেয় দাম পূর্ব্বেই চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে এবং এইরূপ পূর্ব নির্দ্ধারিত হইবার কারণে উহাদের মধ্যে সুস্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তা থাকে। কত পরিমাণ মজুরী, প্রদান করা হইবে, কি হারে সুদ প্রদান করা হইবে—এইগুলি চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে। সুতরাং ঐগুলির মারফতে যাহারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাদের উপার্জ্জনের মধ্যে বহু পরিমাণ নিশ্চয়তা বিদ্যমান। এই নিশ্চয়তার অভাবই হইল মুনাফার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের নিমিত্ত আঁত্রেপ্রণা যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম যদি উহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণার দ্বারা লভ্য উদ্বৃত্ত অর্থাৎ মুনাফা থাকিবে; অপর পক্ষে দাম যদি উৎপাদন খরচা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্তের পরিবর্ত্তে ঘাঁটতি হইবে। উদ্বৃত্ত হইবে কিনা, হইলে কি পরিমাণ হইবে তাহা একান্তই অনিশ্চিত।

(২) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদানের জন্য প্রদেয় মূল্য কখনই নেতিমূলক (negative) হইতে পারে না। মজুর কোনদিন পারিশ্রমিক না লইয়া শ্রম দিবে না, ভূস্বামী খাজনা ব্যতিরেকে ভূমি প্রদান করিবে না, পুঁজিপতি সুদ ব্যতিরেকে পুঁজি ব্যবহার করিতে দিবে না। আর ইহাদের পক্ষে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজস্ব কার্য্য অপরকে প্রদান করা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। ইহাদের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে মুনাফার পরিবর্ত্তে লোকসান হইতে পারে এবং লোকসান সাময়িকভাবে হইলেও আঁত্রেপ্রণার কার্য্যের যোগান হইতে পারে।

(৩) অন্যান্য উপার্জ্জনের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। সমৃদ্ধির সময় এবং মন্দার সময়ের মধ্যে মজুরীর হার বা সুদের হার বা খাজনা, ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত অল্প; পরিবর্ত্তনের যাহা কিছু উগ্রতা তাহা মুনাফার উপরেই বর্ত্তায়। দামের পরিবর্ত্তন ঘটিলেই মুনাফার পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটে কম উগ্রতা ও কম দ্রুততার সহিত।

(৪) কীন্‌স্‌ বলেন, "মুনাফা হইল অবশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ফল—অর্থাৎ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার পর যে অবস্থা থাকে তাহারই ফল। সেই কারণে মুনাফাকে উপার্জ্জনের পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত। কিন্তু এতদ্‌ সত্ত্বেও, একবার উদ্ভূত হইবার পরে ইহা পরবর্ত্তী অর্থনৈতিক ঘটনা সমূহের কারণে পর্য্যবসিত হয়—প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইহাই হয় পরিবর্ত্তনের

প্রধান উপকরণ" ["Profits are the effect of the rest of the situation rather than a cause of it. For this reason it will be anomalous to add profits to income. But profits having once come into existence become a cause of what subsequently ensues; indeed the main-spring of change in the existing economic system"— Keynes.] অর্থাৎ মুনাফা অধিক হইলে উৎপাদন হয় অধিক, উৎপাদক অধিক হইলে অধিক কর্ম্মসংস্থান (employment) হয় ও জনসাধারণের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দামস্তর উহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। অপর পক্ষে মুনাফার হ্রাস ঘটলে উৎপাদানের হ্রাস ঘটে, উহাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের আয় কমিয়া যায় এবং দামস্তর কমিয়া যায়।)

সমতা ও ন্যূনতম পরিমাণের দিকে প্রবণতা—Tendency to equality and to a minimum.

সমতা—কোন কোন অর্থনীতিবিদ অভিমত প্রকাশ করেন, ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মুনাফার উদ্ভব ঘটে প্রথমদিকে উহাতে পার্থক্য দেখা যাইতে পারে বটে কিন্তু ক্রমশঃ মুনাফার হারের পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে ঐ পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে সমান মুনাফা পরিলক্ষিত হয়। মালিকগণ তাহাদের পুঁজি এবং সংগঠন ক্ষমতা যে বিশেষ কোন একটি শিল্পেই চিরকালের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। ঐ পুঁজি কারবারের আওতায় সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ যে একটি বিশেষ শিল্পের অংশপত্রেই (share) তাহাদের পুঁজি অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে সকল সময়েই নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বস্তুতঃ পক্ষে মালিকগণ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ সকল সময়েই অধিক মুনাফার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। কোন একটি শিল্পে নিযুক্ত আঁত্রেপ্রণা যখনই দেখিবে যে তাহার শিল্প অপেক্ষা অপর কোন শিল্পে অধিক মুনাফা অর্জ্জন সম্ভব হইতেছে,—হয় ঐ অপর শিল্পজাত সামগ্রীর কোন কারণে দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা উৎপাদন খরচা হ্রাস পাইয়াছে,—তাহা হইলে স্বভাবতঃই ঐ আঁত্রেপ্রণা তাহার ক্রিয়াকলাপ ঐ অপর শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন করিবে। এইভাবে যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফা ঘটে সেইখানেই অধিক সংখ্যক আঁত্রেপ্রণার সমাগম ঘটে। ঐ আধিক্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিল্পে উৎপাদন হইবে অধিক এবং মুনাফা আর পূর্ব্ববৎ থাকিবে না, উহা হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে

যে সকল শিল্প হইতে আঁত্রেপ্রণাগণ চলিয়া যায় সেই সকল শিল্পের প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা মুনাফার বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক। এইভাবে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে আঁত্রেপ্রণার ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তনের দ্বারা মুনাফার হারে পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া সমতায় উপনীত হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

ন্যূনতম পরিমাণ—সেলিগ্ম্যান, ক্লার্ক প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ অভিমত প্রদান করেন যে মুনাফা যথাসম্ভব কম পরিমাণ হইবে এইরূপই প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মুনাফা হইল এইরূপ বস্তু যাহা স্বীয় পরিমাণের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি কখন ত্বরান্বিত করিবে এবং কখন শিথিল করিবে; উহা কখন অর্থনৈতিক উদ্যম আকর্ষণ করে এবং কখন বিতাড়িত করে। সুতরাং যখনই মুনাফার বৃদ্ধি হয় তখনই নূতন পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা শিল্পে প্রযুক্ত হয়। উহার দ্বারা উৎপাদন বর্দ্ধিত হয় এবং এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামগ্রীর দাম হ্রাস অপরিহার্য্য হয় বলিয়া মুনাফারও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা থাকিলে তবে আঁত্রেপ্রণাগণ শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, প্রকৃত মুনাফা যখনই সেই ন্যূনতম পরিমাণের উপরে উঠিবে তখনই শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন আঁত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিবে এবং নূতন সঙ্গতির বিনিয়োগ ঘটিবে। উহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মুনাফার হ্রাস অপরিহার্য্য। উপরোক্ত অর্থনীতিবিদ্গণের মতে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে মুনাফা নিছক শূন্যেও পরিণত হইতে পারে, যে প্রতিযোগিতায় সামগ্রীর দামের দ্বারা কেবল উৎপাদন খরচাই উসুল হইবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে নিছক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম।

সমালোচনা—মুনাফার এই প্রবণতা সম্পর্কিত অভিমতগুলি বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মুনাফার উদ্ভব ঘটে, এই অভিমত যাঁহারা প্রদান করেন তাঁহারা এইরূপ একটি নিখুঁত অবস্থার কল্পনা করেন যাহা কল্পনাতীত নহে বটে তবে বাস্তবে রূপায়িতও নহে। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে মুনাফার হারে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে পরিবর্ত্তন করা যতটা সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তব ক্ষেত্রে ততটা সহজসাধ্য হয় না—উহার বহুপ্রকার কার্য্যকরী অন্তরায় থাকে। আঁত্রেপ্রণার পক্ষে মুনাফার একটু তারতম্যের দরুণ নিজের পরিচিত শিল্প পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে যাওয়া সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে

পারে না। উপরন্তু এক এক শিল্পে এক একরূপ বিশেষত্বশীল পুঁজি (specialised capital) থাকিতে পারে। এই বিশেষত্বশীল পুঁজিকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না অথচ উহাকে মুদ্রায় পরিণত করিতে গেলে উহার যথার্থ দাম পাওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত লাভের জন্য নিশ্চিত লোকসান সহিতে হইবে, উপরন্তু নূতন ব্যবসায় প্রবেশ করিয়া ব্যবসায় সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও কষ্টকর। সুতরাং যে শিল্পে অধিক মুনাফা হইতেছে সেই শিল্পে কোন আঁত্রেপ্রণা নূতন প্রবেশ করিবা মাত্রই সফলতা অর্জ্জন করিবে এবং ঐ শিল্পে নিযুক্ত আঁত্রেপ্রণাদিগের মুনাফা কমিয়া যাইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ বিনিয়োগকারীদিগের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে সঠিক মুনাফার তারতম্যের ভিত্তিতে যে বিনিয়োগের তারতম্য ঘটিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ বিনিয়োগ মনস্তত্ত্বের (investment psychology) উপরে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিনিয়োগের ধারা যে স্পেক্যুলেশনের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয় অন্ততঃ ইহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার ন্যূনতম পরিমাণের দিকে গতি থাকে এমন কি উহা শূন্যেও (zero) পরিণত হইতে পারে, এই অভিমত সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য নহে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে মুনাফা কখনই শূন্যে পরিণত হইতে পারে না ; সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই মুনাফার অস্তিত্ব থাকে। ইহা হইল নিয়মিত মুনাফা (normal profit)এবং এই নিয়মিত মুনাফা সামগ্রীর নিয়মিত যোগান দামের (normal supply price of the commodity) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুনাফা যে ন্যূনতম পরিমাণে পর্য্যসিত হয় না, তাহা আর একদিক হইতে বিচার করিলেও অনুধাবন করা সম্ভব। সামগ্রীর দাম প্রান্তিক উৎপাদকের উৎপাদন খরচার সমান হইয়া থাকে। এই প্রান্তিক উৎপাদকের (marginal producer) কোন মুনাফা না থাকিতেও পারে বা থাকিলেও উহা খুবই কম হইতেও পারে। কিন্তু যাহারা আন্তঃ-প্রান্তিক উৎপাদক (intramarginal producer)—অর্থাৎ যাহারা প্রান্তিক উৎপাদক অপেক্ষা অধিক দক্ষ তাহারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম এবং সেই কারণে তাহারা অধিক মুনাফা অর্জ্জন করিতেও সক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে আঁত্রেপ্রণাগণ নূতন উৎপাদন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিয়াএবং নূতন ব্যয়সঙ্কোচ সাধনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব অধিক মুনাফা অর্জ্জনের জন্য নিয়তই সচেষ্ট থাকে। অধিকন্তু মুনাফা যদি সকল সময়ে শূন্যেই (zero) পরিণত থাকে অথবা ন্যূনতম স্তরেই অবস্থান করে তাহা হইলে অর্থনীতিবিদগণ ব্যবসাচক্র (trade cycle)

বলিতে যে অর্থনৈতিক ঘটনাকে বুঝাইয়া থাকেন সেই অর্থনৈতিক ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না ; অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ সকল সময় ন্যূনতম থাকিলে কখন মন্দা ও কখনও সমৃদ্ধি, এইরূপ ঘটিতে পারিত না।

মুনাকার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Marginal Productivity Theory of Profits.

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফা হিসাবের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কার্ভার এবং চ্যাপম্যান এই অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে প্রধান। ইঁহারা বলেন যে মুনাফা হইল শিল্প ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক এবং এই পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয় "প্রান্তিক নীট উৎপাদনের" দ্বারা। কার্ভার বলেন যে প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হইল, একজন আঁত্রেপ্রণা ব্যতিরেকে সমাজ যে পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা যত অধিক একজন আঁত্রেপ্রণার সাহায্যে সমাজ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই। একজন আঁত্রেপ্রণার দ্বারা প্রাপ্য মুনাফা এইরূপ প্রান্তিক্ নীট উৎপাদনের সমান হইবে।

শিল্পোত্মোগের ক্ষেত্রে "প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বের" প্রয়োগ মার্শাল আর একভাবে করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিল্পোত্মোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অবিরত যোগ্য অযোগ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন চলিতেছে। প্রাকৃতিক এই নির্ব্বাচনে অযোগ্যদিগের স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে। এই ভাবে আঁত্রেপ্রণা যেরূপ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের নিয়োগযোগ্য মাত্রা নির্দ্ধারণ করে, প্রকৃতি বা প্রতিযোগিতার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি সেইরূপ অযোগ্য ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া সফল ব্যবসায়ী নির্ব্বাচন করিয়া দেয়।

মুনাফা সম্পর্কে প্রান্তিক্ উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব একাধিক বিরূপ সমালোচনার অধীন হয়। কোন উৎপাদক উপাদানের মোট যে পরিমাণ পুর্ব্বেই নিয়োজিত থাকে, তাহার সহিত বাড়তি একমাত্রা যোগ করিলে অথবা তাঁহা হইতে একমাত্রা বাদ দিলে উৎপাদনের মোট পরিমাণ সামান্য একটু বৃদ্ধি পায় অথবা সামান্য একটু হ্রাস পায়, এই বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ হইবে প্রান্তিক্ উৎপাদন। আঁত্রেপ্রণার যোগান কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য নহে। আঁত্রেপ্রণারূপ উৎপাদক উপাদানটীর সামান্য পরিমাণ প্রয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এবং উহার দ্বারা মোট উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একটি শিল্প সংগঠনের মধ্য হইতে আঁত্রেপ্রণা প্রত্যাহার করার অর্থ হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রচেষ্টাটীর ধ্বংস—নিছক উৎপাদনের কিছু হ্রাস মাত্র নহে। অধিকন্তু

চ্যাপম্যান্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "নিয়োগকারীর পারিশ্রমিকের উপর যে শক্তি সমূহ প্রভাব বিস্তার করে তাহারা ক্রিয়াশীল হয় পরোক্ষভাবে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরে।" [:..."the forces bearing upon the employer's remunerations operate indirectly and more tardily"—Chapman]. এই দিক হইতে বিচার করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে আঁত্রেপ্রণার "প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন" হিসাব করা অতিশয় দুরূহ।

বর্ত্তমানে অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ আঁত্রেপ্রণার প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হিসাবের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মিসেস রবিনসন এবং ক্যা'ন এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন যে প্রান্তিক উৎপাদন নিছক সামগ্রীর হিসাবে হিসাব করা যায় অথবা মূল্যের হিসাবে হিসাব করা যায়। কোন একটি বিশেষ শিল্পে একজন বাড়তি আঁত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিলে অপর শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে কারণ অপর শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান সমূহ ঐ আঁত্রেপ্রণার নিকট চলিয়া আসিতে পারে। সেই কারণে বস্তু-হিসাবী প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নহে। কিন্তু আঁত্রেপ্রণার বস্তুগত প্রান্তিক্ উৎপাদনের মূল্য হিসাব করা দুঃসাধ্য নহে। একজন আঁত্রেপ্রণার বাড়্তি উৎপাদনের মূল্য হইতে, অপর যে শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান চলিয়া আসিয়াছে তাহার লোকসানের মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই হইবে সংশ্লিষ্ট আঁত্রেপ্রণার "মূল্যগত প্রান্তিক্ উৎপাদন।"

মুনাফার হিসাব—Calculation of Profit

মুনাফার মধ্যে সাকুল্য মুনাফা (gross profit) এবং নীট মুনাফা এইরূপ বিভাগ করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণের জন্য যে উপার্জ্জন তাহা নীট মুনাফা এবং উহা ব্যতীত শিল্পোদ্যোগীর নিজস্ব জমি, পুঁজি ও শ্রম প্রযুক্ত হইলে ঐগুলি বাবদ উপার্জ্জন অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাকুল্য মুনাফা হিসাব করা হয়। বিশেষ কোন ব্যক্তির শিল্প প্রচেষ্টা হইতে কত মুনাফা হইয়াছে তাহা হিসাব করা হয় নীট মুনাফার ভিত্তিতে। একজন ব্যক্তি কোন সামগ্রী উৎপাদনে মোট কত পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে ; উৎপাদিত সামগ্রীর মোট পরিমাণ বিক্রয় করিয়া কত মুদ্রা সে পাইয়াছে তাহাও হিসাব করিতে হইবে। তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের এবং উহা চালু রাখিবার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়—আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে শ্রমিকের জন্য প্রদেয় মজুরী, জমির খাজনা এবং অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত পুঁজির সুদ, কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় এবং উৎপাদিত সামগ্রীকে বাজারস্থ করিবার

ব্যয়। ব্যক্তিগত আত্রেপণার নিজস্ব ভূমি, পুঁজি ও শ্রম থাকিলে উহা তিনি অপরকে দিলে যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিতেন, তাহাও ব্যয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখেন এবং উহা তাঁহার অন্য সূত্র হইতে আয় বলিয়া ধরিয়া রাখেন। এইরূপে তিনি তাহার মুনাকার (নীট মুনাফা) হিসাব করেন।

যৌথ পুঁজি কারবারের মুনাফার হিসাবের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার ক্ষেত্রে নীট মুনাফা রূপে যাহা ব্যক্ত করা হয়, তাহা অর্থনীতির বিচারে মূলতঃ সাকুল্য মুনাফা (gross profit)। যৌথপুঁজি কারবারে পুঁজি সংগৃহীত হয় অংশীদারদিগের নিকট অংশ-পত্র বা share বিক্রয় করিয়া এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া। ঋণ গ্রহণ করা হয় সরাসরিভাবে অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া। ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ যথারীতি সুদরূপে ব্যয়ের খাতে ধরা হয় কিন্তু অংশীদারদিগকে যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয—তাহা সুদ এবং মুনাফা এইরূপে ভাগ করা হয় না। অংশীদারগণ যে মুনাফার অংশ পায় তাহার মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সুদ নিহিত থাকে—উহা শুধু ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক নহে, পুঁজি প্রদানের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণও উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপরন্তু যৌথপুঁজি কারবারের নিজস্ব জমি, গৃহাদি থাকিতে পারে, ঐ বাবদ উহার কোন খরচা করিতে হয় না। উহাও মুনাফার তহবিলে জমা হইয়া থাকে। যৌথপুঁজি কারবারের ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে থাকে অপরের নিকট হইতে গৃহাদির জন্য প্রদেয় খাজনা, ঋণ হিসাবে গৃহীত অর্থের জন্য প্রদেয় সুদ, কাঁচা মালের দাম, শ্রমিকদিগের মজুরী, অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বেতন, সরকারকে প্রদেয় কর, সামগ্রী বিক্রয় খরচা (marketing cost)। ইহা ব্যতীত ব্যয়ের মধ্যে থাকে যন্ত্রাদি চালু রাখিবার খরচা এবং ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (depreciation expenses)। উহার আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বিক্রীত পণ্যের দাম। ঐরূপ আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ফাণ্ড রূপে পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই মুনাফা বখ্‌রা (dividend) রূপে অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টিত হয়।

বুল্ডিং যৌথপুঁজি কারবারের মুনাফা হিসাব করিবার একটি প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৎসরের মধ্যে পুঁজি মূল্যের যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা মুনাফার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়। এই হিসাব প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হইল প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে, কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য উহার ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসরের শেষে যে সম্পত্তি উহার থাকিবে উহার মূল্য কোম্পানীর আয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে,

কোম্পানী প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে নিজ মালিকানাভুক্ত যে বস্তুসমূহ থাকিবে, তাহা অপরাপর যথার্থ ক্রীত সামগ্রী সমূহের সহিত নিজে ক্রয় করিয়া লইতেছে; উহা হইবে তাহার ব্যয়। মনে করিতে হইবে যে বৎসরের শেষে কারবারটী তাহার মালিকানা-ভুক্ত সকল সম্পত্তি ও বস্তু এবং তাহার উৎপাদিত, কিন্তু মালিকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত, সকল সামগ্রী নিজের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে; উহার সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ নগদ। উহাই হইবে কারবারটীর আয়। এই আয় হইতে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় হিসাবকৃত ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ হইল কারবারটীর মুনাফা।

Questions & Hints

1. What are the different elements that constitute the profit of an entrepreneur's business ? (B.A. 1939) [পৃষ্ঠা ২৭২-৭৩]

2. How would you define profit ? How would you find out profit according to your definition (a) in the case of a private firm and (b) in the case of joint stock company ? (B.A. 1944, '46, '48) [পৃষ্ঠা ২৭২ ; ২৮০-৮১]

3. How does profit differ from other kinds of income ? (B.Com. 1951, 1954) [পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৬]

4. Define normal profit and explain why it is included in the normal cost of production. (B.A. 1954) [পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫]

5. Define profits. How would you determine profits in (a) one man business, and (b) joint stock company ? (Cal. B.Com. 1953) [পৃষ্ঠা ২৭২ ; ২৮০-৮১]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মুদ্রা

Money

মুদ্রা ও ইহার কার্য্যকারিতা—Money and its Functions

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিনিময়ের সমধিক প্রসার লাভের দরুণ মুদ্রার উদ্ভব এবং ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের পর মুদ্রার মাধ্যমে ঐগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। প্রত্যেক দেশেই সরকারের দ্বারা প্রচলিত এবং আইনের দ্বারা সমর্থিত ধাতুখণ্ড ও কাগজ খণ্ড থাকে যেগুলি আইন চালু মুদ্রা (legal tender) রূপে অভিহিত হয়। আমাদের দেশে টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং বা সোভিয়েট রাশিয়ার রুবল্ এইরূপ আইন চালু মুদ্রা। এই সঠিক আইন চালু মুদ্রা ব্যতীত একাধিক বস্তু আছে যেগুলি মুদ্রার অনুরূপ কার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গ্রহণ-যোগ্যতা এবং এই গ্রহণ যোগ্যতার মধ্যে দিয়া ব্যাপক ভাবে বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা। সুতরাং ব্যাপক অর্থে, যাহা কিছু মূল্যের সাধারণ পরিমাপ হিসাবে এবং বিনিময়ের সাধারণ উপকরণ হিসাবে জনসাধারণের দ্বারা অকুণ্ঠিতচিত্তে গৃহীত হয় আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের অনেকেই তাহাকে মুদ্রারূপে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদানে টমাস বলিয়াছেন, "মুদ্রা হইল এইরূপ একটি বস্তু যাহা মূল্যের পরিমাপ রূপে এবং অপরাপর সকল সামগ্রীর মধ্যে বিনিময়ের উপকরণ-রূপে কার্য্য করিবার জন্য সাধারণ সম্মতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে"। ["Money is a commodity chosen by common consent to be a measure of value and a means of exchange between all other commodities"—S. E. Thomas.] সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদান করিবার এবং ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ উদ্দেশ্য যে বস্তুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই মুদ্রারূপে গণ্য—রবার্টসন এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়া মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ‡ রবার্টসন বলেন মুদ্রা হইল "যাহা কিছু সামগ্রীর মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে

---

‡ কোয়ার্ণক্রস মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন রবার্টসনের অনুসরণেই। "যাহা কিছু, প্রথা বা আইন অনুযায়ী, বিনা প্রশ্নে সামগ্রী বা কার্য্যের মূল্য প্রদান অথবা ঋণের

এবং অপরাপর ব্যবসা হইতে উদ্ভুত বাধ্যকতা মিটাইবার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়া থাকে"। ["Anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other kinds of business obligations" —Robertson.]

মুদ্রার কার্য্যকারিতা—(১) বিনিময়ের বাহনরূপে (medium of exchange) —বিভিন্ন ব্যক্তি মুদ্রার মাধ্যমে স্ব স্ব উৎপাদিত সামগ্রী বিনিময় করিয়া থাকে; মুদ্রার পক্ষে ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। অর্থনৈতিক ইতিহাসে একসময় ছিল যখন মুদ্রা ছিল না কিন্তু বিনিময় ছিল; বিনিময় হইত সামগ্রী-গুলির মধ্যে সরাসরিভাবে। ইহাকে বলা হইত সামগ্রী বিনিময় বা বার্টার। সামগ্রী বিনিময় ব্যবস্থার একাধিক ক্রটি এবং অসুবিধার দরুণ মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বিনিময়ের বাহন উদ্ভাবনে যত্নশীল হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই মুদ্রা ব্যবহারের উদ্ভব এবং প্রসার ঘটিয়াছে। একজন ব্যক্তি কতিপয় মুদ্রা লইয়া তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেয়, সে জানে প্রত্যক্ষভাবে সে এই মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে না—মুদ্রা পরিধেয়ও নহে, খাদ্যও নহে। তবুও তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করিবার কারণ হইল যে সে জানে তাহার ভোগকার্য্যের জন্য সকল প্রকার সামগ্রী মুদ্রার সাহায্যে অনায়াসেই লাভ করিতে পারা যায়। এইরূপে মুদ্রা বিশেষত্বশীল উৎপাদনে বিশেষ ভাবেই সহায়তা করে। কারণ "মানুষ তখনই বিশেষত্বশীল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে যখন তাহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর সীমাবদ্ধ সমষ্টির বিনিময়ে তাহারা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে এইরূপ বহু বিচিত্র সামগ্রী দ্রুত এবং সুবিধাজনক ভাবে লাভ করিতে পারে।" ("কেয়ার্ণ ক্রস্")†

(২) মূল্যের সাধারণ পরিমাপরূপে ক্রিয়া (measure of value)—মুদ্রার সাহায্যে বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য পরিমাপ করা হইয়া থাকে। বিনিময়ের কার্য্য মাত্রেই দুইটি সামগ্রীর মূল্যের পরিমাপ করা প্রয়োজন হয়—আপেক্ষিক মূল্য তুলনা করিয়া, বিনিময় কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কিনা তাহা বিচার করিবার জন্যই এই পরিমাপের প্রয়োজন ঘটে। মূল্যের সাধারণ

চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে গৃহীত হইয়া থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাই হইল মুদ্রা" ["Money is in fact, anything which by custom or law, is generally acceptable without question in payment for goods and services or in final settlement of a debt"—Cairncross]

† "Men will specialise······only if the limited range of goods which they produce can be exchanged quickly and conveniently for the much wider variety of goods which they wish to consume"—Cairncross.]

পরিমাপরূপে কার্য্য করিয়া এ বিষয়ে মুদ্রা বিশেষ উপকারিতা প্রদর্শন করে। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে একটি সামগ্রী পৃথিবীর যত বিভিন্ন সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের সহিত বিনিময় করা যায়, উহার মূল্য হিসাব করিতে গেলে তত বিভিন্ন সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের সম্পূর্ণ তালিকা মুখস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এই কঠিন প্রয়োজনীয়তার হাত হইতে মুদ্রা মানুষকে অব্যাহতি দিয়াছে। গজ বা ফুট যেরূপ দৈর্ঘ প্রস্থ মাপিবার সাধারণ পরিমাপ মুদ্রা সেইরূপ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য হিসাবের সাধারণ পরিমাপ। মুদ্রার সাহায্যে সেই কারণে যে কোন সামগ্রীর মূল্য অক্লেশে হিসাব করা যায় এবং যে কোন দুইটি সামগ্রীর মূল্য অক্লেশে তুলনা করা যায়। সেইজন্য একজন ব্যক্তি তাঁহার উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় অপরাপর সামগ্রী কত পরিমাণে পাইবে মুদ্রার পরিমাপের দ্বারা তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া লইতে পারে।

(৩) ভবিষ্যৎ মূল্য প্রদানের মানরূপে ক্রিয়া (standard of deferred payment)—মুদ্রা শুধু যে দামের পরিমাপ তাহাই নহে উহা ঋণেরও পরিমাপ—ঋণকেই ভবিষ্যতে প্রদেয় মূল্যরূপে অভিহিত করা হয়। ঠিক যেরূপ মূল্যের সাধারণ গ্রাহ্য পরিমাপের অস্তিত্ব না থাকিলে সামগ্রীর লেন-দেন কার্য্য দুরূহ হইত ঠিক সেইরূপ ঋণের সাধারণ পরিমাপ ব্যতীত ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান হইত খুবই জটিল। মুদ্রা এরূপ একটি বস্তু যাহার দ্বারা ঋণের পরিমাপ করা সহজসাধ্য হয়, সেই কারণে কর্জ্জ প্রদান ও গ্রহণের কার্য্য বিশেষ সুসাধ্য হইয়াছে। দেনা-পাওনার লেন-দেন যদি মুদ্রার মাধ্যমে হয় তাহা হইলে ঋণ গ্রহণের সময়ে একব্যক্তি যে পরিমাণ মূল্যের সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল ঋণ পরিশোধের সময় সে সমপরিমাণ মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে পারে। উপরন্তু মুদ্রার দরুণই পুঁজি-বাজারের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে; সামগ্রীর বাজারে যেরূপ সামগ্রীর লেন-দেন হয় পুঁজির বাজারে সেইরূপ ঋণের লেন-দেন হইয়া থাকে। এইরূপ পুঁজির বাজারের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক যুগের বিশেষত্বশীলতা এবং বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

(৪) মূল্যবান সামগ্রীর সঞ্চয়রূপে ক্রিয়া (store of value)—সাধারণ উপার্জ্জনকারী বর্ত্তমানের উপার্জ্জনের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভোগ করে না। উহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সে সচেষ্ট হয়। সকল প্রকার ব্যয়ই বর্ত্তমানের ব্যয় নহে, ভবিষ্যতে নির্ব্বাহযোগ্য বহু প্রকার ব্যয়ও থাকে। কোন কোন ব্যয় আমরা পূর্ব্ব হইতে কল্পনা করি, কোন কোন ব্যয়ের প্রয়োজন অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ভূত হইতে পারে বলিয়া ধরিয়া লই। এই সঞ্চয় কার্য্যে মুদ্রা বিশেষ সহায়তা করে। সাধারণ সামগ্রীর সঞ্চয় করিলে ঐ সঞ্চিত মূল্য অপেক্ষাকৃত

অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণ সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রা হইল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বস্তু; সুতরাং, সঞ্চিত মূল্য যদি সামগ্রীর আকারে না রাখিয়া মুদ্রার আকারে রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা দীর্ঘ সময় যাবৎ রক্ষিত হইতে পারে।+

মুদ্রার প্রকার ভেদ—Classification of Money.

(১) **মান মুদ্রা** (Standard money)—মান মুদ্রা হইল সেই প্রকার মুদ্রা যাহার উপরে লিখিত মূল্য (face value) এবং অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) সমান, যাহার মাধ্যমে সকল ব্যক্তি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে, যাহার অনুপাতে দেশের অপর সকল মুদ্রার বিনিময় মূল্য ধার্য্য থাকে এবং যাহা অসীম আইন চালু। উপরিভাগে লিখিত মূল্য এবং অন্তর্নিহিত মূল্য সমান বলিতে বুঝায় যে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে উহার যে দাম, যে বস্তুর দ্বারা উহা নির্ম্মিত সেই বস্তু হিসাবে বিক্রয় করিলেও উহার সেই দাম। দেশের মধ্যে অন্যান্য যে সকল মুদ্রা থাকে তাহাদের মূল্য, অর্থাৎ বিনিময়যোগ্যতা, এই মুদ্রার হিসাবেই নির্দ্ধারিত। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে যে-ব্যক্তি যত মূল্যেরই দ্রব্য ক্রয় করুক ঐ মূল্যের সমস্তটাই সে এই মুদ্রার সাহায্যে পরিশোধ করিতে পারে। বিক্রেতা এই মুদ্রা যে কোন পরিমাণেই লইতে বাধ্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এইরূপ মানমুদ্রা। বর্ত্তমানে মানমুদ্রার বিচারে, উহা যে অপর সকল মুদ্রার সাধারণ পরিমাপ —এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায়।

(২) **প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা**—(Representative money)—প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহা প্রকৃত মুদ্রার সহিত সমান মূল্য-সম্পন্ন অথচ উহার সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন নহে। স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ সার্টিফিকেট (gold certificate) প্রচলন করিলে, প্রতিনিধিমূলক মুদ্রার প্রচলন হইল বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী স্বর্ণ জমা রাখিয়া উহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ সার্টিফিকেট প্রচলন করিত— এইগুলি প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা।

(৩) **কর্জ্জ মুদ্রা**—(Credit money)—কর্জ্জ মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহার বিনিময়ে মানমুদ্রা লাভ করিতে পারা যায় এবং যাহার প্রচলন নির্ভর করে প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থার উপরে। কর্জ্জমুদ্রা প্রচলন করিলে প্রচলনকারীকে সমমূল্যের মানমুদ্রা রিজার্ভ রাখিতে হইবে এরূপ কোন

+ "মুদ্রার ব্যবহারে চার কাজ হয় "Money is a matter of functions four বাহন ও পরিমাপ, মান সঞ্চয়"। A medium, a measure, a standard, a store."

নিশ্চয়তা নাই। তবে সমমূল্যের না হইলেও কর্জমুদ্রাকে মানমুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যায় এরূপ পরিমাণ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) **সরকারী নোট** (Government notes)—সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ মানমুদ্রার সহিত সমমূল্যের কাগজী নোট ছাপাইতে পারে। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে একাধিক দেশের সরকার এইরূপ নোট প্রচলন করিত। ফেয়ারচাইল্ড প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ সরকারী নোটের সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন; "চাহিবামাত্রই বাহককে মানমুদ্রা অথবা অপর কোন মুদ্রা প্রদান করিবার সরকারী প্রতিশ্রুতিই হইল সরকারী নোট"। ["Government note is the Government's promise to pay standard money or some other kind of money to the bearer on demand"—Fairchild, Furniss and Buck.]

(৫) **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank notes)—ব্যাঙ্ক নোট হইল সরকারী নোটের অনুরূপ কাগজী মুদ্রা তবে কোন ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচলিত। চাহিবামাত্রই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইল ব্যাঙ্ক নোট। এক সময় ছিল যখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্কই এইরূপ নোট প্রচার করিত; বর্ত্তমান কালে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট প্রচলন করিবার অধিকারী থাকে এবং এই নোট সরকার আইন চালুরূপে ঘোষণা করিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন।

(৬) **হুকুম মুদ্রা** (Fiat Money)—হুকুম মুদ্রা বলিতে বুঝায় অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা, যাহার বৈধতা সম্পূর্ণরূপেই রাষ্ট্রের হুকুমের উপর নির্ভরশীল। যে সকল কাগজী মুদ্রা মানমুদ্রাতে পরিশোধনীয় তাহাদের বৈধতা বা প্রচলন যোগ্যতা বহুপরিমাণে ঐ পরিবর্ত্তনযোগ্যতার উপরে নির্ভরশীল, কারণ উহার দ্বারাই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে পারা যায়। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার কোন নিজস্ব মূল্য নাই, স্বীয় সুবিধার জন্য রাষ্ট্র ইহার বাধ্যতামূলক গ্রহণযোগ্যতার বিধান দেয় এবং সেই কারণে উহার প্রচলন থাকে।

(৭) **নিদর্শক মুদ্রা** (Token Money)—নিদর্শক মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহার নিছক বস্তু হিসাবে যে মূল্য তাহা অপেক্ষা উপরিভাগে লিখিত মূল্য অর্থাৎ বিনিময় মূল্য অধিক। এইরূপ মুদ্রার মূল্য অর্থাৎ অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করে।

আইন চালু মুদ্রা—সসীম ও অসীম—Legal tender,—Limited and Unlimited.

একাধিক বস্তু আছে যেগুলি বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিতে পারে এবং মুদ্রার ব্যাপক সংজ্ঞার দ্বারা উহাকে মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু কেহই তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অথবা অপর কোন প্রাপ্য গ্রহণের কালে এই ধরণের মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। এই ধরণের মুদ্রা হইল আইন নিরপেক্ষ (non legal tender)। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিবিধ মুদ্রা থাকে যেগুলি রাষ্ট্রের অধিবাসী-বৃন্দ তাহাদের বিক্রীত সামগ্রীর বিনিময়ে অথবা কোনরূপ ঋণ পরিশোধ গ্রহণের সময়ে গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রের আইন নাগরিকদিগের উপর এই বাধ্যকতা আরোপ করে। এই পর্য্যায়ের মুদ্রাকে বলা হয় আইন চালু (Legal Tender money)। চেক হইল আইন নিরপেক্ষ এবং নোট, টাকা, আধুলী, সিকি প্রভৃতি হইল আইন চালু মুদ্রা।

যে মুদ্রা আইন চালু, কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অবধি তাহা হইল অসীম আইন চালু মুদ্রা (limited legal tender); যথা আনি, দুয়ানি, সিকি ১৬ আনা অবধি আইনচালু। অপর পক্ষে যে মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা অসীম আইন চালু (unlimited legal tender); যথা, টাকা।

কাগজী মুদ্রা—পরিশোধনীয় ও অপরিশোধনীয়—Paper Money—Convertible and Inconvertible.

মুদ্রা ব্যবহারের প্রথম যুগে, মুদ্রা বলিতে কেবল ধাতু মুদ্রাই বুঝাইত; বর্ত্তমানে মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে কাগজী মুদ্রার স্থান লাভ ঘটিয়াছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে এই স্থানই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র যেরূপ ধাতু মুদ্রা প্রচার করে সেইরূপ কাগজী মুদ্রাও প্রচার করিতে পারে; আবার রাষ্ট্র ব্যতীত আরও এক পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান আছে যাহার দ্বারা কাগজী মুদ্রা প্রচারিত হয়, উহা হইল দেশের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগ আয়োজনে স্থাপিত এবং বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

যে কোন ব্যক্তি মুদ্রা প্রচারক কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজী মুদ্রা উপস্থাপিত করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে যদি ঐ কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে সমমূল্যের ধাতু বা ধাতু-মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কাগজী মুদ্রা পরিশোধনীয় (convertible) রূপে গণ্য হয়। প্রথম যখন কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণ উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না—কাগজী মুদ্রা প্রচারক প্রতিষ্ঠানকে উহার পরিবর্ত্তে যখন যাহার প্রয়োজন তাহাকে ধাতু-মুদ্রা প্রদান করিয়া কাগজী মুদ্রার উপর আস্থা অর্জ্জন করিয়া লইতে হইত। কালক্রমে যখন উপলব্ধি করা হইল যে কাগজী মুদ্রাকে নিছক ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্ত সামগ্রীরূপেই নহে,

ধাতুর ব্যয়সঙ্কোচমূলক উপকরণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন কাগজী মুদ্রার পিছনে ধাতু মুদ্রার সমর্থন রাখিবার প্রথা প্রত্যাহারের প্রয়োগ পরীক্ষা (experiment) হইল এবং ঐ প্রয়োগ পরীক্ষা হইতে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার (Inconvertible Paper Money) উদ্ভব হইল। মুদ্রার প্রকৃত ভিত্তি হইল জনসাধারণের আস্থা, ধাতুর প্রতি নিছক বালকসুলভ আকর্ষণ নহে,—ইহা যতই উপলব্ধি হইতে লাগিল অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ততই প্রসার লাভ ঘটিল। যে কাগজী মুদ্রাকে ধাতু মুদ্রায় পরিবর্তন করিয়া দিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ না থাকেন, তাহাই "অপরিশোধনীয়" কাগজী মুদ্রারূপে গণ্য।

কাগজী মুদ্রার গুণাগুণ—Merits and Demerits of Paper Money

গুণ: (১) বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামগ্রীকে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য পরীক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে, কোথাও বলদ কোথাও ছাগচর্ম্ম, কোথাও চা, কোথাও কড়ি, কোথাও লবণ ইত্যাদি। এইরূপ পরীক্ষা হইতেই সভ্য সমাজে মুদ্রারূপে ধাতুর ব্যবহারের উদ্ভব ঘটে—কারণ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইবার ইহার কতিপয় বিশেষগুণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, যথা বহনযোগ্যতা (portability) অভিজ্ঞেয়তা (cognisability), আনুগুণ্য, (homogeneity) তাড়নবর্দ্ধনীয়তা (malleability)। কাগজী মুদ্রার গুণ হইল যে যে-সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য মুদ্রারূপে ধাতুর ব্যবহার হইয়াছে সেই সকল বৈশিষ্ট্য আরও অধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

(২) ধাতু মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী মুদ্রার ব্যবহার অধিক ব্যয়সঙ্কোচ জনক (economical)। কাগজী মুদ্রার প্রচলন থাকিলে মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করে—ইহাতে মুদ্রা প্রচলনের খরচা অনেক কমিয়া যায়। অধিকন্তু মূল্যবান ধাতুর ক্রমাগত ব্যবহার হইতে যে ক্ষয় ঘটে, সমাজ সেই ক্ষয়ের হাত হইতেও নিস্তার পায়। অবশ্য কাগজী মুদ্রা যদি পরিশোধনীয় (convertible) হয়, তাহা হইলে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে সকল সময়েই পরিশোধনীয়তা বজায় রাখিবার জন্য ধাতু মুদ্রা লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হয়—এক্ষেত্রে ধাতুমুদ্রার কিছু ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা লাভ ঘটে পরিপূর্ণ।

(৩) মুদ্রার ব্যবহার মূলতঃ বিনিময়ের বাহন রূপে। বিনিময়ের পরিমাণ দেশের মধ্যে যতই বৃদ্ধি পায়, মুদ্রার প্রয়োজনও ততই বৃদ্ধি পায়। দেশের মধ্যে

ব্যবসায় বাণিজ্যের যতই প্রসার লাভ হইবে বিনিময় কার্যের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে মুদ্রার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ যদি বর্দ্ধিত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে উহা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবে। কাগজী মুদ্রার গুণ হইল যে প্রয়োজন অনুযায়ী উহার পরিমাণ সহজেই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়—কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া বাহির করা অল্প ব্যয় সাপেক্ষ। এক্ষেত্রেও পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা অপেক্ষা অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার সুবিধা অধিক, কারণ কিছুপরিমাণে অতিরিক্ত ধাতু সংগ্রহ না করিলে পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা অতিরিক্ত পরিমাণে ছাপা সম্ভব নহে। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ধাতু নিরপেক্ষ ভাবেই বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়।

অপগুণঃ (১) বিদেশ হইতে আমরা যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি উহার দরুণ বৈদেশিকদিগকে মূল্য প্রদান করিতে হয়; কাগজী মুদ্রার দ্বারা এই মূল্য প্রদান করা দুরূহ। অবশ্য কাগজী মুদ্রা এবং ধাতুমুদ্রা—এই দুইটির মধ্যে কোনটিই বিদেশে মুদ্রা হিসাবে চলিবে না, কিন্তু ধাতুমুদ্রার সুবিধা হইল, মুদ্রা হিসাবে না হইলেও অন্ততঃ ধাতু হিসাবে উহার একটি মূল্য থাকে এবং বৈদেশিকদিগকে ধাতুমুদ্রা দিয়া সেই কারণে সহজেই মূল্য প্রদান করা সম্ভব হয়। পরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রার ক্ষেত্রে এই অসুবিধার স্বল্পতা এবং অপরিশোধনীয় কাগজীমদ্রার ক্ষেত্রে উহার আধিক্য সহজেই অনুমেয়। তবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার বিশেষত্বশীল পদ্ধতির উদ্ভব ও আবিষ্কারের সহিত কাগজীমুদ্রার বৈদেশিক মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে বলা চলে।

(২) কাগজ মুদ্রণ করিয়া অতিরিক্ত কাগজীনোট ছাপা সহজ-সাধ্য বলিয়া সামান্য অসুবিধা বোধ হইলেই অতিরিক্ত কাগজ ছাপাইয়া অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করিবার একটি সহজ প্রলোভন থাকে। দেশের মধ্যে প্রাপ্তব্য সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ যদি অতিরিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে জিনিষপত্রের দাম অহেতুক বৃদ্ধি পাইয়া অসুবিধা সৃষ্ট হয়। পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রা কর্তৃপক্ষের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ কিছুই থাকে না।

গ্রেশামের নিয়ম—Gresham's law

ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে সার টমাস্ গ্রেশাম ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান রয়াল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। এলিজাবেথের পিতা অষ্টম

হেনরীর রাজত্বকালে, নানাকারণে ইংলণ্ডের ধাতু মুদ্রাগুলি নিকৃষ্ট হইয়া যায়। নিকৃষ্ট মুদ্রার অস্তিত্ব উদীয়মান জাতির 'পক্ষে অসম্মানজনক' মনে করিয়া এলিজাবেথ ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ নূতন মুদ্রা নির্ম্মান করিয়া বাজারে ছাড়িলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা নূতন মুদ্রা ছাড়িলেন ততই দেখা গেল, বাজারে চলিতেছে সেই পুরাতন মুদ্রাগুলিই, নূতন মুদ্রাগুলি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা স্যার টমাস গ্রেশামের পরামর্শ চাহিলে, গ্রেশাম তাঁহার প্রদত্ত বিবরণীতে আলোচ্য নিয়মটি ব্যখ্যা করেন—সেই কারণে ইহা গ্রেশামের নিয়মরূপে পরিচিত।

গ্রেশামের নিয়মের তাৎপর্য্য হইল কোন একটি দেশের মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে যদি গুণের ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট এইরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাহা হইলেই কিছু কালের মধ্যেই দেখা যাইবে যে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলির প্রচলন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই দৈনন্দিন লেনদেনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যখনই উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা পাশাপাশি অবস্থান করিবে, তখনই নিকৃষ্ট মুদ্রার অবস্থান হইবে স্থায়ী এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রার অবস্থান হইবে অস্থায়ী। যেন প্রতীয়মান হয় নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে প্রচলন হইতে বিতারিত করিয়া দিতেছে। এই নিয়মটির পরিচয় প্রদানে অধ্যাপক যাইড বলেন "দুই প্রকারের আইন সঙ্গত মুদ্রা প্রচলিত আছে এইরূপ প্রত্যেক দেশেই নিকৃষ্ট মুদ্রা সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতারিত করে"। [···In every country where two kinds of legal money are in circulation bad money always drives out good"—Gide.]

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা :

(১) দুইটি সমমূল্যের ধাতু মুদ্রার মধ্যে একটি যদি নূতন চক্‌চকে এবং ওজনে সমান থাকে এবং আর একটি যদি পুরাতন হইবার দরুণ এবং বহুবার ব্যবহৃত হইবার দরুণ ময়লা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রথম মুদ্রাটি উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয় মুদ্রাটি নিকৃষ্টরূপে গণ্য হয়।

(২) অনুরূপ ভাবে দুইটি সমমূল্যের কাগজীমুদ্রার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট এবং অপরটী নিকৃষ্টরূপে গণ্য হইতে পারে। যে কাগজীমুদ্রা নূতন এবং পরিষ্কার তাহা উৎকৃষ্ট এবং যেটী পুরাতন এবং ময়লা তাহা নিকৃষ্ট।

(৩) সমমূল্যের কাগজী মুদ্রা এবং ধাতু মুদ্রার মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভেদের উদ্ভব হইতে পারে। ধাতু মুদ্রার তুলনায় কাগজী মুদ্রা যখন মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় (depreciate) তখন ধাতু মুদ্রাটি উৎকৃষ্ট মুদ্রারূপে গণ্য হয় এবং কাগজী মুদ্রাটী নিকৃষ্ট মুদ্রায় পরিণত হয়। মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া যদি মুদ্রা কর্তৃপক্ষ

কাগজী মুদ্রা অতিরিক্ত পরিমাণে ছাপাইয়া ফেলে তাহা হইলে, অন্যান্য সামগ্রীর সহিত মূল্যবান ধাতুরও দাম বাড়িয়া যায় ; ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, কাগজী মুদ্রার তুলনায় ধাতুমুদ্রা অধিক আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়।

(৪) "দ্বিধাতুমান" (Bimetallism) এর মধ্যে, বাজার রেশিও (market ratio) এবং টেঁকশাল রেশিওর (Mint ratio) ভিতর অসমতা উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভেদ উদ্ভূত হইতে পারে। দ্বিধাতুমানের মধ্যে বাজার রেশিও ও টেঁকশাল রেশিওর পার্থক্য ঘটিলে একটি মুদ্রা হইবে অধিক মূল্য আরোপিত (over valued) এবং অপরটি হইবে অল্প মূল্য আরোপিত (undervalued)। অধিক মূল্য আরোপিত মুদ্রা হইবে নিকৃষ্ট এবং অল্প মূল্য আরোপিত মুদ্রা হইবে উৎকৃষ্ট।*

উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্তর্হিত হইবার পদ্ধতি :

(১) **ওজন হিসাবে বিক্রয়**—ধাতুর মূল্যে উৎকৃষ্ট মুদ্রা বিক্রিত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট মুদ্রা গলাইলে, নিকৃষ্ট মুদ্রার তুলনায় অধিক ধাতু পাওয়া যায়, সুতরাং অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যখন ধাতুমুদ্রাকে মুদ্রারূপে ব্যবহার না করিয়া ধাতুরূপে বিক্রয় করা অধিক লাভজনক হইবে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে, উৎকৃষ্ট মুদ্রাকেই গলানো হইবে, নিকৃষ্ট মুদ্রাকে নহে ; নিকৃষ্ট মুদ্রা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।

(২) **সঞ্চয়**—সঞ্চয় করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়াই সকলে সঞ্চয় করে, নিকৃষ্ট বস্তু দিয়া কেহই সঞ্চয় করিতে চাহে না। সুতরাং যাহারা মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা উৎকৃষ্ট মুদ্রাই সঞ্চয় করিবে ; নিকৃষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করিবে না।

(৩) **লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার**—কাহারও নিকট নিকৃষ্ট মুদ্রা আসিলেই সে লোকসানের সম্ভাবনায় অল্প বিস্তর ভীত হয় ; এই লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য সে প্রথম সুযোগেই কোন না কোন মূল্য প্রদানের সময়ে নিকৃষ্ট মুদ্রা অপর কাহারও নিকট চালাইয়া দেয়। উৎকৃষ্ট মুদ্রায় লোকসানের সম্ভাবনা নাই বলিয়া উহা ধরিয়া রাখিতে পারে।

(৪) **বিদেশীদিগকে প্রদান**—প্রত্যেক দেশের লোকেই বিদেশীদিগের নিকট হইতে সামগ্রী বা কার্য্য ক্রয় করে এবং উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে। বিদেশীগণ কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করে না। একমাত্র ধাতু মুদ্রাই গ্রহণ করে। ধাতু-

---

* এই বিষয়টী যথাযথ অনুধাবনের জন্য নিম্নে "দ্বিধাতুমান" (Bimetallism) সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মুদ্রার মধ্যে আবার তাহারা নিকৃষ্ট ধাতু মুদ্রা গ্রহণ করিবে না, কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রাই গ্রহণ করিবে, কারণ বিদেশীগণ ধাতু মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারে মুদ্রা হিসাবে নহে, ধাতু হিসাবে। তাহাদের দেশে মুদ্রা হিসাবে উহার কোনই মূল্য থাকিতে পারে না, যেটুকু মূল্য ধাতু হিসাবেই।

ইহার ক্রিয়াশীলতার প্রতিকূল অবস্থা—গ্রেশামের নিয়ম সাধারণতঃ ক্রিয়া করে কিন্তু সকল সময়ে এবং সর্ব্বঅবস্থাতেই ইহা যে অভ্রান্তরূপে ক্রিয়া করিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা, নাই। বিশেষ করিয়া দুইটি ক্ষেত্রে গ্রেশামের নিয়মের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। পাওনাদার ব্যবসায়ীগণ যদি ব্যাপকভাবে নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট মুদ্রা যাহারা ধরিয়া রাখিবে তাহারা উহা বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন সূত্রে হয় পাওনাদার অথবা ব্যবসাদার; সুতরাং পাওনাদার ও ব্যবসায়ীগণ নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যেই এই অস্বীকৃতি ধ্বণিত হইবে; সে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, উভয় মুদ্রারই প্রচলন থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিসরের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি ন্যূনতম পরিমাণে মুদ্রাসমষ্টির প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রার সংখ্যা যদি এই ন্যূনতম মুদ্রা সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখিবার জন্য জনসাধারণ নিকৃষ্ট মুদ্রার সহিত উৎকৃষ্ট মুদ্রা ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিবে। শুধু প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংখ্যার দিক হইতেই নহে, আরও একদিক হইতে এই বিষয়টির বিচার প্রয়োজন। নিকৃষ্ট মুদ্রা যদি অতিশয় নিকৃষ্ট হয়,—যাহাতে উহার দ্বারা ব্যবসায় চলিতে পারে না,—তাহা হইলে নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত না করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইবে। কেয়ার্ণক্রস বলেন এই নিয়মটি ততক্ষণ অবধি কার্য্যকরী থাকে যতক্ষণ অবধি না নিকৃষ্ট মুদ্রা এতই নিকৃষ্ট হয় যাহাতে ইহা ব্যবসায়ের লেন দেন অসম্ভব করিয়া তুলে। তিনি জার্ম্মানীর ১৯২৩ সালের মুদ্রা স্ফীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে ঐ সময়ে বিদেশের নূতন মুদ্রার দ্বারা দেশীয় নিকৃষ্ট মুদ্রাই বরং বিতাড়িত হইতেছিল।*

---

*"This law...is true only so long as the bad money is not so bad it makes business dealings practically impossible. In the German inflation of 1923, for example, it was the depreciated notes that began to be driven out of circulation by good foreign money." Cairncross P.303.

মুদ্রা মূল্যের অর্থ—Meaning of value of money

মুদ্রার দ্বারা অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করা হয়—অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতার মধ্যেই মুদ্রা ব্যবহারের সার্থকতা নিহিত। সুতরাং মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে মুদ্রার অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরে। একমাত্র মান মুদ্রার (one unit of standard money) বিনিময়ে অন্যান্য সামগ্রী যে পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহাই মুদ্রার মূল্য রূপে বিবেচ্য। "রুটী বা বস্ত্র, এইরূপ অন্য যে কোন জিনিষেতেই মূল্য বলিতে যাহা বুঝি, মুদ্রার মূল্য বলিতেও ঠিক তাহার অনুরূপ কিছুই বুঝি—অর্থাৎ সাধারণ যে সামগ্রীগুলি একমাত্র মুদ্রার বিনিময়ে প্রদত্ত হইবে"। ["By the value of money we mean something exactly analogous to what we mean by the value of anything else, say bread or cloth ; that is to say, we mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money"—Robertson.]

দামস্তর ও মুদ্রা মূল্য—Price level and value of money

মুদ্রার বিনিময়ে যে সকল সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহাদের দামের উপরেই মুদ্রার মূল্য নির্ভরশীল। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কোন একটি দুইটী সামগ্রীর দামের উপর মুদ্রা মূল্যের নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ মুদ্রা দুই একটি সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে ব্যবহৃত হয় না। আধুনিক যে কোন জনসমষ্টির মধ্যে সকল সামগ্রীই মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। অথচ সকল সামগ্রীর দাম একই রূপ নহে; দাম পরিবর্ত্তন হইলে সকল সামগ্রীর দাম একইরূপে পরিবর্ত্তন হয় না। সেই জন্য আমরা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য সাধারণ সামগ্রীগুলির গড়পড়তার দাম (average price) বাহির করি। বিভিন্ন সামগ্রীর দাম যোগ করিয়া উহাকে সামগ্রীর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যাহা দাঁড়ায়, তাহাই হইল সামগ্রীগুলির গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দামই দামস্তর (price level) রূপে পরিচিত। দামস্তরে পরিবর্ত্তন হইলে মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তন হইবে দামস্তরের পরিবর্ত্তন হইবার অর্থই হইল সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অথবা অল্প সামগ্রী কিনিতে পারা যাইবে। মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা তাহা দাম-স্তরের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই বিচার্য্য। দামস্তর বর্দ্ধিত হইলে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় এবং দামস্তর হ্রাস পাইলে মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় আমাদের দেশে এক্ষণে দামস্তর অনেক অধিক,—ইহার অর্থ হইল মুদ্রা-মূল্য এক্ষণে কম। দাম-স্তর যখন হ্রাস পাইবে, তখন মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রার মূল্য যখন হ্রাস পায়, তখন

উহাকে বলা হয় depreciation (মুদ্রামূল্য হ্রাস) এবং মুদ্রার মূল্য যখন বৃদ্ধি পায় তখন উহাকে বলা হয় appreciation (মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি]।

মুদ্রা মূল্যপরিবর্ত্তন (মুদ্রার পরিমাণ বাদ)—Changes in the Value of Money (Quantity Theory of Money)

একটি দেশের মধ্যে মোট যত সংখ্যক মুদ্রা আছে তাহাই হইল মুদ্রার পরিমাণ। মুদ্রার পরিমাণের সহিত সামগ্রীর দামস্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। "মুদ্রার পরিমাণ বাদ" নামে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব মুদ্রার পরিমাণ এবং দামস্তরের এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের সার কথা হইল মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবে; অপর পক্ষে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে এবং মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য ইহা ঘটিবে "অন্যান্য বিষয়গুলি" সমান থাকিলে ["other things being equal"]। এই অন্যান্য বিষয়গুলি হইল মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation of money) এবং সামগ্রীর সমষ্টি।

দামস্তর নির্দ্ধারণে অংশ গ্রহণ করে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে, তিনটি বিষয়,—মুদ্রার পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা এবং বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর সমষ্টি।

(ক) **মুদ্রার পরিমাণ**—রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া বাজারে প্রচার করে তাহা মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণে অংশ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র সাধারণতঃ মানমুদ্রা (standard money) এবং সহায়ক ধাতু মুদ্রা (subsidiary metallic money) নির্ম্মাণ করে এবং কাগজী মুদ্রা মুদ্রণ এবং প্রচারের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর—অবশ্য এ বিষয়ে রাষ্ট্র পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে অল্প বিস্তর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। জি, এন্ হাম এই পর্য্যায়ের মুদ্রাকে "সাধারণ মুদ্রা" রূপে অভিহিত করিয়াছেন—"সাধারণ মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহা বিশেষ বন্দোবস্ত ব্যতিরেকেই প্রত্যেকের দ্বারা গৃহীত হইবে"।

কিন্তু এই সাধারণ মুদ্রা ব্যতীত আর এক প্রকারের মুদ্রা আছে যাহা মোট মুদ্রার পরিমাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য; ইহা "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" (bank money) বা "আমানত মুদ্রা" (deposit money) রূপে পরিচিত। "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" বা "আমানত মুদ্রা" বলিতে বুঝায় জনসাধারণের নামে ব্যাঙ্কে রক্ষিত সেই আমানত যাহা চেকের দ্বারা উঠাইয়া লওয়া যায়, হয় নিজের জন্য অথবা অপর কাহাকেও প্রদানের জন্য। প্রত্যেক আধুনিক দেশেই এই আমানত সাধারণ মুদ্রার ন্যায় হাতে হাতে ঘুরিয়া বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করে। ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে কর্জ্জ দিবার সময়ে তাহাদের নামে খাতায় পত্রে আমানত লিখিয়া ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ

বৃদ্ধি করিতে পারে। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি বলিতে শুধু "সাধারণ মুদ্রার" হ্রাস বৃদ্ধিই বুঝায় না, ব্যাঙ্ক মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইতেও পারে। বস্তুতঃপক্ষে, আধুনিক যে কোন দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণই অধিক।

(খ) **প্রচলন ক্ষিপ্রতা**—"পুনঃ ব্যয়িত হওয়াই হইল মুদ্রার মূল প্রকৃতি"—*অর্থাৎ মুদ্রার সহিত উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রচলন ক্ষিপ্রতা বলিতে বুঝায় এক একটি মুদ্রা গড়ে কতবার হাত বদল করিতেছে। একটি মুদ্রা হয়তো মাত্র একবার হাত বদল করিল, অর্থাৎ একবার বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিল—আর একটি মুদ্রা হয়তো পাঁচবার হাত বদল করিল। এক্ষেত্রে দুইটি মুদ্রা মোট ছয়বার, অর্থাৎ প্রতি মুদ্রা গড়ে তিনবার, হাত বদল করিয়াছে। ইহাই হইল মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation)। মুদ্রার পরিমাণ বাদের মধ্যে উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বিবেচনা করা হয়, কারণ মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার দ্বারা উহার পরিমাণ প্রভাবান্বিত হয়। যে ব্যক্তির তিনটি ভৃত্য আছে এবং উহার মধ্যে একজন ভৃত্য একাই দুইজনের সমান কার্য্য করে, তাহার নিকট নিছক মাথাপিছু গণনায় তিনটি ভৃত্য থাকিলেও কার্য্যের দিক হইতে চারিটী ভৃত্য আছে বলা চলে। মুদ্রার কার্য্যই হইল বিনিময় করা—এই বিনিময়ের মধ্য দিয়াই মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা উপলব্ধি হয়। অধিক প্রচলন ক্ষিপ্রতার অর্থই হইল অধিক বিনিময়ের বাহন।

অধ্যাপক জি, এন হাম মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন: "কোন এক অর্থনৈতিক সংগঠনে মুদ্রার **মোট সমষ্টি,** সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধরিয়া রাখা "মুদ্রা রিজার্ভের" (ব্যাঙ্ক সমূহের অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃস্থ উভয়তঃই) মোট পরিমাণের সমতুল হইবে। মুদ্রার **প্রচলন ক্ষিপ্রতা,** একটি মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর এই রিজার্ভগুলির মধ্যে কতবার যাতায়াত করে তাহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়"। ["The total stock of money in an economy equals the sum total of all money reserves (both inside and outside of the banks) held by individuals and organisations. The velocity of circulation of money is determined by the number of times a unit of money passes between these reserves during a given period." —G N.Halm].

(গ) **বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর সমষ্টি**—মুদ্রা প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ্যবস্তু নহে, কিন্তু মুদ্রার মাধ্যমেই অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রার কার্য্য হইল বিভিন্ন বস্তুকে বিনিময় করিয়া দেওয়া—উহার জন্যই মুদ্রার চাহিদা করিয়া থাকি।

*"It is the essence of money to be re-spent"—G.N. Halm.

বার্টার ব্যবস্থা যতদিন পরিপূর্ণ ভাবে বজায় থাকে ততদিন মুদ্রার কোন কার্য্য থাকে না এবং মুদ্রার কোন চাহিদা থাকে না। কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে যদি বার্টার ব্যবস্থা থাকে (অর্থাৎ সরাসরি ভাবে সামগ্রীর দ্বারা সামগ্রী বিনিময়, মুদ্রার মাধ্যমে নহে) তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা থাকিত কিন্তু অল্প। যতই অধিক সংখ্যক সামগ্রী মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করা হইবে মুদ্রার চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব মুদ্রার চাহিদা বলিতে বুঝায় মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ। দেশের মধ্যে যে সামগ্রীর পরিমাণ লইয়া মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন হয় তাহাকে বাণিজ্য পরিমাণ বা volume of trade রূপে ব্যক্ত করা হয়। বাণিজ্য পরিমাণের বৃদ্ধিতে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য পরিমাণ হ্রাসে, মুদ্রার চাহিদা হ্রাস ঘটে।

মুদ্রার পরিমাণ এবং প্রচলন ক্ষিপ্রতাকে যদি বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করা হয় তাহা হইলে দামস্তর পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে "প্রচলন ক্ষিপ্রতা" এবং "বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ" যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণের দ্বারা সরাসরি দামস্তর নির্দ্ধারিত হইবে। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে।

এই তত্ত্বটী অধ্যাপক ফিশার একটি সমীকরণের আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহা **ফিশারের সমীকরণ** (Fisher's equation) রূপে পরিচিত। ধরা যাউক

মুদ্রার যোগান বা পরিমাণ $= M$

মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা $= V$

বাণিজ্য পরিমাণ $= T$

দামস্তর $= P$

তাহা হইলে $MV = PT$, কারণ $MV =$ সমগ্র সমাজের মোট মুদ্রা ব্যয়

এবং $PT =$ সমাজের মোট বিক্রীত সামগ্রীর মূল্য

সমগ্র সমাজের মোট মুদ্রা ব্যয় (money outlay) = সমাজে মোট বিক্রীত সামগ্রীর মূল্য (value of sales)।

অর্থাৎ P (দামস্তর) $= \dfrac{MV}{T}\left(\dfrac{\text{মুদ্রার পরিমাণ} + \text{প্রচলনক্ষিপ্রতা}}{\text{বাণিজ্য পরিমাণ}}\right)$

M যদি হয় "সাধারণ মুদ্রা" ও V উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা

M^1 যদি হয় "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" ও V^1 ব্যাঙ্ক মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা,

তাহা হইলে, পরিপূর্ণ সমীকরণটী হইবে $P = \dfrac{MV + M^1V^1}{T}$

V, V^1 এবং T যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে M যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে P ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে। P পরিবর্ত্তন হইবার অর্থ হইল M-এর মূল্যের (অর্থাৎ মুদ্রামূল্যের) পরিবর্ত্তন।

কেম্ব্রীজ সমীকরণ—Cambridge Equation

প্রসিদ্ধ কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদ মার্শাল ও পিগু, মুদ্রার পরিমাণ বাদ সম্পর্কে যে সমীকরণ প্রদান করিয়াছেন, কীন্‌স্ উহাকে "কেম্ব্রীজ সমীকরণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সমীকরণের মূল কথা হইল যে জনসাধারণ তাহাদের চলতি আয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ যে কোন সময়েই নিজেদের নিকট ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। ইহার কারণ প্রথমতঃ তাহারা বিনাকষ্টে সাধারণ লেনদেন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে চাহে, দ্বিতীয়তঃ, অপ্রত্যাশিত খরচার সম্মুখীন হইবার জন্য তাহারা যথাসম্ভব প্রস্তুত থাকিতে চাহে।

ধরা যাউক K হইল সামগ্রী সমষ্টির সেই পরিমাণ যাহা কিনিবার জন্য জনগণ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখে। তাহা হইলে, K-এর মূল্য (value of K units of goods) = P K (P = Pricelevel) = মোট মুদ্রার চাহিদা (demand for money)। মুদ্রার চাহিদা এবং মুদ্রার যোগান যেহেতু সমান হইবে সেহেতু

$$P\,K = M \text{ (Quantity of money)}$$

অর্থাৎ
$$P = \frac{M}{K}$$

এক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ যদি পূর্ব্বেকার সম-পরিমাণ মুদ্রাই ধরিয়া রাখিতে চাহে (অর্থাৎ K যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে) তাহা হইলে দাম স্তরের বৃদ্ধি ঘটিবে। বর্দ্ধিত দাম স্তরে K সামগ্রী-সমষ্টি ক্রয় করিতে অধিক ব্যয় পড়িবে, সেহেতু জনসাধারণের পক্ষে অধিক পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে। মুদ্রার যোগানের বৃদ্ধি চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা পূরিত হইবে—এবং মুদ্রার চাহিদার এই বৃদ্ধি ঘটিবে দামের বৃদ্ধির দরুণ।

জনগণের রক্ষিত মুদ্রা কিছু আইন চালু মুদ্রার (legal tender) আকারে এবং কিছু ব্যাঙ্ক আমানতের আকারে রাখা হয় ধরিয়া অধ্যাপক পিগু এই সমীকরণটি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

$$P = \frac{KR}{M}\left\{c + h\,(1 - c)\right\}$$

R = মোট সম্পত্তি বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোট উপার্জ্জন
c = মুদ্রার যে পরিমাণ জনগণ আইন চালু মুদ্রার আকারে রাখে
h = ব্যাঙ্কগুলি আমানতের পিছনে যে পরিমাণে আইন চালু মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।

মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ—Measure of Demand for Money

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ পরিমাণ বাদ পদ্ধতিতে (quantity theory way), দ্বিতীয়তঃ নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে (liquidity preference way)।

(ক) **পরিমাণ বাদ পদ্ধতিতে**—কেম্ব্রীজ সমীকরণ অনুযায়ী প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, K তে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা—প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা জনসাধারণ অধিক পরিমাণে ধরিয়া রাখিতেছে কিনা। এই প্রশ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইল, সামগ্রীর দাম কম হইয়াছে কিনা; কারণ সামগ্রীর দাম কম হইলে একই পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিয়া অধিক পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা ধরিয়া রাখা হইবে। M যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে K-র বৃদ্ধি ঘটা শুধু তখনই সম্ভব যখন P র হ্রাস ঘটিবে। জনসাধারণ অধিক মুদ্রা ধরিয়া রাখিতে চাহিলে, নিছক উহার দ্বারা মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। সেই জন্য বলা হইল দামস্তরের হ্রাস ঘটিলে তবেই মুদ্রার বিনিময়ে লভ্য সামগ্রী সমষ্টির (K) বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কারণ

$$M = PK$$

সুতরাং দামস্তরের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করিয়া মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করিতে পারি।

(খ) **নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে**—অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করিয়া মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার পছন্দের উগ্রতা অনুযায়ী, মুদ্রার চাহিদা পরিমাপ করিতে পারা যায়। নগদ মুদ্রা ধরিয়া না রাখিয়া যদি উহা বিনিয়োগ করি তাহা হইলে উহা হইতে সুদ লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং নগদ মুদ্রা ধরিয়া রাখিলে, সুদ প্রাপ্তি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার চাহিদা যতই অধিক হইবে, ততই অধিক সুদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদিগকে শেয়ার ক্রয় করিতে অথবা ঋণ প্রদান করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য সুদের হারকে ততই উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাধারা অনুসারে "নগদ পছন্দের" ধারণা আসিয়া পড়ে। মুদ্রার চাহিদা সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত না করিয়া শেয়ার বা বণ্ডের দাম নির্দ্ধারিত করিতেছে দেখা যায়।

পরিমাণ বাদ অনুযায়ী পরিমাপ-কৃত মুদ্রার চাহিদা এবং নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে পরিমাপ-কৃত মুদ্রার চাহিদা—এই দুইটী সমান নহে।* অথচ ইহাদের মধ্যে সংযোগের

---

*"It is clear that the demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the second way; there are however, links between the two"—Cairncross.

অভাব নাই। প্রথম পরিমাপ পদ্ধতি "বিনিয়োগ" বিবেচনা না করিয়া মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার "লেনদেন অভিপ্রায়ের" (transactions motive) উপর নজর রাখে, দ্বিতীয় পরিমাপ পদ্ধতি লেনদেন কার্য্য বিবেচনা না করিয়া "স্পেকুলেশন অভিপ্রায়" (speculative motive) এবং "সাবধানতার অভিপ্রায়" (precautionary) এই দুইটির উপর নজর রাখে। নগদ পছন্দের বৃদ্ধি হইলে সুদের হার বৃদ্ধি হয় এবং সুদের হার বৃদ্ধি হইলে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হয়, ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হইলে দামস্তর হ্রাস-পায়, দামস্তর হ্রাস পাইলে K (মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য সামগ্রী সমষ্টি) বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে দুই প্রকার মুদ্রার চাহিদা দেখিয়াছি, উহারা একই দিকে পরিবর্ত্তন হয়।

মুদ্রার পরিমাণবাদের সমালোচনা—Criticism of the Quantity Theory of Money.

(১) মুদ্রার পরিমাণবাদ একটি মাত্র সাধারণ দামস্তর সম্পর্কেই আলোচনা করে—ইহা ধরিয়া লয় যে দামস্তর শুধু একটিই আছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়ের বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে—এক এক পর্য্যায়ের দামস্তর এক এক পর্য্যায়ের সামগ্রী সমষ্টির (group of commodities) সহিত সম্পর্কিত। * দামস্তর (P) বলিতে আমরা সর্ব্বপ্রকার সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর বুঝাইতে পারি বা কল্পনা করিতে পারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহার উপকারিতা বা গুরুত্ব থাকিতে পারে না। সকল ব্যক্তি সকল বিষয় সম্পর্কে সমভাবে স্বার্থসম্পন্ন বা আগ্রহান্বিত নহে,—আদার ব্যাপারী জাহাজের মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিবার হেতু পাইবে না। দামস্তর বলিতে বুঝান উচিত কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রী সমূহের দামস্তর অর্থাৎ যে সামগ্রী সমূহের উপরে ভোগকারী হিসাবে আমরা আমাদের উপার্জ্জন ব্যয় করি। সে ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ বলিতে বুঝানো উচিৎ, উপার্জ্জনকারীগণ সামগ্রী বা কার্য্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে মুদ্রা ধরিয়া রাখে, তাহাই। সুতরাং M এর মধ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত মুদ্রা অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ নহে।

---

*"The greatest danger in the use of the equation of exchange is that it draws too much attention to general magnitudes. It purports to establish a direct causal connectien between the total stock of money, the average velocity of circulation, the total volume of trade and the general price level, without considering the important fact that it is only through many single price-making processes that the monetary factor can influence the economy"—G.N.Halm, 'Monetary Theory'. P 23.

(২) দামস্তরের উপর যাহা প্রতিক্রিয়া ঘটায় তাহা মোট মুদ্রার পরিমাণ বা মোট মুদ্রার ক্রিয়াকলাপ নহে—উহার অংশমাত্র দামস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়; এই অংশ কতটুকু তাহারও সঠিক পরিমাপ দুষ্কর। মোট কথা, মুদ্রার যোগানে বিশেষ অধিক বৃদ্ধি ঘটিলেও, সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রীর (finished goods) ক্রয়ে ব্যবহৃত মুদ্রার পরিমাণ খুব কমই বর্দ্ধিত হইতে পারে। সুতরাং মুদ্রার মোট পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়, দামস্তর ঠিক সেই অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয় না।

(৩) মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বলে $P = \frac{MV}{T}$ কিন্তু M, V, T, ও P—এগুলির মধ্যে কি কার্য্যকারণ সম্পর্ক (causal connection) আছে তাহা এই তত্ত্ব বলিতে পারে না। P যেরূপ M অথবা V অথবা T এর উপর নির্ভর করিতে পারে M, V, T ও সেই রূপ P এর উপর নির্ভর করিতে পারে।

(৪) অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে অনেক বর্দ্ধিত পরিমাণে মুদ্রা প্রচার করিয়াছেন তবুও এই মুদ্রা গ্রহণের লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং দামস্তর বর্দ্ধিত হয় নাই। "অশ্বকে জলপান হইতে বিরত করা যাইবে কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে জলের দিকে তাহাকে যতই টানাটানি করা হউক না কেন, জলপানে বাধ্য করা যাইবে না।" মন্দা (depression) উপস্থিত হইলে, আশাহীনতার আবহাওয়ার মধ্যে নিছক মুদ্রার অনুপ্রবেশের দ্বারা সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব হয় না।

(৫) ক্রাউথার বলেন, "অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক প্রবণতা হইল, মুদ্রা মূল্য নির্দ্ধারক হিসাবে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের নির্দ্ধারক উপকরণ হিসাবে, মুদ্রার পরিমাণের পুরাতন ধারণা পরিহার করা এবং নিছক ফলাফল রূপেই উহাকে বিবেচনা করা। ঘটনার প্রবাহ আনিয়া দেয় অপর কিছু এবং মুদ্রা উহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। ……বাস্তব ক্ষেত্রে, মুদ্রামূল্য হইল উপার্জ্জনের সমষ্টির ফলাফল, মুদ্রার পরিমাণের ফলাফল নহে"। ["The modern tendency of economic thinking is to discount the old notion of the quantity of money as a causative factor in the state of business and a determinant of the value of the money and to regard it as a consequence. Something else sets the pace of events and the quantity of money accommodates itself to it ……the value of money, in fact, is a consequence of the total of incomes rather than of the quantity of money."—Crowther.]

মুদ্রামূল্য (বা দামস্তরের) পরিবর্ত্তনের যথার্থ কারণ—Real Reasons for changes in Value of Money (or Price level).

মুদ্রার-পরিমাণতত্ত্ব যে উদ্দেশ্যে অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, সঠিক সেই উদ্দেশ্যের দিক হইতে ইহার বিফলতা নিঃসন্দেহ; ঠিক মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী দামস্তর পরিবর্ত্তিত হয় না। তবুও দামস্তর নির্দ্ধারণে মুদ্রার পরিমাণের যে কোনরূপ প্রভাবই নাই, এরূপ ধারণাও অমূলক। মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে একদিন না একদিন সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের দাম বৃদ্ধি হইবেই এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবেই। কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধিতে বা হ্রাসে মুদ্রার পরিমাণ একমাত্র ক্রিয়াশীল বিষয় নহে। সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সমৃদ্ধি (boom) এবং মন্দার (depression) যে চক্র ঘুরিতে থাকে, মুদ্রার পরিমাণের উপর উহা মূলতঃ নির্ভরশীল নহে। মুদ্রার পরিমাণ যদি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলেও সমৃদ্ধি ও মন্দা ব্যবসায় জগত হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

মজুরীর হারের বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ পূরাপূরি সমৃদ্ধির সময়ে শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থিত হয় এবং সে দাবী প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ মজুরী বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় এবং উহার দ্বারা দামস্তরের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। যতই দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে ততই নূতন করিয়া মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থিত হইবে এবং ঐ দাবী স্বীকৃত হইলে, দামস্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে মজুরীর হারে হ্রাসের দ্বারা দামস্তর হ্রাস পাইতে পারে। মন্দার সময়ে মালিকদিগের পক্ষ হইতে মজুরী হ্রাসের প্রচেষ্টা হয় এবং মন্দার সময়ে বেকার সমস্যার উগ্রতার দরুণ মালিকদিগের এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা শ্রমিকদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু মজুরীর হার হ্রাস পাইয়া জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইলে, দামস্তর আরও হ্রাস পাইবে। দামস্তর যতই হ্রাস পাইবে, মজুরীর হার ততই কমান হইবে, দামস্তর ততই নিম্নগামী হইবে।

সমাজের প্রয়োজনে বর্দ্ধিত পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে যদি "হ্রাসমান খরচা" (decreasing cost) ক্রিয়া করে—অর্থাৎ যতই উৎপাদন বর্দ্ধিত হইবে ততই উৎপাদনের খরচা হ্রাস পাইবে,—তাহা হইলে দামস্তরের হ্রাস ঘটিবে। অপর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যদি "বর্দ্ধিত খরচা" (increasing cost) ক্রিয়া করে—অর্থাৎ উৎপাদন বর্দ্ধিত হইলে উৎপাদন খরচা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। পরন্তু সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও যদি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে।

কোন কারণে সমাজের মধ্যে যদি অধিক করিয়া ব্যয় করা হয় তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। এখানে আলোচ্য বিষয় হইল, জনসাধারণের উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও কখন কখন ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে। সমাজের মধ্যে ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) ভোগ্য সামগ্রীর (consumable goods) উপর ব্যয় এবং (২) পুঁজি সামগ্রীর (capital goods) উপর ব্যয়। ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয় অনেকটা স্থির—অভ্যাস, রীতি বা পরিচিত পদ্ধতির দ্বারা নির্দ্ধারিত; উহার পরিবর্ত্তন ঘটে হয় উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তনে অথবা মিতব্যয়িতার প্রেরণার পরিবর্ত্তনে। পুঁজি সামগ্রীর উপর ব্যয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ স্থিরতা নাই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশা বা প্রত্যাশার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল সময় ধীর স্থির ভাবে হিসাব করিয়াও পুঁজি ব্যয় করা হয় না অথচ জনসমষ্টির উপার্জ্জন হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা এই ব্যয় নির্ব্বাহের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু এই ব্যয়ের দ্বারা দামস্তরে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্ট হইতে পারে।

সরকার তাঁহাদের ব্যয় এবং আয়ে যদি সমতা আনিতে না পারেন, আয় অপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে যত মুদ্রা লইতেছেন, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক মুদ্রা প্রদান করিবেন। ইহাকে বলা হয় ঘাঁটতি খরচা (deficit financing)। এইরূপ ঘাঁটতি খরচা করিলে, দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের ব্যাঙ্ক রেট (bank rate) এবং ওপেন মার্কেট নীতি (open market policy) পরিবর্ত্তন করিলেও দামস্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

দামস্তর পরিবর্ত্তনের পরিমাপ (সূচক সংখ্যা)—Measuring changes in Price level (Index number)

দামস্তর হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাপের জন্য অর্থনীতিবিদগণ একটি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার নাম সূচক সংখ্যা (index number)। ইহার দ্বারা বিভিন্ন বৎসরের সামগ্রী সমূহের দাম কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব হয়। যে কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর হিসাবে ধরিতে হয় এবং সেই বৎসরে সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের কিরূপ দাম ছিল তাহার একটা গড় পড়তা হিসাব করিতে হয়; যে দাম এইভাবে হিসাব করা হইল উহাকে "১০০" সংখ্যাটির দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। অপর কোন বৎসরের সামগ্রীর গড় পড়তা দাম এই "১০০" সংখ্যার পরিমাণে হিসাব করিয়া প্রথম বৎসরের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে প্রথম বৎসরের দামস্তরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরের

দামস্তর কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বা হ্রাস পাইয়াছে। প্রথম বৎসরটিকে অর্থাৎ যে বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া পরবর্ত্তীকালের দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি হিসাব করা হয় তাহাকে ভিত্তিমূলক বৎসর (base year) রূপে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন বৎসরের দামস্তর (price level) তুলনার জন্য এ রূপ শতকরা সংখ্যার সন্নিবেশকে সূচক সংখ্যা (index number) বলা হয়। কীন্‌স্ বলেন "কোন ধরণের ব্যয়ের প্রতিনিধিমূলক সামগ্রী সমষ্টির দামকে আমরা দামস্তররূপে অভিহিত করিব; এবং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দামস্তরের পরিবর্ত্তনসূচক সংখ্যার সন্নিবেশকে আমরা সূচক সংখ্যারূপে অভিহিত করিব"। ["The price of a composite commodity which is representative of some type of expenditure we shall call a price level; and the series of numbers indicative of changes in a given price level we shall call Index numbers."—Keynes .]

ধরা যাউক ১৯৩৯ সালের সামগ্রীর দাম লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে চাউলের (প্রতিমণ) দাম ছিল ৫৲ টাকা। এই ৫৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। বস্ত্র (প্রতিজোড়া) দাম ছিল ২৲ টাকা। এই ২৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। চিনি (প্রতিমণ) দাম ছিল ৮৲ টাকা। এই ৮৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল।। তৈল (প্রতিমণ) দাম ছিল ২০৲ টাকা। এই ২০৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। চা (প্রতি পাউণ্ড) দাম ছিল ১৲ টাকা। এই ১৲ টাকা '১০০' সংখ্যার সমান ধরা হইল।

৫টি সামগ্রীর মোট দাম যাহাই হউক উহাকে মোট ৫০০ সংখ্যার দ্বারা ব্যক্ত করা হইলে; গড় পড়তা দাম অর্থাৎ দামস্তর হইল (৫০০ ÷ ৫টা সামগ্রী) = ১০০ সংখ্যার সমান।

এইবার অপর একটি বৎসরে ঐ সামগ্রীগুলির দাম হিসাব করিয়া প্রত্যেক সামগ্রীর দাম প্রথম বৎসরের তুলনায় শতকরা কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিতে হয়। অতঃপর প্রথম বৎসরে ঐ সামগ্রীর যে সূচক রহিয়াছে (অর্থাৎ ১০০), তাহাকে সেই পরিমাণে কমাইয়া বা বাড়াইয়া ধরিতে হইবে। যথা ১৯৪৮ সালে হয়তো চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৲ টাকায় উঠিল; এক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালের তুলনায় উহা বাড়িল ৮ গুণ (৪০ ÷ ৫ = ৮); ৫৲ টাকাকে যদি ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হয় তাহা হইলে ৪০৲ টাকাকে ৮০০ সংখ্যার সমান ধরা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যেক সামগ্রীর মূল্য কত পরিমাণ বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহা হিসাব করিতে হয় ও সামগ্রীগুলির গড়পড়তা দাম কত হইয়াছে

১০০ সংখ্যার হিসাবে তাহা বাহির করিতে হয়। তাহার পর এই হিসাব কটিকে প্রথম বৎসরের দামের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে দ্বিতীয় বৎসরে সামগ্রীর দাম কি অনুপাতে পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তনের এই অনুপাতকে শতকরা হিসাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যথা ধরা যাউক ১৯৪৮ সালে সামগ্রীর দাম লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে চাউলের (প্রতিমণ) দাম হইয়াছে ২০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৲ টাকা হইবে ৪০০। বস্ত্র (প্রতি জোড়া) দাম হইয়াছে ৮৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮৲ টাকা হইবে ৪০০। চিনি (প্রতি মণ) দাম হইয়াছে ৪০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪০৲ টাকা হইবে ৫০০। তৈল (প্রতি মণ) দাম হইয়াছে ৮০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮০৲ টাকা হইবে ৪০০। চা (প্রতি পাউণ্ড) দাম হইয়াছে ৩৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৲ টাকা হইবে ৩০০। ৫ টা সামগ্রীর মোট দামকে ব্যক্ত করা হইল ২০০০ সংখ্যার দ্বারা।

অতএব গড়পড়তা দাম অর্থাৎ দামস্তর হইবে ২,০০০ ÷ ৫ = ৪০০ সংখ্যা। এইবার লক্ষ্য করিতে হইবে যে ১৯৩৯ সালের দামস্তর ছিল ১০০ সংখ্যা, কিন্তু ১৯৪৮ সালে দামস্তর হইয়াছে ৪০০ সংখ্যা। অতএব দামস্তর শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সূচক সংখ্যা প্রণয়নের অসুবিধা—Difficulties of constructing an Index number

(১) যে বৎসরটীকে ভিত্তি করিয়া সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, অর্থাৎ যে বৎসরের তুলনায় অপর কোন বৎসরের দামস্তর হিসাব করা হয় উহার যথাযথ নির্বাচন সূচক সংখ্যা প্রণয়নের প্রথম অসুবিধা। ভিত্তি মূলক বৎসর (base year) নির্বাচনে ত্রুটি হইলে, সূচক সংখ্যা প্রণয়নের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে; এরূপ একটি বৎসর স্থির করিতে হইবে যে বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম নিজেদের মধ্যে মোটামুটি নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে এবং বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর উপর মোটামুটি নিয়মিত ভাবেই আমরা ব্যয় করিয়াছি। এই "নিয়মিত ভোগ-কার্য্যের" সহিতই অপর কোন বৎসরের ভোগ-কার্য্যের তুলনা সূচক-সংখ্যার দ্বারা করিতে হয়। এইরূপ নিয়মিত বৎসরকে বাছাই করাই হইল দুরূহ; কোন একটি বিশেষ বৎসরে এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যাইতে পারে, যাহার দ্বারা উহার ভিত্তিতে প্রণীত সূচক সংখ্যার তাৎপর্য্য ব্যাহত হইয়া যাইবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অনেক সময়ে একাধিক বৎসরের গড় দামস্তরকে (average price level of a number of years) ভিত্তি মূলক বৎসরের দামস্তর রূপে গণ্য করা হয়।

(২) বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর দামস্তরকে সূচক সংখ্যার দ্বারা তুলনা করা হয়। কিন্তু এইরূপ একাধিক বৎসরে যে সামগ্রীগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় সেই সামগ্রীগুলি গুণের দিক হইতে ঠিক একই রূপ থাকিয়াছে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই। যথা ১৯৩৯ সালের তুলনায় বর্তমান সময়ে ঘৃত এবং দুগ্ধের দাম অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু শুধু দামের বৃদ্ধির হিসাব করিলেই চলিবে না, তখনকার ঘৃত দুগ্ধের সহিত তুলনায় বর্তমানে বিক্রীত ঘৃতদুগ্ধ গুণের দিক হইতে অনেক নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার, এক বৎসরের তুলনায় অপর কোন বৎসরে, অধিকতর উৎকৃষ্ট সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) সকল বস্তুর দাম যদি একই ভাবে পরিবর্তিত হইত, সূচক সংখ্যা প্রণয়নের তাহা হইলে কোনই প্রয়োজন হইত না ; কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি মাত্র সামগ্রীর দাম পরিবর্তন অনুযায়ী সমগ্র দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা যাইত। কিন্তু অসুবিধা হইল সকল সামগ্রীর দাম একই ভাবে পরিবর্তন হয় না ; কোনটির দাম হয়তো অধিক বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইয়াছে, কোনটির দাম হয়তো অল্প বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইয়াছে। দাম পরিবর্তন হারের এই বিভিন্নতার অসুবিধা আমরা গড় দাম হিসাব করিয়াই দূরীভূত করি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর দামের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটর গাড়ীর দাম বৃদ্ধি পাইলে সকল শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে না আবার চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইলে, ধনী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয় অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সমগ্র জনসমষ্টিকে উপার্জন অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া এইরূপ প্রত্যেক দলের পক্ষে একটি পৃথক সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যে সূচক সংখ্যার দ্বারা মজুর শ্রেণীব জীবন যাত্রার ব্যয়ের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয় তাহার দ্বারা উচ্চশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয়ে পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় না।

(৪) আবার একই শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যাইবে যে এক একটি সামগ্রীর দামের পরিবর্তনের এক এক প্রকার গুরুত্ব ; সুতরাং সকল সামগ্রীর দামের গড় বাহির করিয়া যে তুলনা করা হয়, তাহা ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যথা একজন মজুরের নিকট চাউলের দামে পাঁচগুণ বৃদ্ধি এবং লৌহের দামে পাঁচগুণ বৃদ্ধি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে না, কারণ লৌহ জাত সামগ্রী সে ক্রয় করে খুব কম কিন্তু চাউলের নিত্য প্রয়োজন। সুতরাং উভয়ের দামের সমান বৃদ্ধিতে সে সমভাবে ব্যথিত হইবে না— বাস্তবক্ষেত্রে উহা তাহার ব্যয় সমভাবে বৃদ্ধি করিবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার

প্রচেষ্টা করা হয়, পারস্পরিক গুরুত্ব (relative importance) অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুকে যথারীতি ওজন (weight) প্রদান করিয়া দামস্তর পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করা।

(৫) সূচক সংখ্যার আর একটি অসুবিধা হইল, জনসাধারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে—তাহাদের পছন্দ এবং অভ্যাস পরিবর্ত্তনশীল, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, বিবর্ত্তনশীল। ভোগকার্য্যের মধ্যে নূতন সামগ্রীর আবির্ভাব এবং পুরাতন সামগ্রীর অন্তর্দ্ধান ঘটে। কালের গতিতে কোন সামগ্রীর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা এবং কোন সামগ্রীর অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য ঘটে। বিভিন্ন বৎসরে দামস্তরে সঠিক তুলনা করিতে পারি শুধু সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে একই সামগ্রী সমষ্টির উপর মুদ্রা ব্যয় করা হইয়া থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি—Inflation

মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ একদিকে মুদ্রা এবং অপরদিকে মুদ্রার দ্বারা বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর মধ্যে অসমতার উদ্ভব হইয়া দামস্তর বৃদ্ধির যে প্রবণতা ঘটে, তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হইয়া থাকে। ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর সহিত মুদ্রার পরিমাণের পার্থক্য ঘটিয়া প্রথমটীর তুলনায় দ্বিতীয়টীর আধিক্য ঘটিতে পারে। সাধারণ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা হইলে, উহাকে "মুদ্রাগত মুদ্রাস্ফীতি" (monetary inflation) বলা হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি অধিক ঋণ প্রদান করিয়া অধিক আমানত সৃষ্টি করিবার দরুণ যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অধিক ব্যাঙ্কমুদ্রা সৃষ্টির জন্য যদি উহা ঘটে তাহা হইলে উহাকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ মুদ্রস্ফীতি (Bank credit inflation) বলা হইয়া থাকে। মুদ্রাগত স্ফীতি ঘটে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে আইন চালু মুদ্রা (legal tender) প্রচার করিলে, ব্যাঙ্ক-কর্জ্জ-মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অধিক পরিমাণ ব্যাঙ্ক মুদ্রা (Bank Money) সৃষ্টির দ্বারা।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

(১) **দামস্তর** (Price Level)—নূতন অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি হইতে থাকিলে ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর তুলনায় উহার আধিক্য অনুভূত হইবে। জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, মুদ্রার প্রচালনক্ষিপ্রতার বৃদ্ধির দ্বারা দাম বৃদ্ধির গতি আরও বর্দ্ধিত হইবে। জনসাধারণ দেখিবে মুদ্রা ক্রমশঃই উহার মূল্য হারাইয়া ফেলিতেছে সুতরাং তাহারা মুদ্রা ধরিয়া না রাখিয়া মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে যত্নবান হইবে। জনসাধারণ যতই অধিক সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইবে, ততই তাহারা অধিক মুদ্রা ব্যয় করিবে এবং ততই সামগ্রীর স্বল্পতা এবং মুদ্রার আধিক্য অনুভূত হইয়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। শুধু জনসাধারণই নহে সরকারও এই সমস্যার

সম্মুখীন হইবেন—সরকার দেখিবেন তাঁহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতেছে এবং এই ঘাঁটতি পূরণের জন্য তাঁহারা অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইবেন। এই অতিরিক্ত নোট ছাপাইবার দরুণ অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ব্যাঙ্ক সমূহের হাতে অধিক রিজার্ভ আসিলে তাহারা অধিক কর্জ্জ প্রদান করিবে; অধিক কর্জ্জ পাওয়া যাইলে অধিক ব্যয় হইবে, অধিক ব্যয় হইলে দামস্তর অধিক বৃদ্ধি পাইবে। আবার দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে, জনসাধারণের অধিক কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইবে—কারণ সাধারণ ব্যক্তির ও ব্যবসায়ীর খরচা বৃদ্ধি পাইবে। এই ভাবে দামস্তর ও মুদ্রা পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে। মুদ্রার বৃদ্ধিতে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে আবার দামস্তর বৃদ্ধির দ্বারা সরকারের উপর অধিক মুদ্রা ছাপাইতে এবং ব্যাঙ্কের উপর অধিক কর্জ্জ প্রদান করিতে চাপ পড়িবে।

(২) **উৎপাদন** (Production)—উৎপাদনকারীগণ কি পরিমাণ মুনাফা প্রত্যাশা করেন, তাহার উপরে উৎপাদনের প্রচেষ্টা নির্ভরশীল। অধিক মুনাফার প্রত্যাশা থাকিলে উৎপাদনের প্রচেষ্টা হয় অধিক এবং প্রত্যাশিত মুনাফা যদি কম হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীগণ কম পরিমাণেই উৎপাদন করিয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে; তদ্দ্বারা অধিক উৎপাদন উৎসাহিত হয়। অবশ্য দেশের মধ্যে নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের পূর্ণ কর্ম্মসংস্থান হইয়া যাইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধি সেরূপ সম্ভব নহে; সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির গোড়ার দিকে—যখন উৎপাদন সঙ্গতির প্রাচুর্য্য থাকে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়তা লাভ করিয়া থাকে। উৎপাদক সঙ্গতি পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইবার পরেও অবশ্য হ্রাসমান অথবা পরিবর্ত্তন-বিহীন দামস্তর অপেক্ষা, বর্ত্তমান দামস্তর উৎপাদনের পরিমাণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে রাখিয়া দিতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইহার আর একটি দিকও আছে। সহজে অধিক মুনাফা পাইলে মালিকগণ উৎপাদন দক্ষতা সর্ব্বোচ্চস্তরে বজায় রাখিতে অমনোযোগী হইয়া পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য যখন খুব অধিক চালু, তখন যে টেকনিক ও সংগঠনের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে।

(৩) **বণ্টন** (Distribution)—মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা সমাজের এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট উপার্জ্জন হস্তান্তরিত হয়। দেশের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের উপার্জ্জন হইল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী; উহাদের উপার্জ্জন পরিবর্ত্তন হয় না, হইলেও উহা সময় সাপেক্ষ। যে অনুপাতে মুদ্রামূল্য পরিবর্ত্তন হয় সেই অনুপাতে ইহাদের উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। যে সকল ব্যক্তি মাস মাহিয়ানায় চাকুরী করে তাহাদের আয় সহজে বৃদ্ধি পায় না—বিশেষ আবেদন

নিবেদন আন্দোলনের দ্বারা তাহাদের বেতন বৃদ্ধি আদায় করিতে হয়; কিন্তু পরিপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হইয়া অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিলে তবেই এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। সাফল্য লাভও হয় আংশিক। কারণ যে অনুপাতে সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি হয় না। কতিপয় বিশেষ পর্য্যায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই (ইহাদের সংখ্যা অল্প) দামস্তর বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যাহারা খাজনা পাইয়া থাকে, তাহাদিগের আয় অল্প বিস্তর স্থায়ী—খাজনা সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। আবার খাজনার বৃদ্ধিতে বহু প্রথাগত বাধা বিদ্যমান। অনুরূপ ভাবে যাহারা নির্দ্দিষ্ট সুদ পায় তাহাদের আয়ও নির্দ্দিষ্ট। বরং মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মুদ্রার প্রাচুর্য্যের দরুণ সুদের হার হ্রাস পাইতেই দেখা যায়। অপর পক্ষে ব্যবসায়ীদিগের আয় মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়—সামগ্রীর দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন খরচা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং ব্যবসায়ী শ্রেণী যত ধনী হইতে থাকে, চাকুরীজীবী ও শ্রমিকশ্রেণী তত দরিদ্র হইতে থাকে। সমাজের সঙ্গতি একশ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণার নিকট চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীগণ আর একদিক দিয়াও অর্থাৎ খাতক (debtor) হিসাবে, লাভবান হন। ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি প্রকাণ্ড অংশ ঋণের দ্বারা সাধিত হয়। দাম বৃদ্ধি পাইলে খাতকগণ লাভবান হয়, কারণ এক্ষণে অল্প পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়।

মুদ্রা সঙ্কোচ—Deflation

বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর তুলনায় যদি মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মুদ্রার এই আপেক্ষিক স্বল্পতার দরুণ দামস্তরের যদি হ্রাস ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "মুদ্রা সঙ্কোচ" (deflation) বলা হয়।

দামস্তর হ্রাসের (মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির) ফলাফল—Effects of fall in price level

যে সকল ব্যক্তি স্থায়ী মাস মাহিয়ানা পায় যথা শ্রমিক, কেরাণী ইত্যাদি—তাহারা সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে লাভবান হয়। কারণ দাম হ্রাস পাইবার দরুণ তাহারা সমপরিমাণ উপার্জ্জন দ্বারা অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে অথবা পূর্ব্বের ন্যায় সমপরিমাণ সামগ্রী যদি তাহারা ক্রয় করিতে থাকে, তবে সঞ্চয় ক্ষমতা তাহাদের বৃদ্ধি পায়। তবে নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সুবিধা লাভ অতিরঞ্জিত করা উচিৎ নহে; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে দামস্তর হ্রাসের দরুণ ব্যবসায়-

বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে, বেকার সমস্যা উগ্র আকার ধারণ করে, কর্মচারী ছাঁটাই হইতে থাকে এবং মজুরীর হারও অবশেষে হ্রাস পায়।

দামস্তর হ্রাসের দরুণ উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাইলে উৎপাদনকারীদিগের মুনাফা হ্রাস পায় এবং কখনও কখনও মুনাফা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। দামস্তরের সবিশেষ হ্রাস ঘটিলে লোকসানও হইতে পারে। অথচ উৎপাদনকারীর যে খরচা—তাহার মধ্যে অনেকগুলি খরচা থাকে যাহা সহসা হ্রাস করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মার্শাল যাহাকে স্থিতি খরচা (supplementary cost) রূপে অভিহিত করিয়াছেন, ঐ খরচা লোকসান হইলেও করিয়া যাইতে হয়। অধিকন্তু বর্তমান জগতে, শ্রমিক সমিতির সংগঠন ক্ষমতা শ্রমিক ছাঁটাই এবং মজুরীর হার হ্রাস করিবার পক্ষে একটি প্রবল অন্তরায়।

ব্যবসায়ীগণ আর এক দিক দিয়াও ক্ষতিগ্রস্থ হয় অর্থাৎ খাতক (debtor) হিসাবে। সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে পূর্ব্বে গৃহীত সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধের জন্য অধিক পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। ধরা যাউক, একজন ব্যবসায়ী কলম উৎপাদন করে এবং প্রতিটি কলমের দাম ৫০৲ টাকা। গত বৎসর সে ৫০,০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইয়াছিল এবং হিসাব করিয়াছিল যে কলম উৎপাদনের পর ১,০০০টী কলম বিক্রয় করিয়াই সে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এ বৎসর দাম যদি ২৫৲ টাকায় হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাহাকে ৫০,০০০৲ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ২০০০টী কলম বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিধাতুমান—Bimetallism

একই দেশের মধ্যে যখন দুইটী ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দুইটী মান মুদ্রা থাকে এবং উহাদের মধ্যে একটি রেশিও নির্দ্ধারিত থাকে, তখন উহাকে দ্বিধাতুমান বলা হয়। দ্বিধাতুমানের মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত দুই প্রকার মুদ্রা থাকে। প্রত্যেক মুদ্রাই অসীম আইন চালু; একজন ব্যক্তি কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদানের সময়ে অথবা কোন ঋণ পরিশোধের সময়ে দুই পর্য্যায়ের মুদ্রার যে কোন একটির দ্বারা উহা করিতে পারে। কতগুলি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হইবে, তাহাও নির্দ্ধারিত করা থাকে,—ইহাকেই বলা হয় রেশিও নির্দ্ধারণ। মুদ্রা কর্তৃপক্ষও এই নির্দ্ধারিত হারে এক পর্য্যায়ের মুদ্রার পরিবর্ত্তে অপর পর্য্যায়ের মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। ১৭৯২ সালে যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে আইনগত রেশিও ধার্য্য হইয়াছিল।

১ স্বর্ণ : ১৫ রৌপ্য হারে ; ১৮৩৪ সালে উহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৬ : ১ করা হইয়াছিল। ফ্রান্সে ১৮০৩ সালে দ্বিধাতুমানের আওতায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে রেশিও ধার্য্য হইয়াছিল ১৫॥ : ১। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে "ল্যাটিন মানেটরী ইউনিয়ন" নামক মুদ্রা সঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলিতে (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালী) দ্বিধাতুমান প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশেও ঐ দ্বিধাতুমান লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালে একের পর এক দেশ দ্বিধাতুমান পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভারতেও নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে দ্বিধাতুমানের পরীক্ষা সাফল্যজনক হয় নাই—যদিও অনেকদিন যাবৎ এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিক দ্বিধাতুমানের পুনরুত্থানের আশায় কালক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দ্বিধাতুমানের সুবিধা :

(১) দ্বিধাতুমানের পক্ষে দাবী করা হয় যে নিছক একটি মাত্র ধাতু নির্ম্মিত মান মুদ্রা থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তরে যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, তাহা দুইটী ধাতু নির্ম্মিত মান মুদ্রা থাকিলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। যদি শুধু স্বর্ণ মুদ্রা থাকে, তাহা হইলে একমাত্র স্বর্ণ উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারাই মুদ্রার পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিবে এবং দামস্তরের স্থিরতা ব্যাহত হইবে। শুধুমাত্র রৌপ্য মুদ্রা থাকিলেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি দুইটি ধাতু থাকে, তাহা হইলে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস অপরটির উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা কাটাকুটি হইয়া যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে মোট মুদ্রার পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া দামস্তর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে।

(২) শুধু রৌপ্যমুদ্রা অথবা শুধু স্বর্ণমুদ্রা থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ যাহা হইবে, উভয় পর্য্যায়ের মুদ্রা থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং কখনও স্বর্ণের উৎপাদন অধিক হইলে অথবা রৌপ্যের উৎপাদন অধিক হইলে, মোট মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অতি অল্পই। সেই দিক হইতে বিচার করিয়াও দ্বিধাতুমান অপেক্ষাকৃত স্থির দামস্তর (relatively stable price level) সম্ভব করে বলিয়া দাবী করা হয়।

(৩) পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে—যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের যোগান সম্ভব হইবে না এবং সকল দেশেই মুদ্রা সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে ; ইহাতে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য গুরুতররূপে ব্যাহত হইবে। দ্বিধাতুমান এই সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করে।

(৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের মধ্যে

স্থিরতা থাকা একান্তই প্রয়োজন। দ্বিধাতুমান স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারকারী এবং রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহারকারী দেশের মুদ্রা বিনিময় হারে স্থিরতা আনয়ন করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। স্বর্ণমুদ্রার ও রৌপ্যমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য স্বর্ণমুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য এবং রৌপ্যমুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা :

(১) এক ধাতুমান অপেক্ষা দ্বিধাতুমান যে দামস্তর স্থির রাখিতে অধিক কার্য্যকরী হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দামস্তর স্থির রাখিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে দাবী করা হয় যে একটি ধাতুর উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি অপর ধাতুর উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে—এবং মোট মুদ্রার পরিমাণ তাহাতে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। কিন্তু এইরূপ ঘটনা শুধু অনুমানের; ইহার স্থির নিশ্চয়তা কিছুই নাই। যথা, স্বর্ণ উৎপাদন যখন হ্রাস পাইতেছে তখন রৌপ্য উৎপাদন যে বৃদ্ধি ঘটিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই।

(২) দুইটী ধাতুমুদ্রা থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণে আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে অধিক। কারণ এক্ষণে একটিমাত্র ধাতুর প্রাপ্তব্যতার (availability) দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় না, উহা নির্দ্ধারিত হয় দুইটী ধাতুর প্রাপ্তব্যতার দ্বারা। সুতরাং দুইটী ধাতুর মিলিত সহযোগে মুদ্রার পরিমাণে আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) দুইটী ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দুইটী মানমুদ্রাকে পাশাপাশি প্রচলিত রাখা কষ্টকর। দুইটী মুদ্রার অস্তিত্ব থাকিলেই উহাদের মধ্যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা স্থিরীকৃত একটি রেশিও থাকিতে হইবে—ইহাকে মিণ্ট রেশিও বলা হয়। কিন্তু যে ধাতু হইতে এই মুদ্রা দুইটী নির্ম্মিত হয় উহার (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য) সাধারণ বাজারেও ক্রয় বিক্রয় হয় এবং সেই কারণে উহাদের সাধারণ বাজার দামও থাকে। সুতরাং বাজারে স্বর্ণের ও রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য (relative price) অনুযায়ী, উহার মূল্যের একটি বাজার রেশিও (market ratio) থাকে। দুইটি ধাতুমুদ্রার মধ্যে মিণ্ট রেশিও এবং বাজার রেশিও যতদিন সমান থাকে, ততদিন দুইটি মুদ্রাই সমভাবে প্রচলিত থাকিবে; যখনই বাজারে স্বর্ণ বা রৌপ্যের দামের পরিবর্ত্তনের দরুণ দুইটি ধাতুর বাজার রেশিও মিণ্ট্ রেশিও হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, তখনই দেখা যাইবে যে বাজার দামের তুলনায় মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে একটি ধাতুমুদ্রা অধিক মূল্যারোপিত (over-valued) এবং অপর মুদ্রাটী অল্প মূল্যারোপিত (under valued) হইয়া যাইবে; এবং জনসাধারণের মধ্যে লাভের স্বাভাবিক প্রলোভনের দরুণ, অধিক মূল্যারোপিত ধাতুমুদ্রাটিই মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকিবে এবং অল্প

মূল্যারোপিত ধাতুমুদ্রাটি মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে অন্তর্হিত হইবে। ধরা যাউক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে মিণ্ট-রেশিও হইল ১ : ১৬ কিন্তু বাজারে স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়া বাজার রেশিও হইয়া গিয়াছে ১ : ১৫। এক্ষেত্রে বাজারে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের দাম হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম অধিকই রাখা হইয়াছে (gold is overvalued in the mint)। এক্ষেত্রে মুদ্রা হিসাবে সকলেই স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিবে—কেহই মুদ্রা প্রদানকালে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিবে না; কারণ আসলে বাজারে স্বর্ণের দাম কম, রৌপ্যের দাম অধিক। অধিকন্তু জনসাধারণ বাজারে ১৫টি রৌপ্যখণ্ডে একটি স্বর্ণ খণ্ড পাইবে এবং ঐ একটি স্বর্ণখণ্ডের দ্বারা মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ১৬টি রৌপ্যখণ্ড পাইয়া, নীট একখানি রৌপ্যখণ্ড লাভ করিবে; মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণমুদ্রা জমা হইতে থাকিবে এবং রৌপ্যমুদ্রা বাহির হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ অধিক মূল্যারোপিত মুদ্রা হইবে নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং রৌপ্য (অল্প মূল্যারোপিত মুদ্রা) হইবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করিয়াছে দেখা যাইবে।

মিণ্ট-রেশিও ও বাজার রেশিওর মধ্যে পার্থক্য ঘটিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে বিশেষ অনিশ্চয়তা ও গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক খরিদ্দার এবং দেনাদার অধিক মূল্যারোপিত মুদ্রার দ্বারা (বাজারে ঐ মুদ্রার দাম কম) মুদ্রা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইবে; অপর পক্ষে প্রত্যেক দোকানদার এবং প্রত্যেক পাওনাদার অল্প মূল্যারোপিত মুদ্রার দ্বারা (বাজারে ঐ মুদ্রার দাম অধিক) মুদ্রা গ্রহণের দাবী করিবে। আবার মুদ্রা লইয়া স্পেক্যুলেশনও সুরু হইবে। কারণ অনেকেই মনে করিতে পারে, আজ যে মুদ্রার মূল্য অধিক, ভবিষ্যতে উহার মূল্য কমিতে পারে এবং বর্ত্তমানে যাহার মূল্য কম, ভবিষ্যতে উহার মূল্য অধিক হইতে পারে।

দ্বিধাতুমানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—

বাজার রেশিও ও মিণ্ট্ রেশিওর পার্থক্যের যে সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়া থাকে—প্রকৃতপক্ষে ঐ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে দুইটী ভিন্ন দেশের মধ্যে। একই দেশের মধ্যে বাজার রেশিও ও মিণ্ট রেশিওর পার্থক্য ঘটিতে পারে না।‡ কারণ একই দেশের মধ্যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ যতদিন একটি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে ১৬টী রৌপ্যমুদ্রা দিতে প্রস্তুত থাকিবেন, ততদিন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তিই বা কোন ব্যবসায়ী অপর কাহাকেও ১৫টী রৌপ্যমুদ্রা লইয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা দিবে না (কারণ সে তো সরকারের নিকট হইতেই ১টি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ১৬টী রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিতে পারিবে)। কিন্তু দুইটী

‡ Monetary Theory—G. N. Halm. P. 109.

ভিন্ন দেশের মধ্যে রেশিওর পার্থক্যের উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মুদ্রা একটি দেশ হইতে অপর দেশে চালান হইয়া যাইবে। ধরা যাউক 'ক' দেশে মিণ্ট্ রেশিও হইল ১ : ১৬ কিন্তু 'খ' দেশে ঐ রেশিও হইল ১ : ১৫ ; এক্ষেত্রে 'খ' দেশের তুলনায় 'ক' দেশে রৌপ্যের হিসাবে স্বর্ণের দাম অধিক। এমতাবস্থায় 'খ' দেশ হইতে স্বর্ণ 'ক' দেশে চালান হইয়া যাইবে। কিছুকাল পরেই 'খ' দেশে স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্ব আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দ্বিধাতুমান সাফল্যজনকভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উহা একসাথে গৃহীত হয় এবং যদি প্রত্যেক দেশে একই মিণ্ট্-রেশিও ধার্য্য হয়।†

স্বর্ণমান—Gold standard

দেশের মানমুদ্রার মূল্য যখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সহিত সমান রাখা হয়, তখন মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান (gold standard) বলা হয়। মানমুদ্রার মূল্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের এই সমতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) গ্রহণ করিয়া থাকেন মুদ্রা কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্ব পালন করেন, একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হারে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া ; স্বর্ণের বিনিময়ে তাঁহারা মুদ্রা প্রদান করেন এবং মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদান করেন।

বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান—Different types of gold standard

(১) **স্বর্ণ প্রচলন মান** (Gold Circulation Standard)—স্বর্ণ প্রচলন মানে মানমুদ্রা স্বর্ণ দ্বারাই নির্ম্মিত থাকে—মুদ্রা স্বয়ং যখন স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় তখন উহার মূল্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমতা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের সভ্রেণ ১২৩,২৭৪৪৭ গ্রেণের সমান ছিল এবং ফ্রান্সের ফ্র্যাঙ্ক ছিল ৪,৯৭৮০৬ গ্রেণের সমান, অর্থাৎ ঐ মুদ্রাগুলিতে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। দেশের মধ্যে অপর যে সকল মুদ্রা থাকে সেগুলি এই স্বর্ণ মুদ্রায় পরিবর্ত্তনযোগ্য—যে কেহ কাগজীমুদ্রা লইয়া যাইবে তাহাকেই মুদ্রা কর্তৃপক্ষ উহার পরিবর্ত্তে সমমূল্যের ধাতুমুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবেন। মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণধাতুকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করিতে এবং স্বর্ণমুদ্রাকে স্বর্ণধাতুতে পরিণত করিতে বাধ্য থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা ক্রয়

†"Assuming, however, the international adoption of bimetallism on a common mint ratio would be secured anyhow, since divergencies between market and mint ratio would now be impossible for the world as a whole."—G.N. Halm,—Monetary Theory P. 111.

করিবেন আবার মুদ্রার দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিবেন। যে কেহ মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা লইতে পারিবে (এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন) অথবা মুদ্রা দিয়া স্বর্ণ লইতে পারিবে (এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন)। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার স্বর্ণ ও মুদ্রার মধ্যে যে বিনিময় হার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন স্বর্ণধাতুর (gold bullion) মূল্য তাহা হইতে পৃথক হইতে পারে না—অর্থাৎ স্বর্ণের মূল্য স্থির থাকিবে, বৃদ্ধিও পাইবে না হ্রাসও পাইবে না। অবশ্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষ যে মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিবেন এবং যে মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিবেন উহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে—তবে এই পার্থক্য খুবই সামান্য। ইংলণ্ডে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ ক্রয় করিতেন আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেঃ দরে এবং স্বর্ণ বিক্রয় করিতেন ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০॥ পেঃ দরে—ক্রয় দর অপেক্ষা বিক্রয় দর ছিল মাত্র ১॥ পেন্স অধিক। কিন্তু উহার দ্বারা দেশের মধ্যে স্বর্ণের মূল্য মোটামুটি স্থির থাকিত, স্বর্ণের দাম আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেন্সের কম অথবা ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০॥ পেন্সের অধিক হইতে পারিত না। অধিকন্তু এইরূপ মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণের অবাধ রপ্তানী ও আমদানী থাকে, যে কেহ বিদেশে স্বর্ণ চালান দিতে পারে অথবা বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্বর্ণ মান এই স্বর্ণ প্রচলন মানরূপে (Gold Circulation Standard) বর্ত্তমান ছিল।

(২) **স্বর্ণধাতু পিণ্ডমান** (gold bullion standard)—স্বর্ণধাতু পিণ্ডমানের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে না, স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মান করাই প্রয়োজন হয় না। আভ্যন্তরীণ লেনদেনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হয় না; নিদর্শক মুদ্রাই ব্যবহৃত হয় ; দেশের মধ্যে প্রচলিত থাকে কাগজী মুদ্রা বা নোট এবং বিভিন্ন খুচরা ধাতুমুদ্রা (subsidiary coins)। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত না হইলেও স্বর্ণের সহিত মান মুদ্রার সমতা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ মান মুদ্রাকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমানরূপে ঘোষণা করা হয়। দেশের মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ ঐ সমতার হারে কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণধাতু পিণ্ডে এবং স্বর্ণ ধাতু পিণ্ডকে কাগজী মুদ্রাতে পরিণত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন এবং সেইরূপ ব্যবস্থা রাখেন। স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে পরিবর্ত্তন যোগ্যতা থাকে এবং কত পরিমাণ স্বর্ণ কত সংখ্যক মুদ্রার সমান বিবেচিত হইবে তাহার একটি নির্দ্ধারিত হার থাকে। অর্থাৎ স্বর্ণ ধাতুপিণ্ড মানেও মুদ্রা কর্তৃপক্ষ একটি নির্দ্ধারিত হারে মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করেন, তবে সে মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা নহে কাগজী মুদ্রা এবং সে স্বর্ণও স্বর্ণ-

মুদ্রা নহে, স্বর্ণ ধাতুর খণ্ড। তবে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ একটি ন্যূনতম পরিমাণ স্বর্ণ উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন, যে উহার কম পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কয়েক বৎসর পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল, কিন্তু স্বর্ণ প্রচলনমানে নহে, স্বর্ণধাতুপিণ্ডমানে। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণ ধাতুপিণ্ডমান গ্রহণ করিয়াছিল—ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড ন্যূনপক্ষে ৪০০ শত আউন্স স্বর্ণ ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০৷৷ পেন্স আউন্স প্রতি) দরে বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স্বর্ণ ধাতুপিণ্ডমানের সুবিধা হইল যে অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন লেন-দেনের কার্যে ব্যবহৃত হইয়া দেশের স্বর্ণ সঙ্গতির ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে না। দেশের মুদ্রার উপরে জনসাধারণের আস্থা এক্ষণে আর স্বর্ণ সমর্থনের (gold backing) উপর নির্ভরশীল নহে। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সমান ভাবে কার্য্যকরী। শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হয়—বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয় অথবা বিদেশ হইতে আনীত স্বর্ণকে কাগজী মুদ্রাতে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য স্বর্ণ ধাতুপিণ্ড-মান সুষ্ঠুভাবেই সাধন করে।

(৩) **স্বর্ণ বিনিময় মান**—(Gold Exchange Standard)—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে কোন কোন দেশে আর এক পর্য্যায়ের স্বর্ণমান গৃহীত হইয়াছিল। উহা স্বর্ণ বিনিময় মানরূপে পরিচিত। স্বর্ণ বিনিময় মানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত থাকে না, দেশের মধ্যে লেন-দেনের জন্য যাহা প্রচলিত থাকে তাহা হইল, নিদর্শক মুদ্রা। কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্তন যোগ্য ; অবশ্য এই পরিবর্তন যোগ্যতা থাকে প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষভাবে। দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ মুদ্রার পরিবর্তে এরূপ একটি বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করেন যাহা সংশ্লিষ্ট বিদেশে সরাসরিভাবে স্বর্ণে পরিবর্তন যোগ্য। কাহারও যদি বৈদেশিক সামগ্রীর মূল্য পরিশোধের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে দেশের মুদ্রার বিনিময়ে একটি বৈদেশিক মুদ্রা পাইবে এবং ঐ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ পাইবে। অবশ্য কত পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা কতপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহা নির্দ্ধারিত করা থাকে এবং এ সম্পর্কে সেই বৈদেশিক মুদ্রাই নির্দ্ধারিত হয় যে মুদ্রা সংশ্লিষ্ট বিদেশে নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিবর্তন যোগ্য। সুতরাং স্বর্ণ বিনিময় মানের

মধ্যে, দেশীয় মুদ্রার দ্বারা স্বর্ণ পাওয়া যায়, তবে সরাসরিভাবে নহে, অপর কোন একটি স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে। *

স্বর্ণ বিনিময় মানের সুবিধা হইল দৈনন্দিন ব্যবহারে স্বর্ণের কোন অপচয় ঘটে না, বৃহৎ পরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা হইবে, ঐ বৈদেশিক মুদ্রা কিছু পরিমাণে রিজার্ভ রাখিয়া দিলেই হইবে।

স্বর্ণমানের গুণাপগুণ—Merits and Defects of Gold Standard

গুণ:—(১) স্বর্ণমান আভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিরতা (stability of the internal pricelevel) বজায় রাখে। স্বর্ণ হইল বহুকাল স্থায়ী, অথচ প্রতিবৎসর স্বর্ণের যে উৎপাদন ঘটে তাহা মোট স্বর্ণ পরিমাণের একটি নগন্য অংশ মাত্র। সুতরাং বাৎসরিক স্বর্ণোৎপাদনের তারতম্যে মোট স্বর্ণ পরিমাণে উল্লেখযোগ্য কোনই পরিবর্তন হয় না। স্বর্ণের পরিমাণে পরিবর্তন সম্ভব নহে বলিয়া মুদ্রার পরিমাণ ইচ্ছামত হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে এবং সেই কারণে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। দামস্তর স্থির রাখা সম্পর্কে স্বর্ণমানের এই বিশেষ সুবিধা দামস্তর বৃদ্ধির প্রতিরোধ ক্ষেত্রেই অধিকতর অনুভূত হয়; অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচার করিয়া বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি করা মুদ্রা কর্তৃপক্ষের একটি স্বাভাবিক প্রলোভন। স্বর্ণমানের আওতায় এই প্রলোভন ক্রিয়া কবিবার যথেষ্ট অবকাশ পায় না। স্বর্ণমানে দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ মুদ্রাকে—সে আভ্যন্তরীণ মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাই হউক বা কাগজী মুদ্রাই হউক—স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, উহার স্বর্ণের পরিবর্তন যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য (to maintain its conveitibility into gold) উহার সমর্থনে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ না পাইলে অধিক পরিমাণে মুদ্রা সৃষ্টি করিতে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ কিছুতেই সক্ষম হন না।

(২) একটি দেশের মুদ্রা অপর দেশে অচল; অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় এবং কর্জ্জ লেন দেন হইয়া থাকে এবং সেই কারণে একাধিক দেশের মুদ্রার মধ্যে পরস্পর বিনিময় করিবার প্রয়োজন হয়। দুইটি দেশের মুদ্রা বিনিময় করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দুইটী মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হারের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার যদি পরিবর্তন হইতে থাকে

*অন্যান্য দেশে স্বর্ণ বিনিময় মান যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যবস্থা হইলেও আমাদের দেশে এই মুদ্রামান যুদ্ধের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে ইহার অবসান ঘটিয়াছিল। লেখক প্রণীত "ভারতীয় অর্থনীতি" দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৮৩-৯০।

তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) এবং আন্তর্জ্জাতিক কর্জ্জ লেন দেন (International Loans) গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়। স্বর্ণমানের গুণরূপে দাবী করা হয় যে ইহা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার সমান রাখে। স্বর্ণ হইল একটি আন্তর্জ্জাতিক সামগ্রী—বহন খরচা (cost of transport) বাদে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের মূল্য প্রায় সমান। স্বর্ণমানের আওতায় প্রত্যেক দেশের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত; দুইটী বস্তু যদি কোন একটি অভিন্ন বস্তুর সমান হয় তাহা হইলে উহারা নিজেদের মধ্যেও সমান হইবে। আমেরিকার একটি ডলার যতটুকু স্বর্ণের সমান ফ্রান্সের ৫টী ফ্রাঁঙ্ক যদি তত পরিমাণ স্বর্ণের সমান হয়, তাহা হইলে ডলার ও ফ্রাঁঙ্কের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ ডঃ : ৫ফ্রাঁঃ।

(৩) স্বর্ণমানের সুবিধারূপে আরও দাবী করা হয় যে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে সমতা উপস্থিত হয় এবং স্বর্ণমান একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থারূপে নিজেকেই নিজে পরিচালিত করে। ধরা যাউক দুইটী স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশ আছে 'ক' এবং 'খ'; ইহাদের প্রত্যেকের মোট মুদ্রাসমষ্টি স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ রিজার্ভের দ্বারা নির্দ্ধারিত। ধরা যাউক 'ক' দেশে সামগ্রীর দামস্তর 'খ' দেশের তুলনায় বৃদ্ধি পাইল, এক্ষেত্রে 'খ' দেশ 'ক' দেশে মাল অধিক রপ্তানী করিবে এবং 'ক' দেশ হইতে কম মাল আমদানী করিবে (যেখানে দাম বেশী সেখানে সকলে বিক্রয় করিতে চাহে, সেখান হইতে কেহ কিনিতে চাহে না)। সুতরাং দেনাদার দেশরূপে 'ক' দেশ 'খ' দেশে অধিক স্বর্ণ অর্থাৎ মুদ্রা, প্রেরণ করিবে; এক্ষেত্রে 'ক' দেশে মুদ্রা কমিবার দরুণ দামস্তর কমিবে এবং 'খ' দেশে মুদ্রা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বেকার সমতার অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

অপগুণ:

(১) স্বর্ণমান যে আভ্যন্তরীণ দামস্তর অপরিবর্ত্তিত রাখিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই—স্বর্ণের সহিত মুদ্রাসমষ্টির সংযোগ স্থাপিত থাকিলেই যে মুদ্রা পরিমাণের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মোট স্বর্ণের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত এবং স্বর্ণের বাৎসরিক উৎপাদন প্রচলিত পরিমাণের একটি নগণ্য অংশ মাত্র, ইহা সত্য। কিন্তু মুদ্রাসমষ্টি যাহার উপর নির্ভরশীল তাহা স্বর্ণের মোট পরিমাণ নহে, কেবলমাত্র মুদ্রারূপে ব্যবহৃত স্বর্ণের পরিমাণ। সুতরাং স্বর্ণের মোট পরিমাণ অপরিবর্ত্তিতই আছে অথচ মুদ্রাহিসাবে ব্যবহারযোগ্য স্বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ ঘটা একান্তই স্বাভাবিক এবং ঐরূপ ঘটিলে স্বর্ণমান সত্ত্বেও মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অধিকন্তু স্বর্ণ উৎপাদনের ইতিহাস

দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে গত একশত বৎসরের মধ্যে উহা এক এক সময়ে এক এক রূপ হইয়াছে এবং প্রয়োজনের সহিত উহা তাল রাখিতে পারে নাই। আর যদিই বা স্বর্ণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিত, তাহা হইলেও উহা দেশের পক্ষে হিতকর হইত না, কারণ পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনশীল মুদ্রাসমষ্টির প্রয়োজন; স্বর্ণমান কিন্তু মোটামুটি অপরিবর্তনশীল মুদ্রাসমষ্টিরই ব্যবস্থা করে। অথচ বৎসরে যে অনুপাতে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় স্বর্ণের পরিমাণ যদি ঠিক সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে মুদ্রা সমষ্টির হয় বাড়তি অথবা ঘাটতি হইবে এবং সেই কারণে দামস্তরের বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের প্রবণতা দেখা যাইবে। [..."an expanding progressive world needs an expanding supply of currency, and if the annual percentage increment to the gold stock does not equal the annual percentage increase in the demand for currency, there will tend to be either an excess or a deficiency of currency, and hence a tendency to rising or falling prices." Crowther]

(২) স্বর্ণমান যে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখিবে এরূপও কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণমানের আওতায় বিনিময় হারের স্থিরতা থাকিবার হেতু হইল যে যদি কোন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এরূপ হয় যে স্বর্ণানুপাতিক বিনিময়হারে (mint par) চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না তাঁহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার ঐ বাড়তি চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব বিনিময় বাজারের (Exchange market) নিকট হইতে সাধারণ স্বর্ণের বাজারে চলিয়া যায়। এই ভাবেই বৈদেশিক বিনিময় বাজারে (foreign exchange market) কোন বিশেষ মুদ্রার চাহিদা ও যোগানে সমতা রাখা হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া পদ্ধতি নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর,— মুদ্রা কর্তৃপক্ষ যে কোন পরিমাণে কিন্তু নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে নিয়তই প্রস্তুত থাকিবেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মৌলিক পার্থক্য ঘটিলে মুদ্রা কর্তৃপক্ষের উপর যেরূপ ক্রমাগত স্বর্ণের দাবী পড়িবে, কোন দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষই অধিককাল সেই ক্রমাগত স্বর্ণের দাবী সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন না। ঐরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

(৩) স্বর্ণমান ততক্ষণ সাফল্যজনকভাবে চলিবে যতক্ষণ দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ অপর সকল বিবেচনা এবং সকল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তমনে কেবলমাত্র স্বর্ণমানেরই ভজনা করিবে। ["But the Gold standard is a jealous gold. It will work provided it is given exclusive devotion"—Crowther]

কিন্তু স্বর্ণমান বজায় রাখিবার জন্য যে কার্য্য করা প্রয়োজন সে কার্য্য হয়তো দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। স্বর্ণমান ক্রীড়ার সঠিক নিয়মানুযায়ী কোন দেশই ক্রীড়ায় যোগদান করিতে সম্মত হয় না —কোন দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নির্বিকারভাবে স্বর্ণ আমদানী এবং স্বর্ণ-রপ্তানী নিরীক্ষণ করে না।

Questions & Hints

1. What is money ? (B.A 1950) "Money is what money does." Explain the statement (B.A. 1950 ; All. 1940; Pat '45) What is money ? Give an account of its different functions. (Cal. B.A. 1954) [পৃঃ ২৮৩-২৮৫]

2. The following classification of money is given in your text book—1. Standard Money 2. Representative Money 3. Credit Money (a) Token Money (b) Government Money (c) Bank notes. 4. Fiat Money. Explain and illustrate this classification (B.A. 1942 ; 1952) Give a brief account of the different forms of currency. (B.Com. 1949) [পৃঃ ২৮৬-২৮৭]

3. What is Gresham's Law ? Point out the different forms of its application and the conditions essential to its operation. (B.A. 1943,1948 ; Agra '42. Nag. '41) [পৃঃ ২৯০-২৯৩]

4. What is inconvertible paper money ? What are its defects ? (All. 1940 ; Nag '42) [পৃঃ ২৮৮-২৯০]

5. What do you understand by value of money ? How is the value of money determined ? (B.A. 1939) [পৃঃ ২৯৪, ২৯৫-৯৮, ৩০২-৩০৩]

6. Explain what is meant by the quantity theory of money ? (B.A. 1938) Discuss the relation between supply of money and the level of prices (B.Com. 1939). Give a critical estimate of the quantity theory of money (Dec. '41 ; Agra '42 Nag. '43) [পৃঃ২৯৫-৯৮, ৩০০-৩০১]

7. Why does the value of money fluctuate from time to time ? (B.Com.1938) Examine the factors on which the value of money depends (Cal. B. Com. 1954) [পৃঃ ২৯৫-৯৮, ৩০২-৩০৩]

8. Indicate the factors that determine the general price level in a country. (B.A. 1944 ; B. Com. 1952). Examine the factors on which the value of money depends (Cal. B.Com. 1953 ; B.A. 1953) [পৃ: ২৯৫-৯৮, ৩০২-৩]

9. "It is clear that the demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the liquidity preference way. There are however links between the two."—(Cairncross) Explain the statement. [পৃ: ২৯৯-৩০০]

10. Analyse the causes which determine the velocity of circulation of money (Cal. B.Com. 1953) [পৃ: ২৯৫-৯৮]

11. How would you measure changes in the general level of prices ? (B.Com. 1941, '47) [পৃ: ৩০৩-৫]

12. Examine the difficulties you have to ace in constructing an index number showing changes in the purchasing power of money (B.Com. 1951) [পৃ: ৩০৫-৭]

13. What is inflation ? Discuss its effects. (B. A. 1946.) [পৃ: ৩০৭ ৯]

14. What are the evils of inflation ? What measures would you recommend to check it effectively ? (B.A. 1949) [পৃ: ৩০৭-৯]

15. What is meant by inflation of currency ? Examine the effect of inflation on pricelevel, production and distribution. (B.Com. 1941, 1948, 1952 ; B.A. 951) [পৃ: ৩০৭-৯]

16. Explain what you understand by inflation and deflation : (Discuss the influence of unbalanced budg on prices). (B.A. 1936) [পৃ: ৩০৭-৯]

17. Carefully examine the economic effects of rising and falling prices (B.A. 1937 ; Dac. '40, Agra '41) [পৃ: ৩০৭-১০]

18. What do you understand by Bimetallism ? Examine its advantages and disadvantages. (B.A. 1937). Explain the difficul-

ties of maintaining in circulation together two metals at a Mint ratio different from their bullion ratio (B.Com. 1939)

[পৃঃ ৩১০-১৪]

19. When is a country said to be on the gold standard ? "There are degrees of gold standard." Illustrate the statement (B. Com. 1939, 1940, 1942, 1947) [পৃঃ ৩১৪-১৭]

20. What do you understand by the Gold Bullion standard and the Gold Exchange standard ? (B. A. 1940, 1947)

[পৃঃ ৩১৪-১৭]

21. Discuss the merits and defects of the Gold standard (B.Com. 1944, 1946) [পৃঃ ৩১৭-২০]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও কর্জ্জ

Banking and Credit

১

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে—What a Bank is

যে প্রতিষ্ঠানের নিকট জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত মুদ্রা গচ্ছিত রাখে এবং জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যাহার নিকট হইতে কর্জ্জ—গ্রহণের জন্য মুদ্রা লইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যাঙ্ক বলা হয়। এক শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অপর শ্রেণীকে ঐ ঋণ সরবরাহ করা ইহার কার্য্য ; কিন্তু এই কার্য্যই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য নহে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য হইল মুদ্রা সৃষ্টি ; এক্ষেত্রে মুদ্রা শব্দটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—অর্থাৎ এরূপ কিছু যাহা ঋণ পরিশোধের বস্তুরূপে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক সেয়ার্স বলেন "ব্যাঙ্ক নিছক মুদ্রার প্রদাতা নহে, পরন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ইহা মুদ্রার স্রষ্টাও বটে"। ["Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense, manufacturers of money"—Sayers]

ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—Functions of a bank

(১) জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত মুদ্রা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারে—জনসাধারণের সঞ্চয় আমানতরূপে গ্রহণ করা হইল ব্যাঙ্কের কার্য্য। ব্যাঙ্ক যে আমানত গ্রহণ করে উহা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব তাহাকে বহন করিতে হয়। পরিশোধের পদ্ধতি অনুযায়ী আমানতের মধ্যে বিভাগ করা হইয়া থাকে। এক পর্য্যায়ের আমানত আছে যাহা সময় নির্দ্ধারিত বা স্থায়ী আমানত (time or fixed deposit)। এই ধরণের আমানত আমানতকারী একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর তবেই উঠাইয়া লইতে পারিবে ; উহা উঠাইবার জন্য পূর্ব্বে নোটিশ প্রদান করিতে হয়। আর এক পর্য্যায়ের আমানত আছে, যাহা আমানতকারী নিজ অভিরুচি অনুযায়ী উঠাইয়া লইতে পারে। দাবী মাত্রই উহা প্রত্যর্পণ করিতে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত থাকে। ইহাকে বলা হয় চল্‌তি বা দাবী আমানত current or Demand Deposit.

(২) জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ-ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়া থাকে। কোন কোন ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহ করে আবার

কোন কোন ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ ঋণ প্রদান করে সরকারকে। কোন ব্যাঙ্ক হয়তো শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সরকার উভয়কেই ঋণ প্রদান করে। ব্যক্তিবিশেষকেও ঋণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৩) ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে প্রধানতঃ হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (discunting bills of exchange)। ব্যবসায়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাল বিক্রেতাগণ মালের ক্রেতাকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে মাল বিক্রয় করে—ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর মাল ক্রয়কারী বিক্রেতাকে উহার মূল্য প্রদান করিবে। যে দলিলের মাধ্যমে কর্জ্জ বিক্রয়ের এই বন্দোবস্ত পাকা করা হয়—যে দলিলটী মাল ক্রয়কারীর ঋণ পরিশোধের বাধ্যকতা বহন করে, তাহাই হুণ্ডিরূপে পরিচিত। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মাল বিক্রয়কারীর যদি অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে হুণ্ডিখানি লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট যায়। ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডিটী রাখিয়া দিয়া উহাতে লিখিত মুদ্রার পরিমাণ মাল ক্রয়কারীকে প্রদান করে—অবশ্য উহা হইতে নিজের পারিশ্রমিকরূপে কিছু পরিমাণ মুদ্রা কাটিয়া রাখে। এই কাটিয়া রাখা অংশ হইল ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সুদ। ব্যাঙ্ক এই ভাবে হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দেয়, হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার মধ্য দিয়া উহা প্রকৃত পক্ষে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

(৪) "দাদন" রূপেও (advance) ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করিতে পারে অথবা শুধু ব্যক্তিগত জামিনে দাদন করা যাইতে পারে। 'বাড়তিটান' (overdraft) প্রদান করাও ব্যাঙ্কের কার্য্য; বাড়তি টান ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের একটি রূপ। একজন আমানতকারী যত পরিমাণ মুদ্রা আমানত রাখিয়াছে ব্যাঙ্ক তাহাকে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মুদ্রা উঠাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে। এই বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার ক্ষমতার নাম হইল 'বাড়তিটান' (overdraft)।

(৫) কাগজী নোট প্রচার করা ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। এক সময় ছিল যখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্কই কাগজী নোট প্রচার করিতে পারিত, কিন্তু কাগজী নোট প্রচারের ক্ষমতা অপব্যবহৃত হইবার দরুণ সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের উপর এই ক্ষমতা বর্ত্তমানে অর্পিত থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারী যে ব্যাঙ্ক গঠিত হয় তাহার উপরেই অধুনা নোট প্রচারের ক্ষমতা অর্পিত থাকে।

(৬) নোট প্রচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি আর একভাবে মুদ্রা সৃষ্টি করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি শুধুই যে অপরের নিকট হইতে মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া আমানত তৈয়ারী করে তাহা নহে, অপরকে ঋণ দিয়াও উহার আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানত যাহাদের নামে সৃষ্ট হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে

ব্যাঙ্কের নিকট খাতক (debtor)। কিন্তু যেহেতু খাতকগণ এই আমানত কিছু কিছু করিয়া উঠাইয়া লইয়া ব্যয় করিতে পারে, সেহেতু উহা সমাজের মধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতারূপে কার্য্যকরী হয়। ব্যাঙ্ক যে শুধুই 'ক' এর অর্থ 'খ' কে প্রদান করে তাহাই নহে, উহারা ঋণ সৃষ্টির দ্বারা মুদ্রা—সৃষ্টি করিতে পারে; অবশ্য ব্যাঙ্কের মুদ্রা সৃষ্টির এই ক্ষমতা সীমাহীন নহে।

(৭) উপরোক্ত কার্য্যগুলি ব্যতীত কয়েকটি বিবিধ কার্য্যও ব্যাঙ্কের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণ পত্র বিক্রয় এবং সরকারী ঋণের তত্ত্বাবধান করে; অপরাপর ব্যাঙ্ক সমূহ মক্কেলদের পক্ষ হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় বিক্রয় করে, জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করে।

বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট—Balance sheet of Commercial Banks

ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ এবং মূল প্রকৃতি, উহার ব্যালান্স শীটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি হইতে যথাযথ উপলব্ধি করা যায়। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটের মধ্যে এক দিকে থাকে দায় (liabilities) আর এক দিকে থাকে সম্পত্তি (assets)। 'দায়' হইল সেই বিষয়গুলি যেগুলির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্ককে কাহাকেও না কাহাকেও মুদ্রা প্রদান বা প্রত্যর্পণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই বিষয়গুলি যে গুলির জন্য ব্যাঙ্ক অপর কাহারও নিকট হইতে মুদ্রা পাইবার অধিকারী থাকে। ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির বিষয়গুলি হইল এইরূপ :

দায় (Liabilities)	সম্পত্তি (Assets)
আদায়ী মূলধন (Paid up capital)	হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নগদ (Cash in hand and at central bank)
রিজার্ভ ফাণ্ড (Reserve funds)	চাহিবার মাত্রই প্রাপ্য এবং স্বল্প মেয়াদী মুদ্রা (Money at call and short notice)
অবণ্টিত মুনাফা (Undivided profits)	বাট্টাকৃত হুণ্ডি (Bills discounted) দাদন ঋণ (Advances, loans etc)
হুণ্ডি স্বীকার (Acceptances)	সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ (Investments in government securities)
আমানত (Deposit)	বণ্ড, ষ্টক প্রভৃতিতে বিনিয়োগ (Other investments in bonds, stocks etc)
	হুণ্ডি স্বীকৃতি পরিপূরক(Cover for Acceptances)
	গৃহাদি এবং বিবিধ (Premises and sundry)

দায়—সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তির দ্বারা প্রথমে কারবারে লিপ্ত হয়, তাহা ব্যাঙ্ক সংগ্রহ করে কিছুটা অংশীদার এবং কিছুটা আমানতকারীদিগের নিকট হইতে। অংশীদারগণ ব্যাঙ্কে যে পুঁজি সরবরাহ করে তাহাই আদায়ী মূলধনরূপে পরিচিত—যে পুঁজি প্রকৃতপক্ষে অংশীদারদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে, নিছক প্রতিশ্রুত নহে। অংশীদারদিগের দ্বারা প্রদত্ত পুঁজি, যে কোন যৌথপুঁজি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই, অংশীদারদিগের নিকট প্রতিষ্ঠানটির ঋণরূপে গণ্য করা হয়; ব্যাঙ্কের পক্ষেও উহাই প্রযোজ্য। রিজার্ভ ফাণ্ড যাহাকে বলা হয় তাহা ব্যাঙ্ক পূর্ব্বেকার মুনাফা হইতে জমাইয়া রাখে—সুতরাং উহা হইল সেই পরিমাণ মুদ্রা যাহা অংশীদার দিগের প্রাপ্য কিন্তু তাহাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। অবণ্টিত মুনাফাও ভবিষ্যতে অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টনযোগ্য, সুতরাং উহাও অংশীদারদিগের নিকট ব্যাঙ্কের দায়। হুণ্ডি স্বীকার করিয়াও ব্যাঙ্ক দায় বহন করে। মাল বিক্রেতা যখন মাল ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করিয়া হুণ্ডি কাটে তখন ঐ হুণ্ডি কেবল ক্রেতাই স্বীকার করে না, ক্রেতার পক্ষ হইতে কোন ব্যাঙ্ককেও উহাতে স্বীকৃতি সূচক স্বাক্ষর প্রদান করিতে হয়। ব্যাঙ্ক এইরূপে হুণ্ডি স্বীকারের দ্বারা হুণ্ডিতে লিখিত পরিমাণমত দায় গ্রহণ করে কারণ মাল ক্রেতা যদি ঋণ পরিশোধ করিতে অর্থাৎ হুণ্ডির পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে উহা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমানতকারীদিগের নিকট ব্যাঙ্কের দায়ই, মোট দায়ের মধ্যে সর্ব্বাধিক অংশ। ব্যাঙ্ক যখন আমানত গ্রহণ করে, তখন সে আমানত প্রত্যার্পণেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সম্পত্তি—অংশীদার এবং আমানতকারীর নিকট হইতে যে অর্থ ব্যাঙ্ক লাভ করে তাহার কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাই ব্যাঙ্কের সম্পত্তির হিসাব প্রদর্শন করে। আমানতকারীগণ, বিশেষ করিয়া চল্‌তি আমানতকারীগণ যে কোন সময়েই আমানত উঠাইয়া লইতে পারে, সুতরাং উহার জন্য ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা ব্যাঙ্ক সেই কারণে হাতে রাখিয়া দেয়, বিপদের সময়ে আত্মরক্ষার উহাই তাহার প্রথম হাতিয়ার। অবশ্য প্রতিদিন যেরূপ কিছু পরিমাণ মুদ্রা আমানতকারীগণ টানিয়া লইতেছে, সেইরূপ কিছু পরিমাণ মুদ্রা অপর আমানতকারীগণ প্রদানও করিতেছে। ব্যাঙ্ক এই আদান প্রদানের অনুপাত অনুমান করিয়া হাতে নগদ রাখিয়া দেয়। ইহা হইল ব্যাঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি—অর্থাৎ যাহার উপর ব্যাঙ্কের পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। উহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট প্রত্যেক যৌথপুঁজি ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ আমানত রাখিয়া দেয়। ব্যাঙ্কের

গচ্ছিত মুদ্রা আমানতকারী চেকের সাহায্যে অপর কাহাকেও প্রদান করিতে পারে; যাহাকে প্রদান করা হইল সে উহা তাহার নামে তাহার ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিতে পারে। যে ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটা হইল এবং যে ব্যাঙ্কে উহা জমা দেওয়া হইল ঐ দুইটী ভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে পারে। এই ভাবে একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক জমা করিতেছে, আবার অপর ব্যাঙ্কটীও প্রথম ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক জমা করিতেছে। ক্লীয়ারিং হাউসে ব্যাঙ্কসমূহের পরস্পরের উপর এই দাবী কাটাকুটি করিয়া লওয়া হয় এবং নীট দেনাদার ব্যাঙ্ক তাহার পাওনাদার ব্যাঙ্ককে অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত তাহার আমানতের উপর চেক্ কাটিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত মুদ্রা নগদ মুদ্রারূপেই গণ্য। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত—ইহাকে "রিজার্ভ-রেশিও" (Reserve ratio) বলা হয়; সাধারণতঃ এই রিজার্ভ রেশিও থাকে মোট আমানতের শতকরা ১০।১১ ভাগ। সম্পত্তির আর এক পর্য্যায় হইল চাহিবামাত্র প্রাপ্য এবং স্বল্পমেয়াদী নোটিশে প্রাপ্য মুদ্রা। চাহিবামাত্র প্রাপ্য মুদ্রা দিন হিসাবে ঋণ দেওয়া থাকে—প্রধানতঃ বিল ব্রোকারদের এই ঋণ প্রদান করা হয়। যেদিন এই ঋণ দেওয়া হয়, পরের দিনই উহা ফিরৎ চাওয়া যাইতে পারে এবং উহার সুদের হারও থাকে খুব অল্প। আর এক প্রকারেব ঋণ ব্যাঙ্কগুলি দিয়া থাকে যেগুলির মেয়াদ অনধিক দুই সপ্তাহের জন্য, ইহা স্বল্প নোটিশে প্রাপ্তব্য মুদ্রা (money at short notice)। বাট্টাকৃত হুণ্ডিও (discounted bills) ব্যাঙ্কের সম্পত্তি-সমষ্টির অন্যতম উপকরণ, কারণ ব্যাঙ্ক যে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়াছে সেই হুণ্ডির মেয়াদ সম্পূর্ণ হইলে সে উহা মাল ক্রয়কারী খাতকের নিকট উপস্থাপিত করিয়া উহার দরুণ মুদ্রা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। দাদন ও ঋণ (advance and loans) হইল ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ঋণ—সাধারণতঃ ওভারড্রাফ্‌টের মাধ্যমে এইরূপ ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণ খুব বেশীদিনের জন্য প্রদান করা হয় না—ইহার মেয়াদ সাধারণতঃ ছয় মাস। প্রয়োজন বোধে নূতনীকরণের (renewals) দ্বারা ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সরকারী এবং বেসরকারী সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সঞ্চিত বিনিয়োগ করিয়া থাকে—এই বিনিয়োগ তাহাদের সম্পত্তি। এই সিকিউরিটি ও বণ্ড হইতে আয় হইয়া থাকে; আবার প্রয়োজন বোধে এইগুলিকে বিক্রয়ও করা যায়। ব্যাঙ্কের নিজস্ব গৃহ যদি থাকে তাহা এবং আসবাবপত্র সরঞ্জামাদিও তাহার সম্পত্তির পর্য্যায়ভুক্ত। ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলের পক্ষ হইতে যে হুণ্ডি স্বীকার করে, তাহার দায় পোষাইবার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়—উহা তাহার সম্পত্তি।

কর্জ্জের অর্থ—Meaning of Credit

কর্জ্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে বর্ত্তমান সম্পদের মালিকানা প্রদান। একজন ব্যক্তি অপর কোন একজনকে সামগ্রী বিক্রয় করিলে উহার দাম সে কিছুকাল পরে পাইবে এরূপ বন্দোবস্ত যদি হয়, তাহা হইলে লেনদেন কার্য্যটি হইল সেই পর্য্যায়ের যেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সম্পদ পাওয়া যাইবে, এই আশায় বিক্রেতা বর্ত্তমানের সম্পদ প্রদান করিতেছে। আবার এরূপও হইতে পারে যে একজন ব্যক্তি অপর কাহাকেও কিছুপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিল এবং উহার গ্রহীতা প্রতিশ্রুত রহিল যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে সে ঐ মুদ্রা যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিল তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। এক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি মুদ্রা প্রদান করিল, ভবিষ্যতে সম্পদ লাভ হইবে এই জানিয়াই উহা সে করিল। সুতরাং সামগ্রী দিয়াই হউক অথবা মুদ্রা দিয়াই হউক, ভবিষ্যতে প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বর্ত্তমানের সম্পদ প্রদান করিতে পারা যায়; উহাই হইবে কর্জ্জ।

ব্যাঙ্ককে বলা হয় dealer in credit অর্থাৎ কর্জ্জের কারবারী। লক্ষ্য করা প্রয়োজন ইংরাজীতে credit শব্দটীর দ্বিবিধ অর্থ। Credit বলিতে প্রথমতঃ বুঝায় ঋণ এবং দ্বিতীয়তঃ বাজার সুনাম। কিন্তু কর্জ্জই হউক বা বাজার সুনামই হউক উভয়ের ভিত্তিই হইল "বিশ্বাস" (trust)। ব্যাঙ্ক কর্জ্জের কারবারী,—ইহা যেরূপ "ঋণের" কারবারী রূপে বলা যায়, সেইরূপ "বিশ্বাস" এর কারবারীরূপে বলা যায়। ব্যাঙ্ক যখন আমানত গ্রহণ করে, তখন ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া আমানতকারীর অর্থ এবং ব্যাঙ্কের বাজার সুনামের মধ্যে বিনিময় করা হয়; অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ প্রদান করে তখন ঋণ গ্রহীতার উপর ব্যাঙ্কের বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া ব্যাঙ্কের অর্থ এবং ঋণ গ্রহীতার বাজার সুনামের মধ্যে বিনিময় ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে) অনেক সময়ে এরূপও ঘটে, যে নিছক ব্যাঙ্কের বাজার সুনাম এবং ঋণ গ্রহীতার বাজার সুনামের মধ্যেই বিনিময় হইল। এক্ষেত্রে ঋণের আসল বস্তু অর্থাৎ মুদ্রা কোথা হইতে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে ব্যাঙ্কের মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে।

কর্জ্জপত্র—Credit Instruments

কর্জ্জদাতাকে কর্জ্জের পরিমাণ (মুদ্রা) পরিশোধ করিবার কর্জ্জগ্রহীতার বাধ্যকতা যে দলিল বহন করে এবং যাহার বলে, কর্জ্জদাতার ইচ্ছানুযায়ী অথবা একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে, কর্জ্জদাতা স্বয়ং অথবা তাহার নিকট হইতে অধিকার প্রাপ্ত অপর কেহ কর্জ্জগ্রহীতার নিকট হইতে কর্জ্জের পরিমাণ আদায় করিতে পারিবে,

তাহাকেই কর্জ্জপত্র বলা হইয়া থাকে। কর্জ্জ দিবার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে এবং কর্জ্জগ্রহীতার বাধ্যকতার মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। সেই কারণে বিভিন্ন প্রকার কর্জ্জপত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(১) **প্রমিসরি নোট** (Promissory notes)—ঋণ গ্রহীতা প্রমিসরি নোট লিখিয়া ঋণদাতাকে দিয়া থাকে। ইহা হইল এরূপ একটি দলিল যাহাতে ঋণ গ্রহীতা বিনাসর্ত্তে ঋণ দাতাকে অথবা ঋণদাতার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ইহা ঋণ দাতার পক্ষ হইতে মুদ্রা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি।

(২) **হুণ্ডি** (Bill of exchange)—কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা হউক, এই মর্ম্মে মাল ক্রয়কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দ্দেশ সম্বলিত দলিলকে হুণ্ডি বলা হইয়া থাকে। ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারী একই দেশের অধিবাসী হইলে, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য একই দেশের মধ্যে সম্পন্ন হইলে, হুণ্ডিটি হইবে একদেশীয় হুণ্ডি (inland bill) এবং উহারা ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুণ্ডিটি হইবে বৈদেশিক হুণ্ডি (foreign bill)। মাল বিক্রেতা ধারে মাল বিক্রয় করিয়া ঐ লেনদেন কার্য্যটি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে লিখিয়া দেয় মাল ক্রেতা একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরে কাহাকে সংশ্লিষ্ট মুদ্রার পরিমাণ প্রদান করিলে মাল বিক্রেতা নিজের পাওনা আদায় হইল বলিয়া বিবেচনা করিবে। প্রাপকের নামের স্থানে মাল বিক্রেতা নিজের নাম অথবা অপর কাহারও নাম বসাইতে পারে, অথবা নিছক 'বাহক' শব্দটী যোগ করিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই দলিলটী মালক্রেতার নিকট উপস্থাপিত করিবে, মাল ক্রেতা তাহাকেই মূল্য পরিশোধ করিবে। এই দলিলটী মাল ক্রেতা স্বীকার করিয়া লয় এবং সাধারণতঃ মাল ক্রেতার সমর্থনকারী কোন ব্যাঙ্কেরও উহাতে স্বীকৃতি প্রদান (acceptance) প্রয়োজন হয়। "হুণ্ডি হইল এরূপ একটি কর্জ্জপত্র যাহা এনডোর্সমেন্টের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য এবং একজন ব্যক্তিকে (যাহার নামে হুণ্ডি কাটা হয়) একটি নির্দ্ধারিত দিনে অপর ব্যক্তিকে (যে হুণ্ডি কাটে) একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য করে"। ["A bill of exchange is a credit instrument, transferable by endorsement, and requiring one person (the drawee) to pay a certain sum of money to another person (the drawer) at a specified date"—Cairncross]

(৩) **চেক** (Cheque)—চেক হইল চাহিবামাত্রই একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ

মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য আমানতকারীর দ্বারা ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত নির্দ্দেশ। কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্কে আমানত থাকিলে, চেক দ্বারা উহা উঠাইতে পারা যায়। আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে চাহিলে অথবা অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিলে, ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া উহা করিতে পারে। যতক্ষণ না চেকে লিখিত পরিমাণ ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে ততক্ষণ চেকটী কর্জ্জপত্র রূপে ক্রিয়া করিবে।

(৫) **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank note)—ব্যাঙ্ক নোট হইল চাহিবামাত্রই আইন চালু মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করিবার ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যাঙ্কগুলিই এইরূপ ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিতে পারে এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা যতদিন বজায় থাকে ততদিন ইহাদের যথারীতি প্রচলন থাকে। বর্ত্তমানে সকল দেশেই নোট প্রচারের কার্য্য অল্প বিস্তর আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরেই এই ক্ষমতা অর্পিত থাকে। কখনও কখনও সরকারও নোট প্রচার করিতে পারেন, এইগুলি সরকারী নোট।

(৫) **ব্যাঙ্ক ড্রাফট** (Bankers' draft)—ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট হইল চেকের অনুরূপ দলিল—তবে এই পর্য্যায়ের দলিল একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্কের উপর কাটে ; অর্থাৎ ইহার দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করে। প্রয়োজনের সময়ে একটি ব্যাঙ্ক যখন অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তখন এই ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে মুদ্রা প্রদত্ত হইতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিও ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট ক্রয় করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারে।

কর্জ্জের উপকারিতা—Utility of Credit

(১) **উৎপাদনে**—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকে ; সঞ্চিত সম্পদ মাত্রই যে উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের আয় ব্যয়ের পার্থক্যের দরুণ সঞ্চয় ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ব্যবসায় স্পৃহার অভাবের দরুণ সে সঞ্চয় বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় না। অপর দিকে বহু ব্যক্তি থাকে যাহাদের নিজস্ব সঞ্চয় থাকে না, বিনিয়োগ যোগ্য সঙ্গতি হইতে যাহারা বঞ্চিত অথচ যাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করিবার মত সাহস ও বুদ্ধি রহিয়াছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে এই ব্যবধান কর্জ্জের দ্বারা বিলুপ্ত হয় ; সঞ্চয় কারীর

সঞ্চয় আমানত রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্ক উহা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে। এইভাবে কর্জ্জ সম্পদ উৎপাদনে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে।

(২) **বিক্রয়ে**—উৎপাদিত সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কর্জ্জ হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করা যায়। সম্পদ সম্পর্কিত সকল সার্থকতা শুধু উৎপাদনের মধ্যেই নিহিত নাই উহার যথাযথ বিক্রয় ব্যবস্থাও প্রয়োজন, ভোগকারীর নিকট উহাকে পৌছাইতে হইবে। এইদিক হইতেও কর্জ্জের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। যাহারা পণ্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মাল মজুদ করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ তাহাদের নাও থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া তাহারা মাল মজুদ করে এবং উহা বিক্রয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে। এইভাবে কর্জ্জের তৈলসিঞ্চনে ব্যবসায় জগতের চক্র ঘূর্ণায়মান থাকে। আবার, এই কর্জ্জ শুধুই যে ব্যাঙ্ক প্রদান করে এরূপ নহে, ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হুণ্ডি নামক দলিলের মাধ্যমে এইরূপ কর্জ্জের আদান প্রদান হয়। মাল বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা হুণ্ডি কাটে, মাল ক্রেতা উহা স্বীকার করিয়া লয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে হুণ্ডির অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। ঋণ পরিশোধের এই নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবার দরুণ খুচরা ব্যবসায়ীগণ বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয়; তাহারা পাইকারী মাল ধারে ক্রয় করিয়া উহা জনসাধারণের নিকট খুচরা বিক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করে এবং খুচরা বিক্রয় হইতে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারে। খুচরা বিক্রয়ের এই সুবিধা পরোক্ষভাবে উৎপাদানকারী ও পাইকারীগণও লাভ করিয়া থাকে কারণ উৎপাদনই হউক বা পাইকারী ব্যবসায়ই হউক, উহাদের সকল সাফল্য নির্ভর করে খুচরা ব্যবসায়ের উপর।

(৩) **মুদ্রা প্রেরণে**—দূরবর্ত্তী স্থানে অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রেরণ করিবার পক্ষে কর্জ্জ পত্রগুলি বিশেষ ভাবেই সহায়ক। চেকের মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ মুদ্রা এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা যায়; একখানি চেকপত্রে যে কোন পরিমাণ মুদ্রা প্রেরণ করা যায় এবং চেক ক্রশ করিয়া দিলে (অর্থাৎ উহার উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করিয়া দিলে) কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই কেবল উহা ভাঙ্গানো যাইবে, আবার account payee লিখিত থাকিলে যাহার নামে উহা প্রদান করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার ব্যাঙ্ক হিসাবে উহা ভাঙ্গানো যাইবে। চেকের দ্বারা মুদ্রা প্রেরণ অল্প ব্যয় সাধ্য এবং নিরাপদ। ব্যাঙ্ক ড্রাফটও এই কার্য্য প্রদান করে; একজন ব্যক্তি কোন স্থানে যত পরিমাণ মুদ্রা প্রেরণ করিতে চাহে তাহা নিকটস্থ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়া ড্রাফট ক্রয় করিয়া উহা পাঠাইয়া দেয়। প্রাপক ড্রাফটখানি যে

ব্যাঙ্কের উপর কাটা আছে সেই ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া ড্রাফটে লিখিত মুদ্রা গ্রহণ করে। হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও দূরবর্ত্তী স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সহজ হয়।

(৪) **স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যয় সঙ্কোচ**—স্বর্ণ একটি মূল্যবান সামগ্রী এবং ইহা সকল সময়ে সহজ লভ্য নহে; সুতরাং ইহার ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন ঘটে। কর্জ্জ পত্রগুলি স্বর্ণ ব্যবহারের এই ব্যয় সঙ্কোচ সাধনে বিশেষ ভাবেই সহায়তা করে। ব্যাঙ্ক যে সকল কাগজী মুদ্রা প্রচার করে তাহা মূলতঃ কর্জ্জপত্র, কারণ ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রাকে মানমুদ্রায় পরিণত করিতে পারিবে এই আশায় এবং আস্থায় জনসাধারণ এইগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে। কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিলে স্বর্ণের ব্যবহার বাঁচিয়া যায়। পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে বটে কিন্তু উহা থাকে মোট মুদ্রার একটি অংশমাত্র এবং স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন না থাকায় নিত্যকার ব্যবহার জনিত ক্ষয় ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনও থাকে না, স্বর্ণের রিজার্ভও প্রয়োজন হয় না। চেকের দ্বারাও স্বর্ণ ব্যবহারের সাশ্রয় ঘটে। চেকের দ্বারা মূল্যপ্রদান করিলে স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু জনসমষ্টির বিভিন্ন ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক কিছু না কিছু জমা হইতেছে। প্রতিদিনের শেষে ব্যাঙ্কগুলির পাওনা ও দেনা চেকের দ্বারা কাটাকুটি হইয়া শুধু নীট প্রদেয় মুদ্রা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করে—এবং তাহাও করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের যে জমা থাকে তাহার উপর চেক কাটিয়া। সুতরাং মূল্যবান ধাতুমুদ্রা আদান প্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। হুণ্ডি ব্যবহারের দ্বারাও বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ চলাচল হ্রাস পায়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদানের উপকরণরূপে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় এবং একদেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ চলাচল প্রয়োজন হয় কিন্তু হুণ্ডির ব্যবহার স্বর্ণ প্রেরণের প্রয়োজন হ্রাস করে। আমদানীকারক যে দেশ হইতে আমদানী করিল, তাহার স্বদেশ বাসীর মধ্যে যদি কেহ সেই দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে এবং হুণ্ডি কাটিয়া থাকে, উহার নিকট হইতে আমদানী কারক হুণ্ডিটী কিনিয়া লয় এবং তাহার পাওনাদারকে পাঠাইয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক ঋণ ও বাণিজ্য ঋণ—Bank Credit & Commercial Credit

ব্যাঙ্কের কার্য্য হইল ঋণ প্রদান করা; এই ঋণ সে প্রদান করিতে পারে অপরের মুদ্রা গ্রহণ করিয়া অথবা কিছু নগদ মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া ঋণ সৃষ্টির দ্বারা। ব্যাঙ্ক এই ঋণ প্রদান করিতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সাধারণতঃ ব্যবসাদার দিগকেই এই ঋণ প্রদত্ত হয়। কখন কখন সাধারণ ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্যবসাদার

নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও ব্যাঙ্ক যে ঋণ প্রদান না করে তাহা নহে। ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত এই সকল ঋণকে ব্যাঙ্ক ঋণ (bank credit) রূপে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু একজন ব্যবসাদার যে শুধু ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করে তাহা নহে—একজন ব্যবসাদার অপর একজন ব্যবসাদারের নিকট হইতেও ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসাদারদিগের মধ্যে এইরূপ ঋণের আদান প্রদান অবিরতই চলিতেছে। দেশের মোট ব্যবসাবাণিজ্যের একটি বিশেষ অংশ এই আন্তঃব্যবসায়ী কর্জ্জের আদান প্রদানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালিত হয়। বিশেষ করিয়া মাল উৎপাদনকারী মালমজুতকারীকে বা পাইকারী ব্যবসায়ীকে এবং পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে যে মাল প্রদান করে —ব্যবসাবাণিজ্য জগতে তাহার গুরুত্ব সমধিক। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে যে কর্জ্জের আদান প্রদান ঘটিয়া থাকে তাহাকেই বাণিজ্য ঋণ (commercial credit) রূপে অভিহিত করিতে পারা যায়।

ব্যাঙ্ক মুদ্রা—Bank money

অগ্রসর দেশগুলিতে মোট মুদ্রা সংখ্যার অধিক পরিমাণ থাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রার আকারে; ব্যাঙ্ক আমানতকেই ব্যাঙ্কমুদ্রা রূপে অভিহিত করা হয়। ব্যাঙ্ক আমানত (bank deposit) হইল কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘের নিকট ব্যাঙ্কের ঋণ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন কিছু পাইয়া, ব্যাঙ্ক নিজের কাছে উহার হিসাবে কিছু পরিমাণ মুদ্রা জমা করিয়া রাখে। যাহার নামে এইরূপ জমা করা হয় সে, অর্থাৎ আমানতকারী, তাহার আমানতের অংশের দ্বারা তাহার পাওনাদারের নিকট দেনা মিটাইতে পারে। একটু বেশী পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইলে এইভাবেই উহা করা হইয়া থাকে—আমানতকারী কোন এক বিশেষ কর্জ্জপত্রের (credit instrument) দ্বারা আমানতের একটি অংশ অপরকে প্রদান করিয়া দেয় এবং যে অনুপাতে সে আমানতের অংশ অপরকে প্রদান করে সেই অনুপাতে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার আমানত হ্রাস পায়। যে কর্জ্জপত্রের মাধ্যমে ইহা করা হইয়া থাকে, তাহাই চেক রূপে পরিচিত। চেক প্রদান করিয়া মুদ্রা প্রদাতা মুদ্রা গ্রহীতাকে ব্যাঙ্ক ঋণের অংশ হস্তান্তরিত করিয়া (আমানত হইল আমানতকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণ) মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চেক পাইল সে উহা এনডোর্স করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্য বা সামগ্রীর মূল্য প্রদান স্বরূপ দিয়া দিতে পারে অথবা নিজের হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া সেই জমার উপর চেক কাটিতে পারে। চেকের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য এই ব্যাঙ্ক ঋণ (ব্যাঙ্কের আমানত) যেহেতু সাধারণ ক্রয়

বিক্রয়ের মাধ্যম রূপে ক্রিয়া করিতে পারে. সেহেতু অর্থনীতিবিদগণ উহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্কমুদ্রা ব্যবহারের প্রচুর সুবিধা আছে এবং এ সুবিধা এতই বেশী যে সাধারণ মুদ্রা ব্যতিরেকেই কাজ কারবার চালাইতে পারা যায়—মজুরী বা বেতন পাওয়া যাইবে চেক্ দ্বারা এবং খরচা করা হইবে চেক্ দ্বারা। আমার খরচা অপরের আয়, সুতরাং সকল আয় ও ব্যয় হইবে চেক দ্বারা। এরূপ ক্ষেত্রে নগদ মুদ্রার আদান প্রদানের প্রয়োজন হইবে না,—একজনের ব্যাঙ্ক আমানত কমিবে অপরের ব্যাঙ্ক আমানত বাড়িবে। দেশের অর্থনীতি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে শুধু ব্যাঙ্ক মুদ্রারই অস্তিত্ব থাকিত। কিন্তু সকল ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে চেক্ ব্যবহৃত হয় না, কিছু নগদ মুদ্রা প্রয়োজন হয়, সেই জন্য নগদ মুদ্রার অস্তিত্ব এখনও অপরিহার্য্য। তবে মুদ্রা বলিতে যদি এরূপ সামগ্রী বুঝায় যাহা বিনা বাক্যব্যয়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অথবা সামগ্রী বা কার্য্যের মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে যে কোন অগ্রসর দেশে, মোট মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে অধিকাংশই দেখা যাইবে ব্যাঙ্ক মুদ্রা এবং নগণ্য অংশ দেখা যাইবে সাধারণ বা নগদ মুদ্রা।

চেক্ কি মুদ্রা রূপে গণ্য ?—Is Cheque Money ?

কীন্‌স্ "ট্রীটিজ অব্ মানি" শীর্ষক পুস্তকে "যথার্থ মুদ্রা" (money proper) এবং ব্যাঙ্ক মুদ্রার (bank money) মধ্যে পার্থক্য বিধান করিয়াছেন। এই পার্থক্য বিধান স্বীকার করিলে মুদ্রার (অথাৎ যথার্থ মুদ্রার) সহিত চেকের বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে :

(১) মুদ্রা হইল আইন চালু (legal tender)। যখনই কোন ব্যক্তি তাহার দ্বারা গৃহীত কোন ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা তাহার দ্বারা ক্রীত কোন সামগ্রীর দাম প্রদানের জন্য মুদ্রা প্রদান করিবে, তখনই যাহাকে উহা প্রদান করা হইল, সে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। অন্য কিছুর মাধ্যমে তাহাকে উহা প্রদান করা হউক, ইহা সে দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি চেকের দ্বারা তাহার বাধ্যকতা পরিশোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে যাহাকে চেক প্রদান করা হইতেছে, সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে। চেক্ আইন চালু নহে।

(২) ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে পরিচিত হউক বা না হউক, যথার্থ মুদ্রা বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইবে। চেক্ কিন্তু গৃহীত হইবে কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে চেক্-প্রদাতার উপর চেক্-গ্রহীতার আস্থা আছে। সুতরাং পরিচিত পরিসরের মধ্যেই চেকের প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার কারণ হইল, চেক গ্রহণের দ্বারা গ্রহীতাকে অনেক ঝুঁকি লইতে হয়। চেক্ হইল চেক্-প্রদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট

ব্যাঙ্কের ঋণের নির্দ্দর্শক (evidence of the banker's debt to the drawer) কিন্তু সত্যই যে তাহার নিকট ব্যাঙ্কের ঐ ঋণ আছে, তাহার স্থির নিশ্চয়তা কি? চেক্-প্রদাতার উপর অটুট আস্থাই চেকের শক্তি, মুদ্রার শক্তি মুদ্রা স্বয়ং।

(৩) পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে চেকের আদান প্রদান হইলেও, উহার দ্বারা লেন-দেন কার্য্যটী সম্পূর্ণ হয় না। চেক্ গ্রহীতার মনে চেকের দ্বারা যে নগদ মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহাই প্রকৃত কাম্য রূপে ভাসমান থাকে। এই মুদ্রা পাওয়া যাইলে, তবেই লেন-দেন কার্য্যটী সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সে মনে করিবে। চেকের সমাপ্তি করণের ক্ষমতা (liquidating power) নাই, নগদ মুদ্রার উহা আছে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, চেক্ ও মুদ্রার মধ্যে এই পার্থক্য নির্ভর করে "যথার্থ মুদ্রা" ও "ব্যাঙ্ক মুদ্রার" মধ্যে পার্থক্য বিধানের উপর। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণের পক্ষপাতী; মুদ্রাকে যদি সাধারণ গ্রাহ্য বিনিময়ের বাহন রূপে গ্রহণ করা হয়—নিছক আইন চালু মুদ্রাতেই যদি মুদ্রার সংজ্ঞা নিবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে চেক্ও মুদ্রার মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। দেশের মধ্যে অপরিচিতের ভিতরে এবং ছোটখাটো লেন-দেনের কার্য্য অবশ্য চেকের মাধ্যমে না হইয়া নগদ মুদ্রার মাধ্যমে হয়, কিন্তু যে কোন অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর দেশে, মোট যত বিনিময়ের বাহন (medium of exchange) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ হইল চেকের দ্বারা প্রদেয় ব্যাঙ্ক মুদ্রা এবং অবশিষ্ট হইল নগদ মুদ্রা মাত্র।

ব্যাঙ্ক মুদ্রার সৃষ্টি ("ঋণ আমানত সৃষ্টি করে")—Creation of Bank Money ("Loans create Deposit")

জনসাধারণ নগদ মুদ্রা লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং ব্যাঙ্ক ঐ নগদ মুদ্রা নিজের কাছে জমা রাখিয়া যে মুদ্রা আনিল তাহার নামে আমানত সৃষ্টি করে। ইহা ব্যাঙ্কের দ্বারা নিষ্ক্রিয় ভাবে আমানত সৃষ্টি (passive creation of deposit)—যেখানে ব্যাঙ্কের কিছুই করিবার নাই, জনসাধারণ মুদ্রা আনিয়া দিলে ব্যাঙ্ক উহা আমানত আকারে রাখিয়া দেয়। আমানত সৃষ্টির আর একটি পদ্ধতি আছে, ইহা হইল ব্যাঙ্কের দ্বারা সক্রিয় ভাবে আমানত সৃষ্টি (active creation of deposit)। একজন ব্যক্তি নগদ মুদ্রা না লইয়া আসা সত্ত্বেও, ব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজ খাতায় হিসাব লিখিয়া আমানত সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। ব্যাঙ্ক এই সক্রিয় আমানত সৃষ্টি করে ঋণ প্রদানের সময়ে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে আসে তাহাকে ঋণ দিতে রাজী হইলে ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রা তাহাকে প্রদান না

করিয়া তাহার নামে নিজের নিকট আমানত আছে বলিয়া লিখিয়া রাখে। এইরূপ আমানত যাহার নামে লিখিয়া রাখা হইল সে চেকের সাহায্যে ঐ আমানত তুলিতে পারিবে এবং উহার দ্বারা অপরকে মুদ্রা প্রদান করিতে পারিবে।

ধরা যাউক, কোন এক ব্যক্তি একটি ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া ১০০৲ টাকা ঋণ চাহিল। ঋণের আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানের জন্য সে সক্ষম, ব্যাঙ্ক নিরাপত্তার সহিতই তাহাকে ঋণ প্রদান করিতে পারে,—ইহা সে ব্যাঙ্ককে বুঝাইতে সক্ষম হইল এবং ব্যাঙ্ক তাহাকে ঋণ প্রদান করিল। ব্যাঙ্ক কিন্তু এই ঋণের টাকা তাহার সিন্দুক হইতে নগদ বাহির করিয়া প্রদান করিবে না। ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় ১০০৲ টাকা জমা, অর্থাৎ আমানত, লিখিয়া রাখিবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে চেক্-বুক দিয়া তাহার টাকা চেকের দ্বারা উঠাইতে বলিবে। (পূর্বে যখন সাধারণ ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিবার অধিকারী ছিল তখন তাহারা ঋণ গ্রহীতাকে ১০০৲ টাকার নোট ছাপাইয়া দিয়া দিত)। এই ১০০৲ টাকা ব্যাঙ্ক তাহার "দায়"-খাতে (on the side of liabilities) প্রদর্শন করিবে 'আমানত' হিসাবে এবং 'সম্পত্তি' খাতে (on the side of assets) প্রদর্শন করিবে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে। এক্ষেত্রে ঋণ আমানত সৃষ্টি করিল, এই আমানত আবার মুদ্রারূপে ক্রিয়া করিল। ঋণ গ্রহীতা তাহার প্রাপক দিগকে ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া টাকা প্রদান করিল; যাহারা এই চেক্ পাইল, ব্যাঙ্কের উপর আস্থা থাকিবার দরুণ, চেকের পরিবর্তে নগদ লইবার জন্য তাহারা ছুটিয়া যায না। তাহারা ঐ চেক নিজেদের নামে তাহাদের ব্যাঙ্কের জমা করিয়া দেয় এবং নিজেদের খরচার প্রয়োজন হইলে উহাতে চেক্ কাটে। ঋণ গ্রহীতার প্রাপকগণ যদি একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয় তাহা হইলে ঋণ গ্রহীতার আমানত কমিয়া ঠিক সেই অনুপাতে তাহার প্রাপকদিগের ঐ ব্যাঙ্কে আমানত বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ গ্রহীতার প্রাপকগণ যদি অপর ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয় তাহা হইলে ঋণ প্রদাতা ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহীতার আমানত যে অনুপাতে কমিবে ঋণ গ্রহীতার প্রাপকদিগের তাহাদের নিজ নিজ আমানত তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। মোট কথা, সমগ্র ব্যাঙ্কগুলির হিসাব করিলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দেশে ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা) বৃদ্ধি পাইল কেন? ইহার কারণ ঋণ গ্রহীতা তাহার প্রাপকদিগকে আমানত-মুদ্রা (চেক) প্রদান করিয়াছে। ঋণ গ্রহীতা এই বাড়তি আমানত মুদ্রা প্রদান করিতে সক্ষম হইল কি ভাবে? সক্ষম হইল, কারণ প্রথম ব্যাঙ্কটী তাহার নামে আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাকে ঋণ প্রদান করিয়াছিল। সুতরাং ব্যাঙ্কের দ্বারা ঋণ প্রদান আমানত সৃষ্টি করিয়াছে—অর্থাৎ

ব্যাঙ্ক মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ক্রয় ক্ষমতা রূপে ব্যবহৃত হয়; এইরূপ ভাবে ব্যাঙ্ক-মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলে, মোট মুদ্রার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে একজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া আর একজনকে প্রদান করে তাহাই নহে, নিজের বাজার সুনামকে কাজে লাগাইয়া ব্যাঙ্ক ঋণ তৈয়ারী করিয়াও দিতে পারে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ এই তত্ত্ব শ্রবণ করিলে সাধারণতঃ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে এই ঋণ সৃষ্টি করিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। একদল ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট যে আমানত রাখে, শুধু তাহাই তাঁহারা অপর এক দলকে ঋণ রূপে প্রদান করিতে পারেন। দেশের মধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকে; কোন একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে যত পরিমাণ মুদ্রা আমানত পাইযাছে, তাহা অপেক্ষা হিসাবপত্রে অধিক আমানত সৃষ্টি করিয়া ঋণ গ্রহীতাকে চেক্‌বই প্রদান করিলে, চেক্‌গুলি অপর ব্যাঙ্ক সমূহে জমা হইবে। এ ক্ষেত্রে অপর ব্যাঙ্ক সমূহ প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ মুদ্রা দাবী করিবার অধিকারী হইবে, কিন্তু সে দাবী ঋণদাতা ব্যাঙ্ক কি ভাবে মিটাইবে? ধরা যাউক, একটি দেশে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, পাঁচটী ব্যাঙ্ক আছে; ক ব্যাঙ্ক ১০৲ টাকা আমানত পাইয়াছে কিন্তু ঋণ প্রদানের মারফৎ আমানত সৃষ্টি করিয়াছে ১০০৲ টাকা। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাগণ অপরকে চেক্ প্রদান করিতে থাকিবে (অপরকে মুদ্রা প্রদান করিবার জন্যই লোকে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে)। চেক্ প্রাপকগণ, ধরা যাউক, তাহাদের চেক্‌গুলি খ, গ, ঘ, এবং ঙ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। কিছু চেক্ অবশ্য ক ব্যাঙ্কেই জমা হইতে পারে; ধরা যাউক ৮০৲ টাকা অপর চারটী ব্যাঙ্কে জমা হইল। এবং ঐ ব্যাঙ্কগুলি ৮০৲ টাকা ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চাহিবে। সুতরাং ক ব্যাঙ্ক যে নগদ ১০৲ টাকা জমা পাইয়াছিল তাহা তো ছাড়িতে হইবেই, উপরন্তু তাহাকে ৭০৲ টাকা বাড়তি ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ বলেন, অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি বা আমানত সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন "ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রা সৃষ্টি করিতে পারে না; শুধু মাত্র আমানত কারীগণ যে মুদ্রা তাহাদিকে কর্জ্জ দিয়াছে সেই মুদ্রাই তাহারা অপরকে কর্জ্জ দিতে পারে"।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া থাকে— ১৲ টাকা নগদ আমানত পাইলে তবেই ১৲ টাকা ঋণ দিতে পারিবে এইরূপ অসহায় অবস্থা তাহাদের নহে। ইহার কারণ হইল ব্যাঙ্ক তাহার বাজার সুনাম,— অর্থাৎ তাহার উপর জনসাধারণের আস্থা ভাঙ্গাইয়া কারবার করে। ব্যাঙ্কের উপর

আস্থা থাকিবার দরুণ, ব্যাঙ্কের চেক্ পাইবামাত্র চেক্ প্রাপক নগদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট ছুটিয়া যায় না; এই চেক দিয়াই সে অপরকে মূল্য প্রদান করিয়া দিতে পারে অথবা এই চেক্ নিজের ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিতে পারে। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, ক ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট ঋণ অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা অপর ব্যাঙ্কগুলির নিকট গিয়াছে এবং তাহারা ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা চাহিতেছে, এইরূপ দেখানো হইতেছে; কিন্তু 'ক' ব্যাঙ্ক যেরূপ মুদ্রা সৃষ্টি করিবে, অপর ব্যাঙ্কগুলিও সেইরূপ আমানত সৃষ্টি করিবে এবং অপর ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রদত্ত চেক্ ক ব্যাঙ্কেও জমা হইবে। পরস্পরের দাবী দাওয়া কাটাকুটি হইয়া যাইবে অথচ সমগ্র দেশে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট আমানতের উপরেও জনসাধারণ কত নগদ আমানত রাখিবে তাহা নির্ভর করে। কীন্‌স্ বলেন, "স্পষ্টই বুঝা যায়, ব্যাঙ্ক যে হারে নিষ্ক্রিয় আমানত সৃষ্টি করে (অর্থাৎ জনসাধারণ নগদ মুদ্রা আনিয়া ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে) তাহা উহার সক্রিয় আমানত সৃষ্টির হারের (অর্থাৎ ঋণের দ্বারা আমানত সৃষ্টি) উপর নির্ভর করে। যদিও ঋণ গ্রহীতাগণ তাহাদের ঋণের অর্থ অপরকে যথাশীঘ্র সম্ভব দিয়া দিবে, তবুও এই অপর ব্যক্তিগণ ঐ একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার বা আমানতকারী হইতে পারে। যে অনুপাতে এইরূপ ঘটে সেই অনুপাতে, নিষ্ক্রিয় আমানত হইতে সক্রিয় আমানত উদ্ভূত হওয়া তো দূরের কথা, বরং ঠিক ইহার বিপরীতই ঘটিবে। সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় যাহা ঘটে, ইহা তাহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত। ঋণ গ্রহীত যে অনুপাতে তাহার আমানত অপর ব্যাঙ্কের খরিদ্দারের নিকট প্রদান করে, অপর ব্যাঙ্কগুলি সেই অনুপাতে নগদ আমানত লাভ করিয়া শক্তিশালী হয় যেরূপ প্রথম ব্যাঙ্কটি দুর্ব্বল হয়; ঠিক অনুরূপ ভাবে যখনই অপর ব্যাঙ্ক সমূহ সক্রিয় আমানত সৃষ্টি করিবে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক শক্তি অর্জ্জন করিবে। অতএব ইহার নিষ্ক্রিয় সৃষ্ট আমানতের (অর্থাৎ নগদ প্রাপ্ত আমানতের) একটি অংশ, নিজের সক্রিয় সৃষ্ট আমানত হইতে উদ্ভূত না হইলেও, অন্ততঃ অপর ব্যাঙ্ক সমূহের সক্রিয় সৃষ্ট আমানত হইতে উদ্ভূত হয়"।

ঋণ সৃষ্টি ক্ষমতার সীমা—Limits to the Power of Creating Credit

ব্যাঙ্ক যে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা যে অসীম নহে, ইহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, দেশের মধ্যে সকল কাজ কারবার চেকের দ্বারা সাধিত হয় না, উহার জন্য কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা প্রয়োজন হয়। আমানত কারীগণ প্রত্যক্ষ

ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে, কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা তুলিবেই। ব্যাঙ্ক তাহার অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করে, (সঠিক ভাবে বলিতে গেলে অনুমান করে) আমানত কারীগণ তাহাদের মোট আমানতের কত অংশ নগদ মুদ্রায় তুলিবে। এই অনুমিত অংশ তাহারা নগদ মুদ্রায় রাখিয়া দেয়,—ইহা হইল তাহাদের নগদ রিজার্ভ (cash reserve)। সুতরাং নগদ রিজার্ভের অংশ বৃদ্ধি না পাইলে ঋণ দিয়া আমানত বৃদ্ধি করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সবিশেষ অবিবেচনার কার্য্য হইবে। এই নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতির উপরে, আমানত কারীদিগের অভ্যাসের উপরে এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের উপরে। সাধারণতঃ এই নগদ রিজার্ভের অংশ মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ হইয়া থাকে। সুতরাং ১০৲ টাকা নগদ আমানত পাইলে, ব্যাঙ্ক মোট আমানতের পরিমাণকে ১০০৲ টাকায় দাঁড় করাইতে পারে—অর্থাৎ ঋণ সৃষ্টি করিয়া। রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মোট আমানতের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পাইলে আমানতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। "জনসমষ্টির কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং তাহারা উহা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইবে। অধিকন্তু, আমানত নিয়তই এক ব্যাঙ্ক হইতে অপর ব্যাঙ্কে যাইতেছে। প্রতিদিন এক ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট ধারে এইরূপ নীট ব্যালান্স থাকিবে এবং ঋণী ব্যাঙ্ককে উহা মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অতএব ব্যাঙ্ককে দুইটী ক্ষেত্রের দাবী মিটাইতে হইবে (১) জনসাধারণের নিকট হইতে,—যাহারা নিত্যকার বেচাকেনার জন্য নগদ মুদ্রা চাহিবে এবং (২) সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে,—যাহাদিগকে ক্লিয়ারিং হাউস স্থিরীকৃত ব্যালান্স মিটাইতে হইবে"। এই জন্যই নগদ রিজার্ভ প্রয়োজন। কোন দেশে এই নগদ রিজার্ভ প্রথার দ্বারা নির্দ্ধারিত—যথা ইংলণ্ড, কোন দেশে উহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত—যথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ইংলণ্ডে নগদ রিজার্ভের অংশ হইল শতকরা ১০।১১ ভাগ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আমানতের প্রকৃতি অনুযায়ী নগদ রিজার্ভ রাখা হয়—মেয়াদী আমানতের (time deposits) শতকরা ৩ ভাগ এবং অন্যান্য আমানতের শতকরা ৭ হইতে ১৩ ভাগ।

দ্বিতীয়তঃ, সকল ব্যাঙ্ক গুলির সম্মিলিত কার্য্যের দ্বারা কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান বা আমানত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়। কীন্‌স্ ইহাকে "সকল ব্যাঙ্ক সমূহের গড়পড়তা ক্রিয়া কলাপ" (average behaviour of the banks as a whole) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অপর ব্যাঙ্ক সমূহের ঋণ প্রদানের গড়পড়তা নীতি দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যাঙ্কের (ঋণ প্রদানের দ্বারা) আমানত সৃষ্টি নির্দ্ধারিত হইবে

কারণ অপর ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণ ভাবে যেরূপ হারে ঋণ প্রদান করিতেছে, একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক যদি তাহা অপেক্ষা অধিক ঋণ প্রদান করে, তাহা হইলে দেখা যাইবে অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক্ তাহার নিকট যত পরিমাণে জমা হইতেছে তাহা অপেক্ষা তাহার উপর প্রদত্ত চেক্ অপর ব্যাঙ্কের নিকট অধিক পরিমাণে জমা হইতে থাকিবে; এক্ষেত্রে তাহার রিজার্ভ নিঃশেষিত হইতে থাকিবে এবং রিজার্ভ হ্রাসমান হইলে, ব্যাঙ্ক তাহার আমানত হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য কলাপের দ্বারাও সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা সীমায়িত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সাধারণতঃ নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষরূপে অবস্থান করে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের মোট রিজার্ভ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট প্রচার ক্ষমতার দ্বারা সীমায়িত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নোট প্রচার কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলির হস্তে রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন করিয়া সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করিয়া অথবা সরাসরি ভাবে সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলির রিজার্ভ বেশিও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (অবশ্য শুধু সেই দেশেই ইহা ঘটিতে পারে, যেদেশে এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিবার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনগত ক্ষমতা আছে)।

চতুর্থতঃ, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর ব্যাঙ্কসমূহের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে। ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হইলে অথবা মন্দার অবস্থা আশঙ্কা করা হইলে ব্যবসায়ীগণ বাড়তি ঋণ গ্রহণের বিশেষ কোন সার্থকতা দেখিবে না; সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সুদের হার কমাইয়া দিয়াও অধিক আমানত সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ব্যাঙ্ক সমূহের ঋণ সৃষ্টির দ্বারা আমানত সৃষ্টি করিতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে কীন্‌স্ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া এইরূপ উপসংহার প্রদান করিয়াছেন: "যে আমানতের জন্য প্রয়োজন হইল, আমানতকারীগণ নিজ উদ্যোগে নগদ অথবা চেক্ লইয়া আসিবে, শুধু সেইরূপ আমানত সৃষ্টির কার্য্যেই ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—ইহা অবশ্যই সত্য নহে। কিন্তু ইহাও সমভাবে প্রতীয়মান যে, বিশেষ কোন একটি ব্যাঙ্ক যে হারে নিজ উদ্যোগে আমানত সৃষ্টি করে, তাহা কতিপয় নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার অধীন;—ইহা অবশ্যই অপর ব্যাঙ্কগুলির সহিত সমতালে চলিবে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মধ্যে তাহার অংশ অপেক্ষা অধিক হইয়া যায় এইরূপ ভাবে মোট আমানতের তুলনায় নিজের আমানত বৃদ্ধি করিতে পারে না। শেষতঃ, সকল সদস্য ব্যাঙ্কগুলির চলিবার তাল তাহাদের রিজার্ভ সঙ্গতির মোট সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"*

* A Treatise on Money—Keynes, P 30.

কর্জ্জ ও দাম—Credit and Prices

দামের উপর মুদ্রার পরিমাণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে—অর্থাৎ দামের সহিত মুদ্রার সম্পর্ক, সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণ আলোচনা করিয়া থাকেন। কর্জ্জও মুদ্রার স্থায় ক্রিয়া করে। সুতরাং কর্জ্জের সহিত দামের কিরূপ সম্পর্ক ইহাও অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দ্বারা আলোচিত হয়।

এ সম্পর্কে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হইতে হয়। ওয়াকার, লাফ্‌লিন প্রমুখ এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন যে কর্জ্জের সহিত দামের কোনই সম্পর্ক নাই। দামের সহিত সম্পর্ক আছে কেবলমাত্র মুদ্রার কিন্তু কর্জ্জ এবং মুদ্রা অভিন্ন বস্তু নহে। ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে তখন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহীতার নিকট ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল বটে কিন্তু উহা আমানতকারীর মুদ্রা ব্যাঙ্ক এক হস্তে লইয়া অপর হস্তে প্রদান করিল। আবার ব্যাঙ্ক যাহাকে ঋণ প্রদান কবিল সে যখন ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে তখন ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে ব্যাঙ্কেব নিকট ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। অর্থাৎ আমানতকারার যে মুদ্রা ব্যাঙ্ক হস্তান্তরিত করিয়াছিল তাহা পুনরায় ব্যাঙ্কের নিকট ফিবিয়া আসিবে। সুতরাং কর্জ্জ হইল শুধু মুদ্রার হস্তান্তর—ব্যাঙ্কেব মাধ্যমে এক শ্রেণীব নিকট হইতে অপব শ্রেণীর নিকট এই হস্তান্তব ঘটে। সুতরাং ইহার দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে কোনরূপ তারতম্য, এবং সেহেতু দামস্তরে উহার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া, ঘটে না। উপরন্তু কর্জ্জপত্রের নিজস্ব ক্রয় সমাপ্তি ঘটাইবার (liquidating power i. e. power to close a transaction) ক্ষমতা নাই—উহার পরিবর্ত্তে মুদ্রা লাভ ঘটিলে তবেই ক্রয় সমাপ্তি ঘটিবে। যাহার ক্রয় সমাপ্তি ঘটাইবার ক্ষমতা নাই, দামের উপর তাঁহার কোনই প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

অপর পক্ষে মিল প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত প্রদান করেন যে দেশের দামস্তরের উপর কর্জ্জের পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কর্জ্জের দ্বারা জনসমষ্টির মধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতার অনুপ্রবেশ হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক যখনই নূতন কর্জ্জ দিবে তখনই সমাজের বাড়তি ক্রয় ক্ষমতার যোগ হইবে এবং যতদিন না কর্জ্জটী ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করা হইতেছে ততদিন উহা বাড়তি ক্রয় ক্ষমতারূপে দামস্তরের উপর পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে। এই যুক্তির ভিত্তিই হইল যে ব্যাঙ্ক আপনার অভিরুচি অনুযায়ী নিজের বাজার সুনাম কাজে লাগাইয়া কর্জ্জ বৃদ্ধি করিয়া আমানত বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে এবং এই আমানতের চেকগুলি বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিবে এবং এই আমানত অপর ব্যাঙ্কে অথবা ঐ ব্যাঙ্কে নূতন আমানত সৃষ্টি করিয়া দিবে।

নগদ মুদ্রার দ্বারা যে রূপ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হয় সেইরূপ চেক মারফৎ প্রত্যাহার যোগ্য আমানতের দ্বারাও সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতে পারা যায়। সুতরাং যে অনুপাতে কর্জ্জ বৃদ্ধি পাইবে, সেই অনুপাতে বিনিময়ের মাধ্যমের বৃদ্ধি ঘটিবে এবং তদনুপাতেই দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিবে।

সুতরাং এক পক্ষের অভিমতে, দামস্তরের উপর কর্জ্জের কোনই প্রতিক্রিয়া নাই; একজন ব্যক্তি কর্জ্জ করিবে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এবং পুনরায় ঐ কর্জ্জের অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে, উহাতে দামস্তরের কোনই বৃদ্ধি ঘটিবে না। অপর পক্ষের অভিমতে, দামস্তরের উপর কর্জ্জের পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটে; ব্যাঙ্ক আপনার সুনামের বলে কর্জ্জের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতার সৃজন করে। এই পরস্পর বিরোধী দুইটী অভিমতের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে, আবার কোনটিই নিছক মিথ্যা নহে। ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে তখন আমানত সৃষ্টি করিয়া ঋণ প্রদান করে। ব্যাঙ্কের দ্বারা সক্রিয় ভাবে সৃষ্ট এই আমানত ঐ ব্যাঙ্কেই অথবা অপরাপর ব্যাঙ্কে নিষ্ক্রিয় আমানতরূপে জমা হইতে থাকে। যাহাদের হাত হইতে ব্যাঙ্ক এই নিষ্ক্রিয় আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট ঐ আমানত নগদ মুদ্রার সহিত সম্পূর্ণ সমান। দামস্তরের উপর নগদ মুদ্রার ন্যায়ই উহার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা অসীম নহে; সর্ব্বপ্রধান সীমাবদ্ধতা হইল রিজার্ভ রেশিও। শতকরা একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ নগদ রিজার্ভ রাখিয়া তবেই ব্যাঙ্ক বাড়তি কর্জ্জ প্রদান (অর্থাৎ আমানত সৃষ্টি) করিতে পারে। এই নির্দ্দিষ্ট অংশ যদি শতকরা ১০৲ টাকা হয় তাহা হইলে নগদ মুদ্রা প্রচলন হইতে ১০৲ টাকা টানিয়া লইয়া তবেই ব্যাঙ্ক ১০০৲ টাকা আমানত সৃষ্টি করিতে পারিবে। সুতরাং ১০০৲ টাকার নূতন আমানত সৃষ্টি করিলে, দামস্তরের উপর ১০০৲ টাকার মতন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না প্রতিক্রিয়া ঘটিবে (১০০৲-১০) ৯০৲ টাকার সমান।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার কলাকৌশল—Art of Banking

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিশেষ বিচার বুদ্ধি এবং সুস্থ বিবেচনা প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক অপরের সম্পত্তি নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে—অপরের সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার জন্য সে প্রতিশ্রুত; আবার নিজের উপর জনসাধারণে আস্থাকে কাজে লাগাইয়া পরিপূর্ণ সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও উহা অপরকে ঋণ প্রদান করে ঋণ গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া। ব্যাঙ্ক পরের ধনে পোদ্দারী করিবে এবং নিজের বাজার সুনাম ও জনসাধারণের বাজার সুনামে বিনিময় করিবে।

অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপরাপর সকল ব্যাঙ্ক,—বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক রূপে যেগুলি পরিচিত,—মূলতঃ মুনাফা সন্ধানী প্রতিষ্ঠান। সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইহাদেরও মালিক থাকে, যথা যৌথ পুঁজি কারবারের শেয়ার-হোল্ডার বা অংশীদার। অংশীদারদিগের স্বার্থও ব্যাঙ্ককে দেখিতে হইবে; ইহার কারবার এরূপ ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে অংশীদার দিগের পক্ষে মুনাফা অর্জ্জন সম্ভব হয়। পুঁজির অপচয় বা অপকর্ষের দ্বারা তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টি তো রাখিতেই হইবে।

ব্যাঙ্ক উহার সঙ্গতি মোটামুটি দুইভাবে ব্যবহার করে—ঋণ প্রদান/এবং বিনিয়োগ। ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ প্রদান করে এবং সরকারী কাগজ বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা জমিগৃহাদি ক্রয় করিয়া ইহা বিনিয়োগ করিতে পারে। ঋণ এবং বিনিয়োগ, ব্যাঙ্কের পক্ষে উভয়ই উপার্জ্জন-প্রসূ সম্পত্তি। কিন্তু দুইটার মধ্যে ঋণের অনুপাতই অধিক—ব্যাঙ্ক মূলতঃ কর্জ্জের কারবারী। কর্জ্জ যে প্রদান করে কর্জ্জের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাহাকে সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্জ্জদাতার ধ্বংস অনিবার্য্য। কর্জ্জের নিরাপত্তার অর্থ হইল কর্জ্জকারীর ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কর্জ্জদাতাকে নিশ্চিত থাকিতে হইবে। কর্জ্জকারী তাহার কর্জ্জের পরিমাণ যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে কর্জ্জদাতার কারবার অচল হইবে। সেই কারণে কর্জ্জ প্রদান করিলে কর্জ্জকারীর কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কর্জ্জদাতা ঋণের অর্থ আদায় করিতে না পারিলে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে। সুতরাং লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য বন্ধক বা মর্টগেজ করা হইয়া থাকে; ব্যাঙ্কও ইহা করে।

কিন্তু ব্যাঙ্ক যদি উত্তম সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করিতে থাকে, তাহা হইলেই সে তাহার কারবারে সাফল্য লাভ করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ব্যাঙ্কের প্রধান অবলম্বন ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা। জনসাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ করে কারণ তাহারা মনে করে, ঐ আমানত নগদ মুদ্রারই সমান। চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক উহার আমানতকে নগদ মুদ্রায় পরিণত করিয়া দিবে। এই আস্থার বলেই ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করে এবং এই আস্থাই হইল তাহার মুনাফা অর্জ্জনের সম্ভাবনার মূল ভিত্তি। এই আস্থা কোন ব্যাঙ্ক যদি কোন দিন বজায় রাখিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে যত উৎকৃষ্ট মর্টগেজ রাখিয়াই সে ঋণ দিয়া থাকুক না কেন, তাহার পতন আসন্ন হইয়া উঠিবে। এই আস্থা বজায় রাখিবার উপায়

কি ? উপায় হইল আমানতের পরিবর্তে নগদ মুদ্রা প্রদানের জন্য সে সর্বদাই নিজেকে সক্ষম করিয়া রাখিবে।

প্রশ্ন উঠে, এই সক্ষমতা বজায় রাখিবারই বা পদ্ধতি কি ? তবে কি ব্যাঙ্ক যত মুদ্রা আমানত পাইবে সবই নিজের কাছে তরল আকারে (in liquid form) অর্থাৎ নগদ মুদ্রায় নিজের সিন্দুকে রাখিয়া দিবে ? ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ ১০০৲ টাকার আমানত সৃষ্টি করিতে হইলে যদি ১০০৲ টাকা নগদ নিজের কাছে রাখিয়া দিতে হয় তাহা হইলে আমানত সৃষ্টি করা—অর্থাৎ ঋণ প্রদান করা, ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হইবে না ; ঋণ প্রদান করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক মুনাফা অর্জ্জন করিতে পারিবে না ও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না। মুনাফা অর্জ্জন তাহাকে করিতেই হইবে, অন্যথায় তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক। সুতরাং ব্যাঙ্কের হাতে যে নগদ মুদ্রা আছে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমানত সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক জানে, যে-সকল ব্যক্তি নগদ মুদ্রা আনিয়া আমানত লইয়াছে এবং যাহারা ঋণ হিসাবে আমানত লইয়াছে—ইহারা তাহাদের আমানতের একটি অল্প অংশ নগদ মুদ্রায় দাবী করিবে। আমানতের যেরূপ অংশ ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রায় দাবী করা হইবে বলিয়া অনুমান করে, শুধু সেইরূপ নগদ রিজার্ভ রাখিবার প্রথা ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রথা হইল মোট আমানতের শতকরা নয় ভাগ নগদ রিজার্ভ রাখা।

কিন্তু আমানতকারীরা যে উহার অধিক নগদ মুদ্রা দাবী করিবে না, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ব্যাঙ্ককে তাহার সম্পত্তির তরলতা বজায় রাখিবার জন্য (to maintain the liquidity of its resources) সকল সময়েই চেষ্টিত থাকিতে হইবে। সেই জন্য ব্যাঙ্ক যে ঋণ প্রদান করিবে সেই ঋণ, যত উত্তম মর্টগেজ থাকুক, অধিক দিনের জন্য প্রদান করিতে পারিবে না। তাহার সম্পত্তিকে উপার্জ্জন-প্রসূ কার্য্যে সে ব্যবহার করিবে, এই চিন্তা তাহার থাকে বটে,—থাকা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন। কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক এবং অধিক প্রয়োজন হইল যে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে কি ভাবে কোন ক্ষতি স্বীকার না করিয়া যথা সম্ভব সত্বর সে তাহার প্রদত্ত ঋণকে নগদে পরিণত করিয়া লইতে পারিবে। সে তাহার ঋণের একটি বিশেষ অংশ এরূপ আকারে রাখিয়া দিবে যাহাতে উহা প্রয়োজনের সময়ে সহজেই অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া নগদ মুদ্রা তুলিয়া লওয়া যাইবে। বিল হইল ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের এই ধরণের উপকরণ। বিল ভাঙ্গাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ব্যাঙ্কের মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সহজেই

ঐ বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিতে পারে; ইহাকে পুন র্বাট্টা (rediscounting) বলা হয়। ব্যাঙ্ক যে চাহিবা মাত্রই আদায় যোগ্য ঋণ (call loan) এবং অল্পকালীন নোটিশে আদায় যোগ্য ঋণ প্রদান করে, তাহাও বিল অর্থাৎ হুণ্ডি রাখিয়া দিয়া। মর্টগেজ হইতেই এই আশ্বাস পাওয়া যায় যে উহা থাকিবার দরুণ ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের জন্য চেষ্টিত থাকিবে এবং ঋণ পরিশোধ না হইলে মর্টগেজ বিক্রয় করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের যেদিন নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হইবে সেই দিনই মর্টগেজ বিক্রয় করিয়া নগদ মুদ্রা তুলিয়া লওয়া যাইবে না, উহা সময় সাপেক্ষ এবং আয়াস সাধ্য। বিলের সুবিধা হইল যে উহা যে কোন সময়েই নগদে পরিণত করা যায়। মর্টগেজ এবং বিলের এই পার্থক্য উপলব্ধির উপর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভরশীল, কারণ ব্যাঙ্ককে উপার্জ্জন করিতে হইবে অথচ সঙ্গতির তরলতা (liquidity of resources) বজায় রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডে তরলতা বজায় সম্পর্কে প্রথা হইল (১) মোট আমানতের শতকরা ৯ ভাগ থাকে নগদ এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে রক্ষিত আমানতের (ইহা নগদেরই সমান) আকারে এবং (২) তরল সম্পত্তি এবং নগদে মিলিয়া মোট আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ থাকিবে। তরল সম্পত্তি এবং নগদের মিলিত পরিমাণ যদি শতকরা ৩০ ভাগের অধিক হয়, তাহা হইলে শুধু নগদের অনুপাত ৯% অপেক্ষা কম করা যাইতে পারে এবং যদি শতকরা ৩০ ভাগের কম হয়, তাহা হইলে শুধু নগদের অনুপাত ৯% অপেক্ষা অধিক করিতে হইবে।

ক্লীয়ারীং পদ্ধতি—Clearing System

কোন ব্যক্তির পক্ষে অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদানের প্রয়োজন হইলে সে তাহার ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানত হস্তান্তর করিয়া মুদ্রা প্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির আমানতের অংশ যে চেকখানির দ্বারা পাইল, সেই চেকখানি নিজের হিসাবে জমা করিয়া দিতে পারে। উহারা দুইজনে যদি একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয়, তাহা হইলে নগদ মুদ্রা স্থানান্তর হইবার কোনই প্রয়োজন উদ্ভূত হয় না; ব্যাঙ্ক তাহার নিজের খাতায় প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বৃদ্ধি করিয়া দিবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু দেশের মধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকে, সুতরাং সকল ব্যক্তি কোন একটি মাত্র ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক যে একজন ব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে স্বীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া মূল্য-প্রদান করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ চেক্খানি স্বতন্ত্র একটি ব্যাঙ্কে জমা করিয়া

দিল—শেষের ব্যাঙ্কটী প্রথম ব্যাঙ্কটীর নিকট হইতে ঐ চেকের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইবে। ধরা যাউক রাম ক ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক্ কাটিয়া যদুকে প্রদান করিল; যদুর একাউণ্ট আছে খ ব্যাঙ্কে এবং ঐ চেকখানি যদু খ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। এক্ষণে খ ব্যাঙ্ক যদুর পক্ষ হইতে ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, উহাতে জটিলতা কি আছে? প্রকৃতপক্ষে জটিলতা কিছুই থাকিত না যদি এইরূপ হইত যে কেবল মাত্র খ ব্যাঙ্কই ক ব্যাঙ্কের চেক পাইতেছে এবং ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু রাম ক ব্যাঙ্কের একমাত্র খরিদ্দার নহে, এবং খ ব্যাঙ্কেরও যদু একমাত্র খরিদ্দার নহে। ক ব্যাঙ্কের নিকট বহু ব্যক্তির আমানত আছে এবং খ ব্যাঙ্কের নিকটও বহু ব্যক্তির আমানত আছে। ক ব্যাঙ্কের একজন খরিদ্দার যেরূপ খ ব্যাঙ্কের একজন খরিদ্দারকে ক ব্যাঙ্কের চেক প্রদান করিতেছে, সেইরূপ খ ব্যাঙ্কের খরিদ্দারও ক ব্যাঙ্কের খরিদ্দারকে খ ব্যাঙ্কের চেক প্রদান করিতে দেখা যাইবে। সুতরাং ক ব্যাঙ্কের লোক যাইবে খ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা আনিতে, আবার খ ব্যাঙ্কের লোক যাইবে ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা আনিতে।

জটিলতার শেষ এইখানেই নহে; দেশের মধ্যে বহু ব্যাঙ্ক আছে এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের বহু আমানতকারী বা খরিদ্দার আছে এবং প্রতিদিন বহু পরিমাণ চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যেক অপর ব্যাঙ্কের নিকট যাইতেছে। অতএব একাধিক ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট বহু পরিমাণ চেক লইয়া যাইয়া উহার সমপরিমাণ মুদ্রা চাহিবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যেক অপর ব্যাঙ্কে প্রতিদিন বহু পরিমাণ মুদ্রা চলাচল করিবে। ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক রূপে অনুভূত হইবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ক্লীয়ারিং পদ্ধতির প্রবর্ত্তন এবং ক্লীয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

ক্লীয়ারিং হাউসের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন বিশ্লেষণে অধ্যাপক **সেয়ার্স** বলেন: "প্রত্যেকদিন সমগ্র দেশের ব্যক্তিবর্গ এক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক অপর ব্যাঙ্ক সমূহে জমা রাখে এরূপ ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করিতেছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেকের অবিরত স্রোত আসিবে। এই চেকগুলি হইল অপর ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানতের উপর দাবী এবং সেহেতু চেক প্রাপক ব্যাঙ্ক অপর প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পাওনাদারে পরিণত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যেকটি, আমাদের আলোচ্য ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক স্বীয় খরিদ্দারের হিসাবে

জমা করিবার জন্য পাইতেছে। এই চেকের পরিমাণ মত প্রথম ব্যাঙ্কটী অপর ব্যাঙ্কগুলির নিকট ঋণী হইয়া পড়িতেছে। ইহার বিরুদ্ধে অপর ব্যাঙ্কগুলির এই চেকের পরিমাণ মত দাবীর উদ্ভব হইতেছে। এইভাবে বিরুদ্ধ ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল চেক গিয়াছে সেগুলি প্রতিদিন দুইবার করিয়া সংগৃহীত হয় এবং ক্লীয়ারিং হাউসে লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন পরিমাণগুলি যোগ করা হয় এবং পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লওয়া হয়"।

ক্লীয়ারিং হাউসের কার্য্য হইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের মধ্যে এই দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া। কাটাকুটি হইবার পর নীট পরিমাণ বাহির করিয়া লওয়া হইবে। এই নীট পরিমাণ একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করিয়া দিবে। সাধারণতঃ এই নীট পরিমাণ একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে আমানত থাকে সেই আমানতের উপর চেক কাটিয়া। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে নগদ মুদ্রার আদান প্রদান নিষ্প্রয়োজন করাই হইল ক্লীয়ারিং হাউসের গুরুত্ব। "সমগ্র প্রক্রিয়াটি হইল একটি হস্তান্তর—ইহার কোনই মুদ্রাগত তাৎপর্য্য নাই"। ["The entire process is a transfer having no monetary significance"—R. S. Sayers.]

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank

বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক; সাধারণ যৌথপুঁজি, অর্থাৎ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্ক হইতে ইহার স্থান ও মর্য্যাদা স্বতন্ত্র। দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের ন্যায়, সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মনাফা অর্জ্জন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি কার্য্যকরী করিবার গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত। এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য, অপরাপর সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা উহার উপর অর্পিত এবং সেই উদ্দেশ্য উপলব্ধি নিমিত্ত কতিপয় পদ্ধতি ইহার আয়ত্বাধীন থাকে। এই সকল বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং প্রভাব বিস্তার করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক কাঠামো সম্পর্কিত নীতি বহু পরিমাণে কার্য্যকরী করে। এই সকল বিষয় হইতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য ও দায়িত্ব এতই গুরুত্ব অর্জ্জন করে, যে উহাকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনভোগী প্রতিষ্ঠান রূপে (autonomous institution) রাখিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব

নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেই কারণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়; এই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কঠোরতা বা শিথিলতা বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কঠোরই হউক বা শিথিলই হউক, স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে রাষ্ট্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত মুদ্রা সংক্রান্ত মৌলিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই থাকিয়াই সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—Functions of the Central Bank.

বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ এইরূপ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে;

(১) **বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ**—(Controlling the Commercial Banks)—বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর, করে—প্রথমতঃ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ প্রদানের কার্য্য পরিচালনা করে তাহাদের নগদ রিজার্ভের পরিমাণ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ নগদের যোগানের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে। নগদের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে থাকে তাহা দেখিতে হইলে নগদের পর্য্যায়-ভেদ পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। নগদ বলিতে বুঝায় দেশের মধ্যে আইনের বলে যে মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা,—অর্থাৎ সরকারের দ্বারা প্রচারিত ধাতুমুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত কাগজী মুদ্রা; ইহা ব্যতীত সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত কার্য্যতঃ নগদ রূপে গণ্য, কারণ সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি জানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট গচ্ছিত আমানতকে যে কোন সময়েই নগদে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকে। কাগজী নোট, যাহা আইন চালু মুদ্রার পর্য্যায়ে পড়ে, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত, সুতরাং এইগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায় (liability); উহার নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির আমানতও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়। মোট নগদের মধ্যে অধিক অংশই হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজের দায়, সরকারের দ্বারা প্রচারিত ধাতুমুদ্রার পরিমাণ মোট মুদ্রার মধ্যে অকিঞ্চিতকর। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে—উহার বৃদ্ধি ঘটিলে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের বৃদ্ধি দ্বারা) কর্জ্জ বৃদ্ধি ঘটিয়া মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে; উহার হ্রাস ঘটিলে (সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলির নগদ রিজার্ভের হ্রাসের দ্বারা) কর্জ্জ হ্রাস ঘটিয়া মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। অতএব সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিজেদিগের মধ্যে রক্ষিত কাগজী নোটের পরিমাণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির

আমানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে সমগ্র ব্যাঙ্ক আমানতের সমষ্টিই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজের সম্পত্তি (assest) পরিবর্তন করিয়া নিজের দায়ের (liabilities) পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা নগদ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(২) **সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া**—(acting as government banker) সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকট যেরূপ ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষেও সেইরূপ উহা প্রয়োজন হইয়া থাকে; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া করিয়া এই প্রয়োজন মিটায়। করধার্য্যের দ্বারা সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং ঐ রাজস্ব সরকারী কার্য্য পরিচালনায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। সরকারের আদায়ী রাজস্ব সরকারী আমানতরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। কখন কখন রাজস্ব সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই ব্যয় নির্ব্বাহের প্রয়োজন ঘটে; এরূপ ক্ষেত্রে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ঋণ "পন্থা ও পদ্ধতি দাদন" (ways and means advances) রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে ইহা পরামর্শও দিয়া থাকে।

সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সঙ্গত কিনা, কখন কখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হইল, সরকারী আমানতের পরিবর্ত্তনের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মোট আমানতের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিবর্ত্তন সাধন করা যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর কাহারও ক্ষমতাধীন থাকে, তাহা হইলে মোট মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনর্থক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের খাতে (on the side of liabilities) "সরকারী আমানত" রূপে (public deposits) যে আমানত থাকে উহা একটি মাত্র অথচ অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) আয়ত্তাধীন—সুতরাং এইরূপ আমানতের সামান্য পরিবর্ত্তনে নগদ ভিত্তির (cash basis) ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের খাতে যে আমানত পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নগদের ভিত্তি স্বরূপ। অপর পক্ষে সরকারী ব্যাঙ্ক রূপে কার্য্য করিবার যৌক্তিকতা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সরকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্য প্রভাবান্বিত করিবার এইরূপ বিপুল ক্ষমতা থাকে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের নিয়ত

আলোচনা পরামর্শ প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন নির্দিষ্ট মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি অনুসরণের উপর সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্রিয়া কলাপের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে এ সম্পর্কে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে নিয়তই আলাপ আলোচনা এবং সহযোগিতার স্পৃহা বিদ্যমান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সরকারী আমানতের পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীভূত করা যায়। যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন বলিতে বুঝায় ট্রেজারী বিল ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা। সরকারের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সমগ্র বৎসর ব্যাপী সকল সময়ই সম্ভব নহে —প্রায়শঃই ইহাদের মধ্যে অসমতার উদ্ভব অপরিহার্য্য। কিন্তু এই অসমতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া যদি ট্রেজারী বিলের কাল সমাপ্তি (maturity) এবং নূতন প্রচার (new issue) সাজাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় নির্ব্বাহের ঘাটতি দূরীভূত করা যায় এবং সরকার মোটামুটি সমান ব্যালান্স রাখিয়া দিতে পারিবে।*

(৩) **শেষ উপায়ের কর্জ্জদাতারূপে ক্রিয়া**—(to act as lender of last resort) সমগ্র দেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত কর্জ্জদাতা রূপে ক্রিয়া করে। যখন ঋণ পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে জনসাধারণ তাহাদের আমানত উঠাইয়া লইতে থাকে বা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি যখন বিলের দালাল (bill broker) বা বাট্টা প্রতিষ্ঠানের (discount houses) নিকট ঋণ প্রত্যর্পণের দাবী করে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমগ্র দেশের মধ্যে চূড়ান্ত কর্জ্জদাতা রূপে অবস্থান করে। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি অথবা বিলের দালাল বা বাট্টা প্রতিষ্ঠানরূপ অর্থ বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ জরুরী অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। "উৎকৃষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিবার পক্ষে শেষ উপায়ের কর্জ্জদাতা রূপে ক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন।" জনসাধারণের মুদ্রা ব্যয়ের পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অর্থনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য; জনসাধারণ যেভাবে মুদ্রা রাখিতে চাহে তাহার পরিবর্তন যাহাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার মত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। জনসাধারণ যদি ব্যাঙ্ক আমানত অল্প এবং নগদ অধিক রাখিতে চাহে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তাহা হইলে অধিক নগদ

* "By arranging the gap between maturity and the new issue

সরবরাহের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নগদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রূপে অবস্থান করে, এই চেতনা এবং আস্থা সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ। প্রয়োজনের সময় অত্যল্পকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ মুদ্রা ধার পাওয়া যাইবে, এই চেতনা হইতে সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলি এবং অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি (bill brokers and discount houses) সাহস সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ সাহস এবং আস্থা না থাকিলে যে কোন বিরাট দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সামান্য গুজবের দ্বারাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে বা বিল দালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানকে কর্জ্জ দিতে বাধ্য হইলেও কি সুদে ঐ কর্জ্জ প্রদত্ত হইবে তাহা স্থির করায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

(৪) **স্বর্ণমান পরিচালনা**—(Managing the gold standard) যে দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তথায় স্বর্ণমান সম্পর্কিত একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। স্বর্ণমানের রীতি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দামে মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা জনসাধারণকে প্রদান করা প্রয়োজন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত থাকে। উপরন্তু আধুনিক জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বর্ণের আমদানী এবং রপ্তানীর দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ভাবে (automatically) মুদ্রার পরিমাণ যথাক্রমে বৃদ্ধি এবং হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত ভাবে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জন্য চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। ঋণের এইরূপ প্রসার বা সঙ্কোচ সাধনের দ্বারা স্বর্ণমান বজায় রাখিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই পালন করিতে হয়।

(৫) **নোট প্রচার**—(Note issue) এক সময় ছিল যখন কর্জ্জ ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে স্বীয় নোট প্রদান করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কর্জ্জ প্রদান করিত। বর্ত্তমানে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে নোট প্রচারের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য নোট প্রচারের একছত্র ক্ষমতার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ এক এক সময়ে

to equal and be in the opposite direction to any discrepancy between current revenue and current expenditure, the Treasury can arrange to keep its balance approximately stable."—Sayers, Modern Banking.

এক-এক পরিমাণ নোট চাহিদা করে এবং সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিও যেহেতু নিজেদের নিকট রাখিয়া দিবার জন্য নোটের চাহিদা করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের সহিত নোট প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নগদ রিজার্ভ অনুযায়ী (cash reserve) আমানতের পরিবর্তন করে এবং আমানতের পরিবর্তন অনুযায়ী নোটের চাহিদার পরিবর্তন করে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি কখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাহাদের আমানত কমাইয়া নোট লইয়া আসে আবার কখন নোট লইয়া গিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের আমানত বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে নোট প্রচারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন হয়। "ব্যাঙ্কগুলির আমানত নিয়ন্ত্রণ কালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হয় যে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের বৃদ্ধিতে নোটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কগুলির আমানতের হ্রাসে নোটের চাহিদা হ্রাস ঘটা অপরিহার্য্য"—সেয়ার্স

নোট প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি—Different Systems of Note issue

(১) **স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি**—(Fixed Fiduciary System) স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজী নোট ছাপিতে পারে; তবে এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না থাকিলেও, সিকিউরিটি রিজার্ভ থাকে। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অপরাপর সরকারী ঋণপত্র যাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে,—এইগুলি সিকিউরিটি পর্য্যায়ভুক্ত। উহা ব্যতীত, অপর দেশের সরকারের বা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ-পত্র সিকিউরিটি রূপে রক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ সিকিউরিটী রিজার্ভ রাখিয়া কত পরিমাণ নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিবার অধিকারী, তাহা স্থির ফিডিউ-শিয়ারী পদ্ধতিতে আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে; নোট প্রচারের ঐ অংশকে ফিডিউশিয়ারী অংশ বলা হইয়া থাকে। এই ফিডিউশিয়ারী অংশ অপেক্ষা অধিক নোট যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রত্যেক নোটের রিজার্ভ হিসাবে সমমূল্যের স্বর্ণ তাহাকে রিজার্ভ রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে স্বর্ণের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত করা থাকে।

ইংলণ্ডে ১৮৪৪ সালের "ব্যাঙ্ক চার্টার এ্যাক্ট" দ্বারা এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ বিধি দ্বারা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ১৪ মিলিয়ন (১ কোটি ৪০ লক্ষ) পাউণ্ড অবধি, স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যতিরেকেই, নোট প্রচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঐ ফিডিউশিয়ারী অংশ পরে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করা হইয়াছে; ১৯২৮ সালে ২৬০ মিলিয়ন (২৬ কোটি) পাউণ্ডে এবং ১৯৩১ সালে ২৭৫ মিলিয়ন (২৭॥০ কোটি) পাউণ্ডে উহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। স্বর্ণব্যতিরেকে ফিডিউশিয়ারী অংশ বর্দ্ধিত করিতে পারা যাইত, সরকারের অর্থদপ্তর বা ট্রেজারী যদি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইত। ১৯৩৯ সালের কারেন্সি ও ব্যাঙ্ক নোট বিধি দ্বারা এ বিষয়ে আরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল—এই বিধি ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে স্বর্ণের মূল্য স্বয়ং স্থির করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল। সুতরাং বর্দ্ধিত মূল্য স্থির করিয়া অধিক নোট প্রচারের সুযোগ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড লাভ করিয়াছিল। এই পদ্ধতির গুণ হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আপনার খেয়াল খুশীমত নোট প্রচারের আধিক্য ঘটাইতে পারে না; নোটের পরিবর্ত্তন যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণ রিজার্ভের ব্যবস্থা এই পদ্ধতি করিয়া থাকে। ইহার অপগুণ স্বরূপ বলা হয়, যে প্রয়োজনানুযায়ী মুদ্রা সমষ্টির প্রসার ইহার দ্বারা ব্যাহত হয়। সঠিক অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করিলে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনানুযায়ী মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি না ঘটিলে, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হইতে বাধ্য। স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতির আওতায় প্রয়োজন মত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অধিক পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহের উপর এই বৃদ্ধি নির্ভরশীল।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতির এই অপগুণ ইংলণ্ডে মুদ্রা সংক্রান্ত বিধির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। আইনের বাহিরের কাঠামো পূর্ব্ববৎ থাকিলেও উহার আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে "নোট প্রচার এবং সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণ কার্য্যকলাপ নামে মাত্র স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফিডিউশিয়ারী অংশ এতই প্রসারক্ষম যে স্বর্ণ সরবরাহের সহিত উহার সংযোগ আমরা প্রায় ভুলিয়াই যাই"। (সেয়ার্স)

(খ) **উর্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি** (Maximum Fiduciary System) —ফ্রান্সে ১৯২৮ সাল অবধি উর্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি অনুযায়ী নোট প্রচার নিয়ন্ত্রিত হইত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নোট প্রচারের একটি উর্দ্ধতম পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং নোট প্রচার কর্ত্তৃপক্ষকে, কোন স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া, উর্দ্ধতম পরিমাণ অবধি নোট প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই উর্দ্ধতম সীমা যে চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাও নহে, প্রয়োজন মত এই সীমা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তত্ত্বমূলক (theoritical) আপত্তি থাকিতে পারে, কোন স্বর্ণ রিজার্ভ না থাকায় মুদ্রা সমষ্টির

উপর জনসাধারণের আস্থা কম হইতে পারে এবং নির্দ্ধারিত উর্দ্ধতম সীমা থাকিবার দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির যথাযথ প্রসার ব্যাহত হইতে পারে। অপর দিক হইতে লক্ষ্য করিলে এই পদ্ধতির গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাতে অনাবশ্যক রূপে স্বর্ণ আটক করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না এবং রিজার্ভের প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন থাকে। উপরন্তু, সাধারণতঃ গড়ে যত পরিমাণ নোট প্রচলিত থাকে, নোট প্রচারের উর্দ্ধতম সীমা তাহা অপেক্ষাও উর্দ্ধে রক্ষিত হয় বলিয়া, মুদ্রার অপ্রাচুর্য্য অনুভূত না হইবারই কথা, এবং উর্দ্ধতম সীমা বর্দ্ধিত করা সম্ভব বলিয়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধির অবকাশ থাকে।

(৩) **আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি** (Proportional Reserve System)—আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিতে নোট প্রচারের সহিত স্বর্ণ রিজার্ভের একটি অনুপাত নির্দ্ধারিত করা থাকে; শতকরা হারের হিসাবে এই অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, এই অনুপাত থাকে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ। অনুপাত যদি শতকরা ৪০ ভাগ হয়, তাহার অর্থ হইবে যে ৪০৲টাকার মত স্বর্ণ রিজার্ভে রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১০০৲ টাকার নোট প্রচার করিতে পারিবে। স্বর্ণ রিজার্ভ হ্রাস পাইলে (বা বৃদ্ধি পাইলে) সেই অনুপাতে (সেই পরিমাণে নহে) নোটের সংখ্যা হ্রাস (বা বৃদ্ধি) পাইবে। এক টাকার মত স্বর্ণ মুদ্রা রিজার্ভে আসিলে আড়াই টাকার মত অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপানো হইবে; এক টাকার মত কাগজী মুদ্রা রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে আড়াই টাকার সমান কাগজী মুদ্রা নাকচ করিতে হইবে। এই পদ্ধতিকে শতকরা পদ্ধতি রূপেও অভিহিত করা হয়।

আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির গুণ রূপে দাবী করা হয় যে উহার আওতায় মুদ্রা ব্যবস্থা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। যে পরিমাণে রিজার্ভের স্বর্ণ যোগ করিতে পারা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নোট প্রচার করা সম্ভব; আবার রিজার্ভ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে অধিক পরিমাণ নোট বাতিল হইয়া যাইবে এবং রিজার্ভ-ক্ষয়ের ফলাফল খুব শীঘ্রই অনুভূত হইবে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কিন্তু এই পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন। অধ্যাপক **রবার্টসন** বলেন কোন মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ যদি নির্দ্দেশ দেন যে যাত্রীদিগের সুবিধার্থে ষ্টেশনে একটি ঘোড়ার গাড়ী সকল সময়েই থাকিবে, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দেশ যেরূপ নিরর্থক হয়, আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিও সেইরূপ নিরর্থক। স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার যৌক্তিকতা হইল কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য করিয়া রাখা, কিন্তু

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সঠিক অনুপাতটি বজায় রাখে,—উহা অপেক্ষা অধিক না রাখে,—তাহা হইলে কোন কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উহা করিতে গেলে আইন ভঙ্গ করা হয়। অধিকন্তু,মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যদি স্বর্ণ রিজার্ভের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতির দ্বারা সঠিক ভাবে উহা সাধিত হইতে পারে না কারণ রিজার্ভের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনায় মুদ্রার পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বহুগুণ অধিক। কীন্‌স্ বলেন "কাগজী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সমূহের সকল সম্ভাব্য ত্রুটী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়"। ["It appears to combine all the possible defects of systems of note regulation"—Keynes]

(৪) **বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**—(Exchange Management System) বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি পর্য্যায়। ইহাতে, মোট কাগজী মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রিজার্ভ রাখা হয়, তবে এই রিজার্ভ আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্গতির আকারে রাখিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়-সঙ্কোচ মূলক. কারণ ইহার দ্বারা স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হ্রাস পায়; কিন্তু উহা ব্যতীত, আনুপাতিক পদ্ধতির অপরাপর অপগুণ সমূহ ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

ব্যাঙ্করেট,—ইহার প্রয়োগ—Bank rate,—its application

ব্যাঙ্ক যে কর্জ্জ প্রদান করে তাহার দ্বারাও মুদ্রার সৃষ্টি হয় কারণ কর্জ্জের দ্বারা আমানতের সৃষ্টি হয় এবং ঐ আমানত, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা, বিনিময়ের বাহন রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহ কর্জ্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা ঘটে; বিপরীত ক্ষেত্রে দামস্তর হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সর্ব্ব প্রকার মুদ্রার মোট সমষ্টির মধ্যে, ব্যাঙ্ক মুদ্রার অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়—কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝাইতেছে সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহ যে কর্জ্জ প্রদান করে তাহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; অবস্থা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেট ব্যবহার ইহাদের অন্যতম।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদের হার লইয়া হুণ্ডি পুনর্বাট্টা (re-discount) করে তাহাই ব্যবসায় জগতে ব্যাঙ্ক রেট রূপে পরিচিত। ধারে মাল ক্রয় বিক্রয় হইতে হুণ্ডি উদ্ভূত হয়; মাল বিক্রেতা মাল ক্রয় কারীর উপর হুণ্ডি কাটে, দ্বিতীয় ব্যক্তি হুণ্ডিটী স্বীকার করাইয়া লয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে (সাধারণতঃ তিনমাস) উহাকে

লিখিত মুদ্রার পরিমাণ, অর্থাৎ মালের দাম পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে মাল বিক্রেতার যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ হুণ্ডিখানি সে সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের নিকট অথবা আর এক প্রকার বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠান, ডিস্‌কাউণ্ট হাউসের নিকট, বিক্রয় করিয়া অগ্রিম টাকা তুলিয়া লইতে পারে। বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্ক বা ডিস্‌কাউণ্ট হাউস হুণ্ডির টাকা কর্জ্জগ্রাহকের (মালক্রেতার) নিকট হইতে উহাতে লিখিত সময় অতিবাহিত হইবার পর আদায় করিয়া লইবে; সুতরাং হুণ্ডির পরিবর্ত্তে এই অগ্রিম মুদ্রা দানের প্রক্রিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কর্জ্জ প্রদানেরই নামান্তর। হুণ্ডির পরিবর্ত্তে এইরূপ অগ্রিম মুদ্রা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্ক অথবা ডিস্‌কাউণ্ট হাউস) একটি কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকে। হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দিবার এই কার্য্যকে 'বাট্টা—কার্য্য' (discount) বলা হইয়া থাকে এবং যে কমিশন লইয়া ব্যাঙ্ক বা ডিস্‌কাউণ্ট হাউস এই বাট্টা কার্য্য করিয়া থাকে তাহা বাট্টার হার (rate of discount) রূপে অভিহিত হয়। বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াও ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলি হুণ্ডি বাট্টা করিয়া থাকে আবার বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাও হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দেয়। কিন্তু সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদের প্রয়োজন হইলে তাহারা কি করিবে? তাহারা দুইটী কার্য্য করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহারা যে হুণ্ডিগুলি একবার বাট্টা করিয়া দিয়াছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া ঐগুলির পরিবর্ত্তে কিছু কমিশন দিয়া নগদ মুদ্রা চাহিতে পারে; এক্ষেত্রে হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা (re-discount) করিয়া লওয়া হইল। অথবা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি ডিসকাউণ্ট হাউসগুলিকে প্রদত্ত ঋণ ফিরৎ চাহিতে পারে— এই ধরণের ঋণ সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী (money at call and short notice)। এক্ষেত্রে ডিসকাউণ্ট হাউসগুলিকে ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণ পরিশোধের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা তাহাদের হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া পুনর্বাট্টা (re-discount) করিয়া লইবে। যে হারে কমিশন লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া দেয়, তাহাই ব্যাঙ্ক রেট রূপে পরিচিত। এই ব্যাঙ্ক রেট সাধারণ বাজারের সুদের হার অপেক্ষা সামান্য একটু বেশী। ইহাকে "শাস্তি মূলক সুদের হার" (penal rate) আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিয়া দিলে সাধারণ বাজারের সুদও বৃদ্ধি পাইবে কারণ সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি এবং ডিসকাউণ্ট হাউসগুলি এক্ষণে পূর্ব্বেকার কমিশনে অর্থাৎ সুদের হারে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিবে না—অর্থাৎ ঋণ দিবে না। তাহারা জানে, দরকারে পড়িয়া হুণ্ডি লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া পুনর্বাট্টার হার দাবী করিবে।

বিপরীত ক্ষেত্রে, বাজারের সুদের হার হ্রাস পাইবে, কারণ ব্যাঙ্করেট কমিলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডি অধিক বাট্টা করিয়া দিতে অর্থাৎ অধিক ঋণ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। আবার সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি বাট্টার হার বৃদ্ধি করিলে, মাল বিক্রেতাগণ হুণ্ডি কাটিবার সময়ে উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সুদ ধরিয়া (হুণ্ডিতে মালের দামের মধ্যে সুদ ধরা থাকে) রাখিবে; বিপরীত ক্ষেত্রে কম সুদ ধরিবে।

ব্যাঙ্করেট শুধু যে কর্জ নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই নহে; কর্জ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন এবং দামস্তর নিয়ন্ত্রণ করাই ব্যাঙ্করেটের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন করিয়া আঁত্রেপ্রণাদিগের কার্য্য দুরূহ করিয়া ফেলা হয় অথবা সহজ সাধ্য করা হয় এবং তদনুযায়ী আঁত্রেপ্রণাদিগের প্রচেষ্টা সঙ্কুচিত হয় অথবা প্রসারিত হয়। আবার আঁত্রেপ্রণাদিগের ক্রিয়াকলাপের প্রসার বা সঙ্কোচের দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিকক্রিয়াকলাপের পরিমাণ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়।

সকল অর্থনীতিবিদ্‌ই স্বীকার করেন যে ব্যাঙ্করেট ব্যবহারের দ্বারা দামস্তর এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়, কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে ব্যাঙ্করেট ক্রিয়া করে, এসম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। একটি মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা হইলেন **হ'ট্রে** (Hawtrey) এবং অপর মতের পরিপোষক হইলেন **কীন্‌স্‌**। উভয় মতের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উপসংহার অভিন্ন। উভয়ই মনে করেন, ব্যাঙ্করেটের দ্বারা পণ্য মজুদ করিবার খরচা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়। সুদ ব্যতীতও পণ্য মজুদ করিবার বিবিধ খরচা আছে বটে, কিন্তু সুদ যে মাল ধরিয়া রাখিবার মোট খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তাহা নিঃসন্দেহ। ব্যাঙ্ক সুদ বাবদ ঐ খরচার অংশ প্রভাবান্বিত করিয়া মোট খরচাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবসায়ীগণ কত পরিমাণে মাল ধরিয়া রাখিবে তাহার সিদ্ধান্ত করে। ব্যাঙ্করেট কমাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মাল ধরিয়া রাখার কার্য্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলে (সুদের হার কম হইলে ব্যবসায়ীগণ অধিক মাল মজুদ করিয়া রাখিতে উৎসাহিত হইবে)—সেক্ষেত্রে সাধারণ চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে; জনসাধারণের উপার্জ্জন এবং সামগ্রীর দাম বর্দ্ধিত হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ফল লাভ ঘটিবে। এই অবধি **হ'ট্রে** এবং **কীন্‌সের** মতের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে; উহাদের মতের বৈসাদৃশ্য ঘটে, সামগ্রী ধরিয়া রাখিবার কোন্‌ ধরণের খরচা পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঐ প্রক্রিয়া সাধিত হয় তাহার বিচারে।

হ'ট্রের মতে, স্বল্প কালীন ঋণের হার পরিবর্ত্তনের দ্বারাই ব্যাঙ্করেট তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। বেপারীগণ (dealers) সকল সময়েই অল্প বিস্তর

সমাপ্ত বা অর্দ্ধ সমাপ্ত মাল ধরিয়া রাখে; মাল মজুদ করিয়া রাখিলে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা প্রাপ্তি ঘটে বলিয়াই, বেপারীগণ নিজেদের নিকট সকল সময়েই মাল রাখিয়া দেয়। মাল ধরিয়া রাখিবার খরচা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বেপারীগণ বর্দ্ধিত খরচা পরিহার করিবার জন্য মাল ধরিয়া রাখিবার সুবিধা কিছুটা ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ মজুদের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মাল ধরিয়া রাখিবার খরচা হ্রাস পাইলে, বেপারীগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করিবে এবং মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। মজুদ করিবার খরচার নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের দ্বারা মজুদের পরিমাণ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা নির্ভর করে, বেপারীগণ ঐ খরচায় মাল মজুদ করিবার কার্য্যকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করে তাহার উপর। হ'ট্রে বলেন, ব্যাঙ্করেট বর্দ্ধিত হইলে, স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদ বর্দ্ধিত হইবে এবং স্বল্প মেয়াদী সুদের হার বর্দ্ধিত হইলে মাল মজুদ করিবার খরচা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে বেপারীগণ তাহাদের মজুদ কমাইয়া দিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বেকার মাল বিক্রয়ের তুলনায় নূতন মাল ক্রয় করিবে কম। তাহারা সামগ্রীকে মুদ্রায় পরিণত করিবে এবং এই মুদ্রা হয় নগদ রূপে ধরিয়া রাখিবে অথবা পূর্ব্বেকার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে ব্যবহার করিবে। "বেপারীগণ যে মুদ্রা অন্যথায় উৎপাদনকারীদিগকে মালের মূল্য প্রদানের জন্য প্রদান করিত তাহা এক্ষণে তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণ-গ্রস্ততা হ্রাস করিবার জন্য ব্যবহার করিবে"। ["The money which the dealers would otherwise have been using to pay the manufacturers for goods, they are using to extinguish their indebtedness to the bankers"—Hawtrey] ইহাতে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের মালের কম কাটতি হইয়াছে দেখিতে পাইবে। তাহারা যথাসম্ভব মালের দাম কমাইতে এবং তাহার সহিত উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইবে। উৎপাদন হ্রাস পাইলে, উৎপাদক উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণ কমিতে বাধ্য। কাঁচামালের (raw materials) চাহিদা কমিবে, সুতরাং যাহারা কাঁচামাল উৎপন্ন করে এবং সরবরাহ করে তাহাদের উপার্জ্জন কমিবে। পূর্ব্বেকার সমসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং শ্রমিকের নূতন নিয়োগ হইবে না এবং পূর্ব্বেকার নিযুক্ত শ্রমিক ছাঁটাই হইতে থাকিবে। বেকার সমস্যার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং লোকের উপার্জ্জন কমিবে। প্রথমে নিয়োগ যোগ্য শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসের দ্বারা অর্থাৎ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দ্বারা—জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন (money income) কমিবে, পরে মজুরীর হার হ্রাস পাইয়াও মুদ্রা উপার্জ্জনের হ্রাস ঘটিবে। জনসাধারণের উপার্জ্জন কমিলে, তাহাদের ব্যয় করিবার ক্ষমতাও কমিবে, তাহারা কম করিয়া ক্রয় করিতে থাকিলে খুচরা বিক্রয় আরও হ্রাস পাইবে এবং বেপারীগণ

তাহাদের মজুদের পরিমাণ আরও কমাইয়া দিবে। বেপারীগণ যেরূপ মজুদের পরিমাণ হ্রাস করিবে উৎপাদনকারীগণ সেইরূপ উৎপাদন হ্রাস করিবে এবং জনসাধারণের উপার্জ্জনও, তদনুপাতে কমিবে। উপার্জ্জন হ্রাসের দরুণ মালের কাটতি কমিবে এবং মালের কাটতি কমিবার দরুণ উপার্জ্জন হ্রাস পাইবে; এই দূষিত চক্র যতই ঘুরিবে, দামস্তর ততই কমিতে থাকিবে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ততই অচল অবস্থায় উপনীত হইবে।

অপর পক্ষে, ব্যাঙ্ক রেট কমিলে, স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদ কমিবে এবং উপরে বর্ণিত প্রক্রিযার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইবে; মজুদ বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে, মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইবে, পুনরায় মজুদ বৃদ্ধি পাইবে, পুনবায় উৎপাদন ও উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে, মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইবে দামস্তর বৃদ্ধি পাহবে ইত্যাদি।

কীন্‌সের অভিমত হইল, ব্যাঙ্করেটের যাহা কিছু ফলাফল তাহা দীর্ঘকালীন সুদের হাবেব মাধ্যমে (long term rate of interest) সংঘটিত হয়। স্বল্প মেয়াদী সুদের হারে সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিলে, দীর্ঘকালীন সুদের হারও উহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবে। একটির দ্বারা অপরটীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইবাব কারণ হইল অল্পকালীন পুঁজির বাজার এবং দীর্ঘকালীন পুঁজির বাজারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিদ্যমান। ধরা যাউক ব্যাঙ্করেট হ্রাস করা হইল এবং অল্পকালীন সুদের হাবও হ্রাস পাইল; এক্ষেত্রে জনসাধাবণ এবং ব্যাঙ্ক সমূহ অধিক করিয়া সিকিউবিটি ক্রয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণ অধিক পরিমাণে সিকিউরিটি ক্রয় কবিবে কারণ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া কম সুদ পাওয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কের নিকট যাহারা ঋণী তাহারা ঋণ আপাততঃ পরিশোধ না করিলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সিকিউরিটি ক্রয় করিবে কারণ ব্যাঙ্করেটকে ফলপ্রদ কবিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহে সম্মত বা সচেষ্ট হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট নগদ বেশিও থাকায় ব্যাঙ্কগুলির নগদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে; ব্যাঙ্কগুলি তখন অধিক পরিমাণে সিকিউরিটি ক্রয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণ এবং যৌথপুঁজি ব্যাঙ্ক, উভয়ের কার্য্যে সিকিউরিটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। সিকিউরিটির দাম বৃদ্ধি পাইবার অর্থ হইল সিকিউরিটি হইতে লভ্য আয় কমিয়া যাইবে। একশত টাকার একখানি সিকিউরিটির যদি বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড হয় ৬৲ টাকা এবং ঐ সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া যদি ২০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে শতকরা ডিভিডেণ্ডের হার ৩৲ টাকায় পরিণত হইল। সিকিউরিটি হইল দীর্ঘকালীন পুঁজি সংগ্রহের উপকরণ—সুতরাং যাহারা

নূতন করিয়া দীর্ঘকালীন পুঁজি সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইবে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা কম সুদে পুঁজি সংগ্রহে সক্ষম হইবে।

অল্প সুদে দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহে সক্ষম হইলে, উদ্যোক্তাগণ পুঁজি বৃদ্ধিতে যত্নবান হইবে—পুঁজি সামগ্রীর অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হইবে। পুঁজি সামগ্রী অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে কাঁচামাল এবং অন্যান্য উৎপাদক উপাদান, বিশেষ করিয়া শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। কাঁচামালের অধিক চাহিদা হইবার দরুণ উহার উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান অধিক পরিমাণে নিয়োগ করে। ইহাতে অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি উপার্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করে, কারণ কর্ম্মসংস্থান (employment) বৃদ্ধি পাইবে। কর্ম্মসংস্থান যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই বেকারের সংখ্যা হ্রাসের দরুণ, শ্রমিকের মজুরীর হারও বৃদ্ধি পাইবে। উভয় কারণেই,—লোকে অধিক চাকুরী পাইবার দরুন এবং পূর্ব্বেকার নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির দরুণ, জনসমষ্টির উপার্জ্জন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়ের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণ অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। এই ব্যয় করা হইবে ভোগ সামগ্রীর উপর—ভোগের স্পৃহাই জনসাধারণকে অধিক ব্যয়ে প্রণোদিত করে; যখন ব্যয়-ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্যয় করে না, ব্যয়ের ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেই অধিক ব্যয় করে। এক্ষেত্রে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে; ভোগ সামগ্রীর উৎপাদনকারীদিগের মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে, জনসমষ্টির উপার্জ্জন ও ব্যয় ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে; এইভাবে চক্র ঘুরিতে থাকিবে এবং দামস্তর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করা হইলে, ঠিক উহার বিপরীত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণ সিকিউরিটি বিক্রয় করিবে এবং সিকিউরিটির দাম কমিবে। সিকিউরিটির দাম কমিলে, প্রাপ্য ডিভিডেণ্ডের হার বর্দ্ধিত হইল, সুতরাং দীর্ঘকালীন সুদের হার বর্দ্ধিত হইবে।

ওপেন মার্কেট কারবার—Open Market Operation

"ওপেন মার্কেট কারবারের" দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ, এবং সেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ওপেন মার্কেট প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে, বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ হ্রাস বৃদ্ধি করা, কারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের রিজার্ভ হ্রাস করিয়া দিতে পারিলে, উহারা তাহাদের ঋণ প্রদান হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে; অপর পক্ষে সাধারণ

ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ বৃদ্ধি করিতে পারিলে, আপন স্বার্থেই তাহারা কর্জ প্রদান বৃদ্ধি করিবে। খোলা বাজারে কোন একটি বিশেষ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া থাকে; এই বিশেষ সামগ্রীটি হইল সিকিউরিটি, সাধারণতঃ সরকারী সিকিউরিটি। সিকিউরিটিগুলি সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী সরকারী ঋণপত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন দেখে যে দেশের মধ্যে দামস্তর যেরূপ হওয়া উচিৎ তাহার তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ কম, তখন উহা সাধারণ ব্যাঙ্ক যাহাতে অধিক পরিমাণে কর্জ প্রদান করিতে উৎসাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি ক্রয় করিতে শুরু করে। সিকিউরিটি হইল এরূপ ঋণ পত্র যাহার বাজার দাম অপেক্ষা সামান্য একটু অধিক দাম দিলে, বহু ব্যক্তিই উহা বিক্রয় করিতে আসিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিতে শুরু করিলে (১) সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি এবং (২) জনসাধারণ উহা বিক্রয় করিতে শুরু করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা ক্রয় করিয়া উহার মূল্য প্রদান করিলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যায়। নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, রিজার্ভ রেশিও অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ প্রদান বৃদ্ধি করিবে। সিকিউরিটি বিক্রেতা যদি ব্যাঙ্ক না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা পাইবে সাধারণ ব্যক্তি কিন্তু উহা তাহাদের এ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হইবে এবং সেক্ষেত্রেও সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভ বৃদ্ধির দ্বারা কর্জদানের বৃদ্ধি ঘটিবে। অনুরূপ ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে হ্রাস পাইবে; সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি স্বয়ং যদি সিকিউরিটি ক্রয় করে, তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের নগদ রিজার্ভ কমিবে; আর জনসাধারণ যদি উহা ক্রয় করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট হইতে টাকা তুলিয়া সিকিউরিটির মূল্য প্রদান করিবে। এক্ষেত্রেও সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ কমিয়া যাইবে। রিজার্ভের হ্রাসের দরুণ ব্যাঙ্ক সমুহ কর্জ প্রদান হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সিকিউরিটি ক্রয়—সাধারণ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ বৃদ্ধি—ঋণ প্রদান বৃদ্ধি—মুদ্রা বৃদ্ধি; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সিকিউরিটি বিক্রয়—সাধারণ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ হ্রাস—ঋণ প্রদান হ্রাস—মুদ্রা হ্রাস।

রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্ত্তন—Variation of the Reserve Ratio

ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের জন্য যে নগদ রিজার্ভ রাখে, তাহা

কোন আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত নহে, উহা সম্পূর্ণ রূপেই প্রথার দ্বারা নির্দ্ধারিত। কিন্তু সকল দেশেই অনুরূপ অবস্থা নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি (ইহাদিগকে সদস্য ব্যাঙ্ক রূপে অভিহিত করা হয়) তাহাদের আমানতের জন্য কত পরিমাণ রিজার্ভ রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত আছে এবং এই রিজার্ভ রেশিও পরিবর্ত্তন করাইবার ক্ষমতা তথাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেম) উপর অর্পিত আছে। কীন্‌স্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের সময়ে অধিক নগদ রেশিও রাখিবার নির্দ্দেশ দান করিয়া অথবা কম নগদ রেশিও রাখিবার অনুমতি দান করিয়া, কর্জ্জের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক নগদ রেশিও রাখিবার নির্দ্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জ্জের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হইবে। অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি তাহাদিগকে কম নগদ রেশিও রাখিবার অনুমতি প্রদান করে, তাহা হইলে উহারা কর্জ্জ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে এবং আপন স্বার্থেই কর্জ্জদান বৃদ্ধিতে অগ্রসর হইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একাধিকবার সদস্য ব্যাঙ্কদিগের নগদ রিজার্ভ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে রিজার্ভ রেশিও ১৩ : ১০ : ৭ হইতে ২৬ : ২০ : ১৪*—তে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, আবার ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক ও শিকাগোতে রিজার্ভ রেশিও ২৬ হইতে ২০ তে হ্রাস করা হইয়াছিল—পরে আবার উহা ২২ এ পরিণত করা হইয়াছে।

নৈতিক উপরোধ—Moral Persuation

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। আইনগত মর্য্যাদা যাহাই হউক না কেন, এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেহই পরিহার করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি চাহে তাহা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে বুঝাইয়া দিতে পারে, উহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং নৈতিক চাপ দিয়া উহার নেতৃত্ব অনুসরণ করিতে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রণোদিত করিতে পারে।

* এইগুলি শতকরা হিসাবের সংখ্যা ; ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্থান অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নগদ রেশিও নির্দ্ধারিত আছে। নিউইয়র্ক এবং শিকাগোতে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলির নগদ রেশিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ২৬ অর্থ হইল নিউইয়র্ক ও শিকাগোতে অবস্থিত ব্যাঙ্ক শতকরা ২৬ ভাগ নগদ রিজার্ভ রাখিবে। উহাদের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ২০% রিজার্ভ রাখিবে, অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ১৪% রিজার্ভ রাখিবে।

Questions & Hints.

1. What is a Bank? What are its services to society for which you consider it useful? (B.A. 1950) [পৃ: ৩২৩-২৬]

2. Describe the useful functions of a Modern Bank (B.A. 1937; Dac. 1941, '42). Discuss the functions of the joint stock banks in the London money market. (B.Com. 1948) [পৃ: ৩২৩-২৪]

3. Draw up an imaginery balance sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein. (B. Com. 1942, '46) [পৃ: ৩২৫-২৭]

4. What is credit? Show how credit can be used as medium of exchange. (B.A. 1941) [পৃ: ৩২৮-৩০]

5. Distinguish between credit and cash and explain how credit effects an economy of cash. (B.Com. 1949) [পৃ: ৩২৮ ; ৩৩২]

6. Point out the influence of credit on production. (B.A. 1954) [পৃ: ৩৩০-৩১]

7. What are credit instruments? Discuss their utility. (B.A. 1945, Pat. 1944, All. 1943) [পৃ: ৩২৮-৩২]

8. Mention some instruments of credit and show how they economies the use of gold. (B.A. 1939) [পৃ: ৩২৮-৩২]

9. Point out the utility of credit. Distinguish between bank credit and commercial credit. (B.A. 1944, '49, '53) [পৃ: ৩৩০-৩৩]

10. What is money? Are cheques money? Give reasons for your answer. (B.A. 1950) "Both notes and cheques form part of our currency. There are differences, however". Discuss (B.Com. 1943, Pat. 1944) [পৃ: ৩৩৪-৩৫]

11. "Banks can only lend what the depositors have entrusted to them". Examine this view of the origin of the bank loans. (B.Com. 1945) "Every new loan by a bank creates an equivalent deposit" (B.Com. 1947) [পৃ: ৩৩৫-৩৮]

12. Discuss the limits to the power which banks have of manufacturing credit. (B.Com. 1938, '40) [পৃ: ৩৩৮-৪০]

13. Examine the influence of credit on prices. (B.A. 1938; Delhi '40; Dac. '37) [পৃ: ৩৪১-৪২]

14. "The art of banking, lies in being able to distinguish between Bill of Exchange and Mortgage". Explain and illustrate (B.Com. 1944) [পৃ: ৩৪২-৪৫].

15. Indicate the importance of the Clearing House System to modern banking. (B.Com. 1941; B.A. 1951) [পৃ: ৩৪৫-৪৭]

16. Describe the functions of Central Banks. (B.A. 1938, '48; Dac. '42, '43; All. '46, 48) What are the functions of a Central Bank? Discuss briefly the importance of the proper performance of these functions. (B.Com. 1951, '40) [পৃ: ৩৪৭-৫২]

17. Give a critical account of the different methods of controlling the issue of currency notes. (B.Com. 1946) Explain and comment on the fixed Fiduciary system of note issue. Point out the modifications introduced in Great Britain by the Currency and Bank Note Act of 1928. (B.Com. '43) [পৃ: ৩৫২-৫৫]

18. Describe the effects of a rise in the Bank rate of discount on the trade and industry of the country. (B.Com. 1939) Describe the effects on trade and industry of change in the rate of discount (B.A. 1939, '40) [পৃ: ৩৫৫-৫৯]

19. Discuss the aims and objects of bank rate manipulation and Open Market operation by the Central Banking Authorities. (Punj. 1939) [পৃ: ৩৬০-৬১]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়

International Trade and Foreign Exchange

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য—International Trade

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু নিছক রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে মাল ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য সীমায়িত থাকে না। বিভিন্ন জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করিয়া যখন নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে তখন উহা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য রূপে অভিহিত হয়। কোন একটি রাষ্ট্রের দিক হইতে বিচার করিলে, যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে উহা লিপ্ত হয়, উহা তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া কোন একটি দেশের অধিবাসীগণ অপর দেশের নিকট হইতে মাল ক্রয় করে আবার অপর দেশগুলিতে তাহাদের মাল বিক্রয় করে। বৈদেশিক মাল ক্রয় করিবার সময়ে তাহারা অপর দেশ হইতে মাল আনয়ন করে—ইহা হইল তাহাদের আমদানী (imports)। অপর পক্ষে বিদেশে মাল বিক্রয় করিবার কালে তাহারা বিদেশে মাল প্রেরণ করে—উহা হইল তাহাদের রপ্তানী (exports)। যে বস্তু একটি দেশের আমদানী তাহা অপর কোন দেশের রপ্তানী এবং যাহা একটি দেশের রপ্তানী তাহা অপর কোন দেশের আমদানী। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় যোগ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীই হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র পর্য্যালোচনা প্রয়োজন হয়, কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিস্থিতির সহিত তুলনায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

(১) পৃথিবীর অধিবাসী বৃন্দের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসের পদ্ধতির দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের ধারা নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদক উপাদানগুলির একই দেশের মধ্যে যেরূপ গতিশীলতা থাকে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে তদ্রূপ থাকে না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকের গতিশীলতা (mobility of labour) আচার

ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যের দরুণ, ব্যাহত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরীর হারে বিশেষ পার্থক্য থাকিয়া যায়। মজুরীর হারের পার্থক্য থাকিবার দরুণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রা উপার্জ্জনের স্তরে পার্থক্য থাকে এবং দামস্তরের পার্থক্য থাকে।

(২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং পারিপার্শ্বের মধ্যে পরিচালিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আইন প্রণয়ন এবং নীতি অনুসরণ করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনসমষ্টিকে প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন দেশে সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বিভিন্ন।

(৩) সকল দেশে মুদ্রা ব্যবস্থা সমান নহে—ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে মাল আমদানী রপ্তানীর সহিত বৈদেশিক মুদ্রা সমূহের মধ্যে বিনিময়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যে জটিল প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে, উহা প্রত্যেক দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যকে কিছু পরিমাণে নূতন তাৎপর্য্য প্রদান করে।

"বিভিন্ন দেশগুলি নিছক ভৌগোলিক এলাকাই নহে: ইহারা হইল নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমন্বিত এলাকা এবং সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাহাদের প্রতিবেশী দিগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা পৃথক কৃত। তাহাদের অবশ্যই স্বীয় মুদ্রা ব্যবস্থা এবং স্বীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকে। তাহাদের সামগ্রীর বাজার বাণিজ্য শুল্ক এবং কাষ্টম অফিসার দিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। পুঁজি রপ্তানীতে বাধা এবং দূরস্থিত শিল্পোদ্যোগে বৈদেশিক সরকারকে পুঁজি প্রদানে অনিচ্ছা—এই বিষয়গুলির দ্বারা তাহাদের পুঁজির বাজার অন্যান্য পুঁজির বাজার হইতে আংশিক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে। দেশান্তর গমনের পক্ষে সুযোগ সম্পর্কে জ্ঞানাভাব, যাতায়াতের খরচা, ভাষাগত সুবিধা প্রভৃতি যে সকল সাধারণ অন্তরায় থাকে, তাহার উপরেও অনুমতি পত্র এবং কোটা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাহাদের শ্রমের বাজার বহির্গমনের হাত হইতে রক্ষিত থাকে। সর্ব্বোপরি প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সরকার থাকে এবং এই সরকার জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে জাতীয় ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক সঙ্গতির যাতায়াতে যে আপেক্ষিক গতিহীনতা আছে তাহা বিবেচনা করা এবং কার্য্যে নিয়ামক রূপে জাতীয় কার্য্য ক্রমের সাধারণ নীতি প্রদান করা*—এই উভয় কার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বের প্রয়োজন আছে"। (কেয়ার্ণ ক্রস্)

*"We need a separate theory of international trade therefore, both to take account of the comparative immobility of pro-

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি—Basis of International Trade

উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতাই হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি অর্থাৎ এক এক দেশের এক এক পর্য্যায়ের সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকে। তবে কোন একটি দুইটী সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা বলিতে, অপর সকল সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা বুঝায় না। এখানে পারদর্শিতার বিচার করা হয়, খরচার ভিত্তিতে; একটি দেশ কতিপয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে অল্প খরচায় এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও, উহা করিতে তাহার অধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। অবশ্য একটি দেশ কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং সেহেতু অপর দেশ হইতে উহা আমদানী করিতেছে—অথবা আর একভাবে বলিলে,—কোন একটি বিশেষ সামগ্রী কোন একটি দুইটী দেশেই মাত্র উৎপাদিত হইতে পারে এবং সেহেতু সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ঐ বিশেষ সামগ্রী রপ্তানীর উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে,—এইরূপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিরল নহে; যথা চা, তামাক, পাট পৃথিবীর কয়েকটী সীমাবদ্ধ এলাকায় মাত্র উৎপাদিত হয়। কিন্তু শুধু এইরূপ একচেটিয়া সামগ্রীর আদান প্রদানের ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিলে উহার পরিসর খুবই সঙ্কুচিত থাকিত। এক একটি দেশের পক্ষে কোন একটি দুইটী সামগ্রী উৎপাদনে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ,—ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম ভিত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এই ভিত্তি অপেক্ষাকৃত কম।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে একই সামগ্রী বিভিন্ন দেশ উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু উহাদের উৎপাদনে যে খরচা পড়ে বিভিন্ন কারণে সেই খরচায় পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। খরচার এই পার্থক্যই বাস্তবক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তি। আসল বিবেচ্য হইল, একটি দেশ একাধিক সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে—কিন্তু যে সামগ্রী সমূহ সে স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে সেগুলির মধ্যে কতিপয় সামগ্রী সে স্বয়ং উৎপাদন করে এবং কতিপয় সামগ্রী স্বয়ং উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের নিকট হইতে আমদানী করিয়া লয়। স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ সামগ্রী সমূহের কোন্‌গুলি সংশ্লিষ্ট দেশ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন করিবে এবং কোন্‌গুলি স্বয়ং উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের নিকট

---

ductive resources between one country and another, and in order to furnish general principles of national policy as a guide to action."—Cairncross.

হইতে ক্রয় (আমদানী) করিয়া হইবে—ইহা নির্দ্ধারিত করা হইবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বিবেচনার দ্বারা। . . . . . "

উৎপাদন খরচার পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে—সম-পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (equal difference in cost), চূড়ান্ত পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (absolute difference in cost) এবং আপেক্ষিক পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (comparative difference in cost)।

(ক) **সমপার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (Equal difference in cost)**—
দুইটী দেশের মধ্যে প্রত্যেকটী, ধরা যাউক, দুইটী সামগ্রী উৎপাদন করে ; একটি দেশ অপর দেশ অপেক্ষা উভয় সামগ্রীই অধিক উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তবুও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী দুইটীর মধ্যে আনুপাতিক খরচা উভয় দেশেই সমান হইতে পারে। ধরা যাউক ভারত এবং পাকিস্থান এই দুইটী দেশের প্রত্যেকটী চাউল এবং পাট উৎপাদন করিতে পারে ; কিন্তু সমপরিমাণ খরচার ভিত্তিতে হিসাব করিলে চাউল এবং পাট উভয় সামগ্রীই পাকিস্থান ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে। যথা (শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন খরচা হিসাব করিয়া)

পাকিস্থানে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ পাট
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ মণ চাউল }

ভারতে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৪০ মণ পাট
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ২০ মণ চাউল }

এক্ষেত্রে পাকিস্থানে ১ মণ চাউল = ২ মণ পাট (৬০ ÷ ৩০ = ২)
এবং ভারতের ১ মণ চাউল = ২ মণ পাট (৪০ ÷ ২০ = ২)

এইরূপ অবস্থায়, কোন দেশই অপর দেশে চাউল (অথবা পাট) প্রেরণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে অপর দেশের নিকট হইতে পাট (অথবা চাউল) গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবে না, কারণ উভয় দেশেই প্রত্যেক সামগ্রীর অনুপাতে অপর সামগ্রীর উৎপাদন খরচা, এবং সেহেতু, দাম সমান। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীগুলিকে লইয়া সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব নহে।

(খ) **চূড়ান্ত পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (Absolute difference in cost)**—
বিভিন্ন সামগ্রীর আনুপাতিক উৎপাদন খরচায় দুইটী দেশের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে একটী দেশ কোন বিশেষ সামগ্রী অপর দেশ অপেক্ষা চূড়ান্ত ভাবে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে। ধরা যাউক

পাকিস্থানে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ চাউল
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ মণ চা

ভারতে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ মণ চাউল
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ চা

এক্ষেত্রে পাকিস্থানে ৩০ মণ চা = ৬০ মণ চাউল কিন্তু ভারতের ৩০ মণ চা = ১৫ মণ চাউল। এইরূপ হইলে ভারত হইতে চা প্রেরণ করা এবং ভারতে চাউল আমদানী করা লাভ জনক হইবে এবং এই ব্যবসা ততদিন চলিবে যতদিন ৩০ মণ চা প্রেরণ করিয়া ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে ১৫ মণের অধিক চাউল আমদানী করিতে পারিবে; পাকিস্থানের পক্ষে ভারতে চাউল প্রেরণ করিয়া চা আমদানী করাই লাভ জনক এবং এই লাভজনকতা বজায় থাকিবে যতক্ষণ পাকিস্থান ৬০ মণের কম চাউল দিয়া ৩০ মণ চা পাইতেছে। এক্ষেত্রে ব্যবধান এতই অধিক (পাকিস্থানে ১ মণ চা = ২ মণ চাউল এবং ভারতের ১ মণ চা = ১/২ মণ চাউল) যে ভারত হইতে পাকিস্থানে চা প্রেরণ এবং পাকিস্থান হইতে ভারতে চাউল প্রেরণ—এই ব্যবসা চিরকালই চলিতে থাকিবে। খরচার এই চূড়ান্ত পার্থক্যের দরুণ ভারত এবং পাকিস্থান প্রত্যেকে চা এবং চাউল উভয় সামগ্রীই উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও, চা উৎপাদন না করিয়া চাউল উৎপাদনে সকল সঙ্গতি প্রয়োগ করা পাকিস্থানের স্বার্থের অনুকূল এবং ভারতের স্বার্থের অনুকূল হইল চাউল উৎপাদন না করিয়া চা উৎপাদনে সকল সঙ্গতি নিয়োগ করা।

(গ) **আপেক্ষিক পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (Comparative difference in cost)**—উৎপাদন খরচায় চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিবার দরুণ দুইটী দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রচলনের বহু দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু উহা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল আপেক্ষিক খরচার পার্থক্য। প্রত্যেক দেশের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন খরচার রেশিও হিসাব করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের এই রেশিও তুলনা করা হয়। এই রেশিও তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি দেশ একাধিক সামগ্রীর প্রত্যেকটিই অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষা কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তবুও উহাদের মধ্যে কতিপয় সামগ্রী সে স্বয়ং উৎপাদন করে এবং কতিপয় সামগ্রী ঐ অপর দেশ হইতে আমদানী করিয়া আনে। ইহার কারণ হইল আলোচ্য দেশটী সব সামগ্রীগুলিই অপর দেশ অপেক্ষা কম খরচে উৎপাদনে সক্ষম হইলেও, উহাদের মধ্যে আবার দুই একটি বিশেষ সামগ্রী অপর দেশের তুলনায়, অপেক্ষাকৃত কম খরচে, উৎপাদন করিতে পারে। সেই

কারণে অপেক্ষকৃত কম খরচে যে সামগ্রীগুলি উৎপাদন করিতে পারে, উহার উৎপাদনেই সকল সঙ্গতি সংশ্লিষ্ট দেশটী নিয়োগ করে এবং অপর সামগ্রীগুলি অপর দেশ অপেক্ষা কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও, ঐ গুলি অপর দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। ধরা যাউক :—

পাকিস্থানে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৬০ মণ গম
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৬০ মণ চাউল

ভারতে { ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ২০ মণ গম
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৩০ মণ চাউল

সমপরিমাণ শ্রম ধরিয়া লইয়া খরচার অভিন্নতা ধরিয়া লওয়া হইতেছে তবে এই খরচার অভিন্নতা ধরিয়া লওয়া হইতেছে প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে ; পাকিস্থানে এবং ভারতে উভয় দেশেই যে শ্রমিকের মজুরী সমান এইরূপ অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, পাকিস্থানে একই খরচায় ৬০ মণ গম ও ৬০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ পাকিস্থানের মধ্যে ১ মণ গম = ১ মণ চাউল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে, একই খরচায়, গম উৎপাদন করিলে ২০ মণ পাওয়া যাইবে এবং চাউল উৎপাদন করিলে ৩০ মণ পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ একই খরচায় চাউল উৎপাদন হইবে গম অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক। সুতরাং ভারতে ১ মণ গম = $১\frac{১}{২}$ মণ চাউল।

কিন্তু পাকিস্থানে ১ মণ গম = ১ মণ চাউল।

অতএব পাকিস্থান ভারতে গম প্রেরণ করিয়া ভারত হইতে চাউল ক্রয় করিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের পরিবর্তে ১ মণের অধিক চাউল পাইবে এবং ভারত পাকিস্থানে চাউল চালান দিয়া গম আমদানী করিবে, যতক্ষণ সে দেড় মণের কম চাউল দিয়া এক মণ গম পাইবে। ১ মণ গমের পরিবর্তে $১\frac{১}{২}$ মণ চাউল দিতেও ভারত সক্ষম, কারণ ভারতের অভ্যন্তরে ১ মণ গম = ১৷৷০ মণ চাউল। এরূপ ক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে।

ইহাকে "আপেক্ষিক খরচার নিয়ম" (law of comparative cost) বলা হয়। ইহার কারণ হইল আলোচ্য দৃষ্টান্তে, গমই হউক বা চাউলই হউক, পাকিস্থান উভয় সামগ্রীই ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে। ভারত গম ও চাউল উভয় সামগ্রীই পাকিস্থান অপেক্ষা কম উৎপন্ন করিবে বটে কিন্তু গমের তুলনায় চাউল উৎপাদনে অধিকতর সুবিধা তাহার রহিয়াছে—ইহাই হইল তাহার

আপেক্ষিক সুবিধা। উহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে পাকিস্তানের 'অধিকতর' সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় গম উৎপাদনে।

এইরূপ আপেক্ষিক খরচার পার্থকের দরুণই আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি রূপে যাহা বোধ হয়, সেইরূপ বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি দেশ কোন একটি সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে, অথচ তাহা উৎপাদন না করিয়া অপর দেশ হইতে আমদানী করিতেছে। ইহার কারণ হইল ঐ দেশ ঐ সামগ্রীটী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলেও, অপর কোন দেশের তুলনায় অপর কোন সামগ্রী উৎপাদনে তাহার আপেক্ষিক সুবিধা আছে অধিক।* যে দেশের যে সামগ্রী উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা অধিক, সেই দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা (specialisation) অর্জ্জনে যত্নবান হয়; তাহার উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি অন্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োগ না করিয়া, যে সামগ্রী সমূহের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা আছে অধিক শুধু সেই সামগ্রী সমূহের উৎপাদনে নিয়োজিত হয়।

আন্তর্জ্জাতিক বিশেষত্বশীলতার বাধা—Hindrances to International Specialisation

"চূড়ান্ত খরচার পার্থক্য" অথবা "আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের" ভিত্তিতে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষত্বশীলতা বিধান যতখানি অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ততখানি অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার কারণ বিশেষত্বশীলতার পক্ষে বহুবিধ অন্তরায় :—

প্রথমতঃ, উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি হইলে, উহা বিশেষত্বশীলতার অন্তরায় হইতে পারে। অধিক উৎপাদনের দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইলে, একটি সামগ্রীর অধিক উৎপাদনে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে, খরচা বৃদ্ধির দ্বারা আপেক্ষিক সুবিধা অন্তর্হিত হইবে। এক্ষেত্রে যে সামগ্রীতে আপেক্ষিক সুবিধা কম এবং সেহেতু যে সামগ্রী কম উৎপাদন হইয়াছে তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির অধিক অবকাশ থাকিতে পারে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, পাকিস্তানে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক খরচার বৃদ্ধির নিয়ম ক্রিয়া করিলে, অধিক গম উৎপাদন না করা এবং কিছু পরিমাণ চাউল উৎপাদন করা পাকিস্তানের স্বার্থানুকূল হইবে।

* "It is the proportion of the [productive] factors in a region which determines its fitness for specific industries"—B. Ohlin.—Inter-regional and International Trade.

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচা বিশেষত্বশালতার অন্যতম প্রতিবন্ধক। পরিবহন খরচা যদি অধিক হয় তাহা হইলে একই সামগ্রীর অধিক উৎপাদনে নিয়োজিত থাকিয়া যে বিশেষত্বশীলতা বিধানের সুবিধা অর্জ্জন করা যাইত, তাহা অন্তর্হিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আপেক্ষিক সুবিধা সম্পন্ন সামগ্রীটির দেশের অভ্যন্তরেই এরূপ চাহিদা থাকিতে পারে যে সংশ্লিষ্ট দেশ উদ্বৃত্ত অপর কোন দেশকে প্রদান করিতে পারে না। ভারতের মধ্যে যদি চাউলের এরূপ চাহিদা হয় যে, ভারত পাকিস্থানকে চাউল প্রদান করিতে পারিবে না, তাহা হইলে পাকিস্থান নিছক গম উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, কোন সামগ্রীর হয়তো এরূপ বিশেষ গুণ থাকিতে পারে যাহাতে, আপেক্ষিক সুবিধা সম্পন্ন দেশের নিকট হইতে প্রতিযোগিতা লাভ করিয়াও ইহা বিক্রীত হইবে। এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন পরিত্যাগ করা হইবে না।

এই সকল কারণেই "বাস্তব জগতে, বিশেষত্বশালতা বিধান পরিপূর্ণতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত"। ["In the real world, at all events, specialisation is far from complete"—Cairncross]

আন্তর্জ্জাতিক মূল্যতত্ত্ব—Theory of International Value

আন্তর্জ্জাতিক মূল্য তত্ত্বের অর্থ হইল, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের উৎপাদিত সামগ্রী অপর দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর সহিত কি অনুপাতে বিনিময় হইবে সেই সম্পর্কিত তত্ত্ব—অর্থাৎ একটি দেশ তাহার রপ্তানী সামগ্রী কি পরিমাণ প্রদান করিয়া তাহার আমদানী সামগ্রীর কি পরিমাণ অপর দেশের নিকট হইতে লাভ করিবে। একটি দেশ এক পর্য্যায়ের সামগ্রী অপর দেশে প্রেরণ করিতেছে এবং অপর এক পর্য্যায়ের সামগ্রী অপর দেশ হইতে গ্রহণ করিতেছে—এক্ষেত্রে অপর দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কত পরিমাণ পাইবার জন্য নিজের উৎপাদিত সামগ্রীর সঠিক কত পরিমাণ প্রদান করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন—এই নির্ণয় কার্য্যই হইল আন্তর্জ্জাতিক মূল্যতত্ত্ব।

আপেক্ষিক খরচা তত্ত্ব (law of comparative cost) বিনিময়ে দুইটী সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়—সঠিক ভাবে বলিতে গেলে দুইটী সীমানার ইঙ্গিত প্রদান করে। সঠিক বিনিময়ের অনুপাত (exact proportion of exchange) কিন্তু ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না—সেই জন্য একটি দেশের আনুপাতিক মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য মূল্যতত্ত্ব প্রয়োগের-প্রয়োজন হয়।

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ পাকিস্থান ভারতে একমণ গম প্রেরণ করিয়া একমণের অধিক চাউল পাইবে ততক্ষণ পাকিস্থান ভারতে গম প্রেরণ করিয়া ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হইবে। ভারতও পাকিস্থানে চাউল প্রেরণ করিয়া পাকিস্থান হইতে গম আমদানী করিতে সম্মত হইবে যতক্ষণ ভারত ১।।৹ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং পাকিস্থানের গম এবং ভারতের চাউলের মধ্যে বিনিময়হার ১ মণ গম : ১।। মণ চাউল,—ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে না।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ঐ দুইটী সামগ্রীর সঠিক বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হইবে কিসের দ্বারা? উহা নির্দ্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা—অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার দ্বারা। যে দেশের পক্ষে, অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (elasticity of demand) খুবই অল্প—অর্থাৎ তাহার পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা বিশেষ উগ্র—সে দেশ নিজের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অধিক দিয়া অপর দেশের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের গমের চাহিদা যদি কম সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়—অর্থাৎ ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের গমের চাহিদা যদি বিশেষ উগ্র হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানের ১ মণ গম লইয়া ভারত উহার পরিবর্ত্তে অধিক, অর্থাৎ প্রায় ১।।৹ মণের কাছাকাছি, চাউল প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

অপর পক্ষে, কোন দেশের পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা যদি অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়, অর্থাৎ অপর দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা যদি তাহার নিকট সেইরূপ উগ্র না হয় তাহা হইলে অপর দেশের সামগ্রীর বিনিময়ে সে তাহার নিজের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণই দিবে। ভারতে যদি পাকিস্থানের চাউলের চাহিদা অধিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে ১ মণ পাকিস্থানী গমের বিনিময়ে ভারত নিজের চাউল ১।।৹ মণ অপেক্ষা যথাসম্ভব কম প্রদান করিবে।

অনুরূপভাবে পাকিস্থানের পক্ষে ভারতের চাউলের চাহিদা কিরূপ সঙ্কোচ প্রসারক্ষম তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপ হইতে পারে ভারতে পাকিস্থানী গমের চাহিদা কম, কিন্তু পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদা আরও কম। এক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক চাউল দিতে ভারত বাধ্য হইবে।

সুতরাং প্রত্যেক দেশের পক্ষে অন্য দেশের সামগ্রীর কিরূপ চাহিদা তাহারই পারস্পরিক-অনুপাতের দ্বারা দুই দেশের আমদানী রপ্তানীর সঠিক বিনিময় হার

নির্দ্ধারিত হইবে। আমদানী রপ্তানীর এই বিনিময় এই হার হইল "বাণিজ্য হার" (term of trade)।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) এবং বিভিন্নতার (diversity) জন্যই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক দেশেই উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি (productive resources) থাকে সীমাবদ্ধ পরিমাণে এবং কোন না কোন দিক হইতে বিচারে, বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির মধ্যে কিছু না কিছু বিভিন্নতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশ উহার সঙ্গতির পরিধি বৃহত্তর করে—দেশজ সামগ্রী ব্যবহারেই নিবদ্ধ না থাকিয়া অপর দেশের উৎপাদন-আধিক্যের সুযোগ গ্রহণ করে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে কোন দেশ যদি অস্বীকার করে, উহার অর্থ হইবে যে ঐ দেশ অকারণে নিজের যাহা নাই, অথবা খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে আছে তদ্রূপ বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতেছে। শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই নহে, শ্রম ও পুঁজির ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য। এক দেশে যদি পটু শ্রমিকের প্রাচুর্য্য থাকে এবং অপর ক্ষেত্রে যদি থাকে অপটু শ্রমিকের প্রাচুর্য্য তাহা হইলে যথাক্রমে পটু শ্রমিকের উৎপাদিত সামগ্রী এবং অপটু শ্রমিকের উৎপাদিত সামগ্রীর মাধ্যমে উহাদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলিলে উভয় দেশই লাভবান হইবে। অনুরূপ ভাবে এক দেশে যদি পুঁজির তুলনায় শ্রমিক অধিক দুষ্প্রাপ্য হয় এবং অপর দেশে যদি শ্রমিকের তুলনায় পুঁজি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশই লাভবান হইবে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম, পুঁজি এবং ভূমির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতাতেই যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহাই নহে ; বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ ধরণের শ্রমে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রমিকের) বিশেষ ধরণের পুঁজিতে এবং বিশেষ ধরণের ভূমিতে আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দিক হইতেও পার্থক্য আছে। এইরূপ এক একটি উৎপাদক উপাদানের (factor of production) পৃথক পৃথক পর্য্যায় (type) থাকিবার এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকিবার দরুণ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশই লাভবান হয়। এইরূপ লাভের অবকাশ থাকে বলিয়াই একটি কৃষিগত দেশ অপর একটি কৃষিগত দেশের সহিত বা একটি শিল্পোন্নত দেশ অপর একটি শিল্পোন্নত দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। যেখানেই কোন উপাদান (বা কোন উপাদানের একটি বিশেষ পর্য্যায়) অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে থাকিবে, সেখানেই যে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে

তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং প্রধানতঃ ঐ উপাদানের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। এই যুক্তি অনুসারেই, প্রধানতঃ দুষ্প্রাপ্য উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দেশটী প্রথম ধরণের সামগ্রী (অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাহা সস্তা) রপ্তানী করিবে দ্বিতীয় ধরণের সামগ্রী (অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাহা দুর্ম্মূল্য) আমদানী করিবে। এইরূপ আমদানী রপ্তানী হইতে দেশটী সুনিশ্চিত লাভ পাইবে কারণ আমদানীর দ্বারা উহা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য উপাদানের উপর চাপ লাঘবে সহায়তা পাইবে এবং রপ্তানীর দ্বারা উহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রাপ্তব্য উপাদানের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বাহিরে যাইবার পথ লাভ করিবে।

বিভিন্ন দেশের উৎপাদক উপাদানের আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের উপরেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের লাভ নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই হইল আপেক্ষিক সস্তার (comparative cheapness) সুবিধা গ্রহণ করা—উৎপাদক উপাদানগুলির মূল্য যদি সকল দেশেই সমান হয় তাহা হইলে কোন একটি সামগ্রী এক দেশ অপেক্ষা অপর দেশে সস্তা হইবে না। উৎপাদক উপাদান গুলির পার্থক্যের দরুণই একটি দেশে কতিপয় সামগ্রী সস্তা এবং অপর একটি দেশে অপর কতিপয় সামগ্রী সস্তা—সুতরাং দুই দেশের মধ্যে যে সামগ্রীগুলি সস্তা সেগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হয়। বাণিজ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহার বৃদ্ধির সহিত বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমতা উপস্থিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের উৎপাদক-উপাদানের পারিশ্রমিকে যে সমতা উপস্থিত হইবে, তাহা নহে; উৎপাদক উপাদানগুলি যদি অবাধে এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাইতে পারিত তাহা হইলে ঐরূপ ঘটিত বটে কিন্তু উহার পথে বহুবিধ বাস্তব অন্তরায়। সামগ্রী চলাচলের দ্বারা উৎপাদক উপাদান চলাচলের অভাব পূরণ করা হয়।

"সমগ্রভাবে কোন একটি জনসমষ্টির নিকট বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা সুস্পষ্ট। সম্পূর্ণভাবে দেশজ সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে যে ক্ষতি ইহাকে ভোগ করিতে হইত—অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি, রপ্তানী সামগ্রীর উৎপাদন হইতে আমদানী সামগ্রীর পরিবর্ত্ত (subtitutes) উৎপাদনে পরিবর্ত্তন করিলে যে ক্ষতি ইহাকে পাইতে হইত—তাহার দ্বারাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য হইতে ইহার দ্বারা লব্ধ সুবিধা পরিমাপ করা যায়। অধিকাংশ দেশের পক্ষেই এই ক্ষতি খুব অধিক হইত এবং সেই অনুপাতে বাণিজ্য হইতে যে সুবিধা তাহারা পায় তাহা খুবই অধিক—

এতই অধিক যে জনসমষ্টির কোন অংশের পক্ষেই ইহার অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকা যে বিরল, তাহা অনায়াসেই বলা চলে"।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—Free Trade and Protection.

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে পারে। এই নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের দ্বারা রাষ্ট্র কোন সামগ্রীর আমদানীতে অথবা কোন সামগ্রীর রপ্তানীতে কোনরূপ কৃত্রিম বাধা প্রদান করে না অথবা উৎসাহও প্রদান করে না। আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এই নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনকে "অবাধ বাণিজ্য" (free trade) রূপে অভিহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র এই নিরপেক্ষতার নীতি পরিহার করিয়া থাকে; নিরপেক্ষতার নীতি পরিহার করিবার তাৎপর্য্যই হইল, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ধারার যে অংশের সহিত দেশটী সংশ্লিষ্ট, তাহার কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ; অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। এই উদ্দেশ্য হইল দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা। সাধারণতঃ যে উপায়ে সংরক্ষণকে কার্য্যকরী করা হয় তাহা হইল আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিয়া। অবশ্য সংরক্ষণ না থাকিলেও প্রত্যেক দেশের সরকারই বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইয়া থাকেন—কিন্তু উহার উদ্দেশ্য থাকে নিছক রাজস্ব সংগ্রহ। নিছক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরোপিত শুল্ক সংরক্ষণ নহে। সংরক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে সরকার সাধারণ রাজস্ব শুল্ক অপেক্ষাও অধিক শুল্ক আরোপ করিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সামগ্রী যদি অধিক শুল্ক প্রদান করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে যে দামে উহা বিক্রয় হইবে তাহার বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত শুল্ক আমদানীকারী প্রদান করে না বা রপ্তানীকারী প্রদান করে না,—উহা দামের সহিত যোগ করিয়া সাধারণ ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই ভাবে আমদানী সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং দেশীয় পণ্যের কাটতি হইবে অধিক।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Free Trade

(১) অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত হইলে 'আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের' সুবিধা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন খরচার পার্থক্যের উপরই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব মূলতঃ নির্ভরশীল। অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণের দ্বারাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই মৌলিক সুবিধার পরিপূর্ণ প্রাপ্তি লাভ সম্ভব।

(২) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে কৃত্রিম ভাবে প্রতিযোগিতা ব্যাহত করা হয় না। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কৃত্রিম ভাবে যদি ব্যাহত করা না হয় তাহা হইলে দেশীয় শিল্পপতিগণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া যথাসম্ভব কম খরচায় সর্ব্বাধিক দক্ষতা সহকারে উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইবে। পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে শিল্পপতিগণকে সর্ব্বদাই দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী সস্তায় ক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করিয়া জনসাধারণ লাভবান হইবে।

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ নির্দ্ধারণে বাধা যে শুধুই একতরফা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; উহা পারস্পরিক বা দুইতরফা হইতে পারে। দেশের মধ্যে বিদেশী সামগ্রী বিক্রয়ে যদি কৃত্রিম বাধা আরোপিত হয়, তাহা হইলে বিদেশগুলিও তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় এদেশের সামগ্রী বিক্রয়ে বাধা দিবে। যে অনুপাতে এইরূপ বাধা ও প্রতিবাধা আরোপিত হইবে, তদনুপাতেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সঙ্কুচিত হইবে। অবাধ বাণিজ্যের মধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Protection

(১) দেশের মধ্যে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিলে তবেই দেশে সম্পদ সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ঘটিবে। আবার, বর্ত্তমানের সম্পদ উৎপাদনের মধ্যেই সকল প্রচেষ্টার সার্থকতা নিহিত নাই—জনসমষ্টির উপার্জ্জনের ক্রমবর্দ্ধমান অবকাশ সৃষ্টিরও প্রয়োজন; সেই দিক হইতেও পুরাতন শিল্পের প্রসার এবং নূতন শিল্পের স্থাপন প্রয়োজন। শিল্পের যত প্রসার হইবে, ততই কর্ম্ম সংস্থান (employment) বৃদ্ধি পাইবে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া সংরক্ষণের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়। সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে কৃত্রিম অন্তরাল সৃষ্টি করিলে দেশের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি হইবার এবং কর্ম্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাইবার অধিকতর অবকাশ সৃষ্টি হইবে।

(২) শিল্পের প্রসার এবং শিল্পের বলিষ্ঠতা নির্ভর করে শিল্পজাত সামগ্রীর বাজারের উপর। পণ্যের বাজার যদি সঙ্কুচিত হয় তাহা হইলে বলিষ্ঠ সংগঠন যুক্ত শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয় না—সঙ্কুচিত বাজারে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রেরণা থাকে না, বিস্তারিত শ্রম বিভাগ রূপ উৎকৃষ্ট সংগঠন ব্যবস্থা অবলম্বনের অবকাশ থাকে না কিন্তু দেশের পণ্যের বিদেশীয় বাজার নানা কারণে অনিশ্চিত—নানা কারণে আকস্মিক ভাবে বৈদেশিক বাজার হইতে দেশীয় পণ্য বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং দেশীয় পণ্যের জন্য যতটা সম্ভব দেশী বাজার সংরক্ষণ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

(৩) শিল্পের বৈচিত্র্য বিধান প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজন থাকিতে পারে। একটি দেশের মধ্যে কেবল এক ধরণের মাত্র শিল্প গঠিত থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন ঐ এক প্রকার শিল্পের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল থাকিবে। এইরূপ পরিস্থিতি কিন্তু দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কারণ কোন কারণে ঐ বিশেষ শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইলে, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) কেহ কেহ অভিমত প্রদান করেন, আধুনিক জগতের অস্থির পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মপর্য্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। জনসমষ্টির জীবনে যে সকল সামগ্রীর অবশ্য প্রয়োজন সেগুলিকে দেশের মধ্যেই যথাসম্ভব উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় থাকিতে দেশের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থা না করিলে আকস্মিক কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে সমগ্র জনসমষ্টিকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে ; আপৎকালে পরমুখাপেক্ষী থাকিবার অভ্যাস সমগ্র দেশকে বিশেষ বিপদে ফেলিতে পারে। সুতরাং আপাততঃ কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দ্বারা দেশের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে দেশকে স্বাবলম্বী করিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া বিধেয়।

(৫) বহু দেশ আছে যেগুলিকে বর্ত্তমানে অনগ্রসর দেশরূপেই বিবেচনা করা হয় কিন্তু অগ্রসর দেশে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ইহাদের থাকে। ইহারা শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর নহে, কিন্তু শিল্পোন্নতির জন্য যে যে উপাদান প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রতিযোগিতায় এই সকল অনগ্রসর দেশগুলি তাহাদের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা পরিপূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি হইতে যে মাল আমদানী করা হয় স্বভাবতঃই তাহার দাম সস্তা হয়, উহার সহিত অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া যথাযথ ভাবে গড়িয়া উঠা দেশীয় শিল্পের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার কারণ হইল, একটি নূতন শিল্প পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের ন্যায় সমভাবে দক্ষতা সহকারে এবং কম খরচায় সামগ্রী উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকে শিশুর সহিত তুলনা করিয়া শিশু শিল্পরূপে অভিহিত করা হয়। শিশুর মধ্যে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং এই সম্ভাবনা উপলব্ধির জন্য প্রথম দিকে তাহার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন—অনগ্রসর

দেশে একাধিক শিল্পেরও সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দ্বারা উহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা একান্ত কর্তব্য।

(৬) বৈদেশিক ডাম্পিং প্রতিরোধ করিবার জন্য সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করা সমর্থন যোগ্য হইতে পারে। কোন বিশেষ সামগ্রীর কোন একটি দেশে অতি-উৎপাদন (over production) ঘটিয়া যাইতে পারে, অথচ উৎপাদনকারী উহা দেশের মধ্যে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে। এই কুণ্ঠার কারণ হইল, অতি-উপাদানের দরুণ দাম হ্রাস পায় কিন্তু কম দামে দেশের বাজারে বিক্রয় করিলে, দেশের বাজার নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সামগ্রী সস্তায় বিক্রয় করা হয়, দেশের মধ্যে নহে— বাহিরের বাজারে অর্থাৎ বিদেশে। ইহার দ্বারা তাহারা দেশের বাজার বজায় রাখে অথচ বিদেশের বাজার দখল করে; ইহাকে বলা হয় ডাম্পিং। যে দেশে এইরূপ ডাম্প-সামগ্রী প্রবেশ লাভ করে, সে দেশের অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং ডাম্প-সামগ্রীর প্রবেশে বাধা দিবার জন্য সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক বিনিময়—Foreign Exchange

একই দেশের অধিবাসী নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিলে, তাহাদের নিজেদের দেশের মুদ্রার দ্বারা দেনা পাওনা মিটাইয়া থাকে—এক্ষেত্রে মুদ্রার পার্থক্য জনিত কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। কিন্তু যখনই দুইটী বা ততোধিক ভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, তখনই মুদ্রার পার্থক্য জনিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এক দেশের মুদ্রা মুদ্রা হিসাবে অপরাপর দেশে চলিবে না, সুতরাং যে দেশ হইতে মাল ক্রয় করা হয়, সেই দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তবেই উহার মূল্য প্রদান করা হইবে। 'ক' যদি 'খ' এর নিকট হইতে কিছু ক্রয় করে এবং 'ক' ও 'খ' যদি একই দেশের অধিবাসী হয় তাহা হইলে যে মুদ্রা দ্বারা 'ক' 'খ' কে মূল্য প্রদান করিবে, উহা 'ক' এরও মুদ্রা 'খ' এরও মুদ্রা; কিন্তু 'ক' ও 'খ' যদি দুইটী ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে 'ক' তাহার দেশের মুদ্রাকে 'খ' দেশের মুদ্রায় পরিণত করিয়া তবেই 'খ' কে মূল্য প্রদান করিবে।* একটি দেশের সীমানার বাহিরে উহার পণ্যের প্রচলন থাকে কিন্তু মুদ্রার আইনগ্রাহ্য প্রচলন থাকে না—সেই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহিত আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এক দেশ হইতে অপর দেশে মূল্য প্রদান ঘটিলেই, দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন ঘটে। দেশীয় ক্রেতার বা বিক্রেতার

*অথবা 'খ' ক এর দেশের মুদ্রা গ্রহণ করিবে কিন্তু উহা নিজ দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিয়া লইবে।

হুণ্ডিতে যে বৈদেশিক মুদ্রা, তাহাই বৈদেশিক বিনিময় (foreign exchange) রূপে পরিচিত; নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দেশীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে কতগুলি বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে, তাহা বৈদেশিক বিনিময় হার (foreign exchange rate) রূপে অভিহিত হয়।

বৈদেশিক বিনিময় বাজার—Foreign Exchange Market

বৈদেশিক বিনিময় বাজারের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময় কার্য্য সাধিত হয়। এক সময়ে "বৈদেশিক বিনিময় বাজার" বলিতে বৈদেশিক হুণ্ডির বাজারই বুঝাইত—বৈদেশিক হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা বৈদেশিক মূল্য গ্রহণ বা প্রদান করা হইত। বর্ত্তমানেও অবশ্য বিনিময় বাজারে হুণ্ডির ক্রয় বিক্রয় ঘটে তবে বিনিময় বাজার এক্ষণে প্রধানতঃ একটি মুদ্রার সহিত অপর একটি মুদ্রার প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সহিতই সম্পর্কিত। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, বৈদেশিক বিনিময় বাজারে, 'বাজার' শব্দটীর কোন স্থানগত তাৎপর্য্য নাই—বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ীগণ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হয় না। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যেও এই বাজার সীমাবদ্ধ নহে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক কেন্দ্রের (financial centres) মধ্যে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা, অতিক্রুত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে নিছক বৈদেশিক ব্যাঙ্কনোটই বুঝায় না। একই দেশের মধ্যে মূল্য প্রদানে যেরূপ নগদের পরিবর্ত্তে চেক্ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় কালে, চেক্ (অথবা উহার অনুরূপ দলিলের) দ্বারা লেনদেন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক দেশের ব্যাঙ্ক আমানতের দ্বারা আর এক দেশের ব্যাঙ্ক আমানত ক্রয় করা হয় এবং মূল্য প্রদান করা হয় চেকের দ্বারা। ডলারের পরিবর্ত্তে যদি পাউণ্ড বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পাউণ্ড বিক্রেতা তাহার লণ্ডন ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া দেয় এবং উহার বিনিময়ে নিউ-ইয়র্ক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক্ পায়। কিন্তু চেক্ যাতায়াতে সময় লাগে বলিয়া বর্ত্তমানে টেলিগ্রাফিক হস্তান্তরের (telegraphic transfer) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ডলারের বিক্রেতা পাউণ্ডের মালিককে চেক্ প্রদান না করিয়া তাহার নিউইয়র্কস্থিত ব্যাঙ্ককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ডলার প্রদান করিবার জন্য টেলিগ্রাফ মারফৎ নির্দ্দেশ প্রদান করিবে।

উচ্চ ও নিম্ন বিনিময় হার—High and Low Rates of Exchange

কোন সামগ্রীর দাম যেরূপ সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত থাকে না, কোন দেশের বৈদেশিক বিনিময় হারও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। সামগ্রীর দামে

যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোন একটি সামগ্রীর দাম বলিতে দুইটী বিষয়ের মধ্যে রেশিও বুঝায়, একটি বস্তু হইল সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটী এবং অপর বস্তুটী হইল ঐ সামগ্রীটীর বিনিময়ে প্রাপ্তব্য বা প্রদেয় মুদ্রা। অনুরূপ ভাবে, কোন একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারও হইল দুইটী বস্তুর মধ্যে, একটি হইল সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রা, অপরটী হইল কোন বৈদেশিক মুদ্রা। সাধারণ সামগ্রার দামে যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, অপর কোন দেশের মুদ্রার অনুপাতে সেরূপ একটি দেশের মুদ্রার মূল্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

'ক' দেশের একটি মুদ্রার দ্বারা যদি 'খ' দেশের তিনটী মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হইল ১ : ৩। কিন্তু 'ক' দেশের একটি মুদ্রার দ্বারা যে 'খ' দেশের তিনটী মুদ্রাই চিরকাল পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই,—বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি অনুযায়ী, কখন উহার অধিক পাওয়া যাইতে পারে, কখন উহা অপেক্ষা অল্প পাওয়া যাইতে পারে; অর্থাৎ বিনিময় হার কখনও ১ : ৪ হইতে পারে আবার কখনও ১ : ২ হইতে পারে। 'ক' এর দিক হইতে দেখিলে, বিনিময় হার যখন ১ : ৪ হইবে, তখন 'ক' এর বিনিময় হার উচ্চতর হইল (ইহা ক এর পক্ষে অনুকূল); অপর পক্ষে বিনিময় হার যখন ১ : ২ হইবে তখন 'ক' এর বিনিময় হার হইল নিম্ন (ইহা 'ক' এর পক্ষে প্রতিকূল)। উচ্চ বিনিময় হারে (high rate of exchange) দেশের সম পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশের অধিক পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায়; নিম্ন বিনিময় হারে দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশের মুদ্রা পাওয়া যায় কম পরিমাণে।

বাণিজ্য ব্যালান্স—Balance of trade

একটি দেশ মোট যত পরিমাণ মাল রপ্তানী করিয়াছে তাহার মূল্য এবং মোট যত পরিমাণ মাল আমদানী করিয়াছে তাহার মূল্য—এই দুইটীর তুলনামূলক হিসাবকে "বাণিজ্য ব্যালান্স" (balance of trade) রূপে অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রত্যেক দেশই অপর দেশে সামগ্রী প্রেরণ করে এবং অপর দেশ হইতে সামগ্রী আনয়ন করে। একটি দেশ অপর দেশ সমূহে যে মাল প্রেরণ (অর্থাৎ রপ্তানী) করে উহার মূল্য হিসাবে ঐ দেশ অপর দেশ সমূহের নিকট হইতে মুদ্রা পাইবে। অপর পক্ষে একটি দেশ অপরাপর দেশ হইতে যে মাল আনয়ন (অর্থাৎ আমদানী) করে উহার মূল্য হিসাবে ঐ দেশ অপরাপর দেশ গুলিতে মুদ্রা প্রদান করিবে। মাল রপ্তানী করিলে একটি দেশ পাওনাদারে পরিণত হইবে এবং মাল আমদানী করিলে উহা দেনাদারে পরিণত হইবে। প্রত্যেক দেশই

রপ্তানী ও আমদানী করিতেছে—সুতরাং প্রত্যেক দেশই একই সঙ্গে পাওনাদার ও দেনাদার।

আমদানী এবং রপ্তানীর তুলনা মূলক হিসাব হইল, বাণিজ্য ব্যালান্স। একটি দেশ যত মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে এবং যত মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে উহা যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে সমতুল (even balance of trade)। কিন্তু রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহার বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে অনুকূল (favourable balance of trade); অপর পক্ষে আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে প্রতিকূল (unfavourable balance of trade)।

বাণিজ্য ব্যালান্স ও বৈদেশিক বিনিময় হার—Balance of Trade and Foreign Rate of Exchange

যে কোন দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সের সহিত উহার মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক পারস্পরিক, নিছক একতরফা নহে। বাণিজ্য ব্যালান্সের দ্বারা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার বিনিময় হারের দ্বারাও বাণিজ্য ব্যালান্স প্রভাবান্বিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স কি ভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে

একদিকে আমদানীর মূল্য এবং অপর দিকে রপ্তানীর মূল্য—ইহাদের তুলনা মূলক হিসাব হইল বাণিজ্য ব্যালান্স। একটি দেশ অপরাপর দেশ সমূহ হইতে যে মাল আমদানী করিবে, সেই মালের মূল্য সে অপর দেশকে প্রদান করিতে বাধ্য; কিন্তু এই মূল্য প্রদান করা হইবে কি ভাবে? এই মূল্য প্রদান করা হইবে দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করিয়া—অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রা প্রদান করিয়া উহার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়া। এক্ষেত্রে দেশীয় মুদ্রার যোগান দেওয়া হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা করা হইবে। ধরা যাউক ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে এবং ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট হইতে মাল আমদানী করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড আমেরিকাকে মূল্য প্রদান করিবে, এই মূল্য প্রদানের জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার পাউণ্ড বিক্রয় করিয়া আমেরিকার ডলার ক্রয় করা প্রয়োজন হইবে: অর্থাৎ পাউণ্ডের যোগান হইবে এবং ডলারের চাহিদা হইবে।

অপর পক্ষে একটি দেশ অপরাপর দেশ সমূহে যে মাল রপ্তানী করিবে সেই মালের মূল্য ঐ দেশের পক্ষে অপর দেশের নিকট হইতে পাওনা হইবে। কিন্তু এই মূল্য আদায় হইবে কি ভাবে? এই মূল্য আদায় হইবে ঐ দেশের মুদ্রাতেই।

যে দেশে ঐ দেশ রপ্তানী করিয়াছে সেই দেশ মালের ক্রেতা। মাল ক্রয়কারী দেশ স্বীয় মুদ্রার বিনিময়ে মাল রপ্তানীকারী দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিবে; অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রদান করিয়া মাল রপ্তানীকারী দেশের মুদ্রা ক্রয় করিবে। ধরা যাউক ইংলণ্ড আমেরিকায় মাল প্রেরণ করিল—উহা ইংলণ্ডের রপ্তানী। আমেরিকা ইংলণ্ডকে ঐ মালের মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে—এবং উহা সে করিবে তাহার নিজস্ব মুদ্রা ডলারকে ইংলণ্ডের পাউণ্ডে পরিণত করিয়া। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময়ে পাউণ্ড ক্রয় করা হইবে—ডলারের যোগান হইবে এবং পাউণ্ডের চাহিদা হইবে।

এরূপ যদি হয় যে একটি দেশ অপর দেশে যতমূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে অপর দেশ হইতে ঠিক ততমূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে—অর্থাৎ উহার বাণিজ্য ব্যালান্স যদি সমতা বিশিষ্ট হয় (balance of trade is even)—তাহা হইলে ঐ দেশ অপর দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে চাহিদা করিবে অপর দেশও ঐ দেশের মুদ্রা সেই পরিমাণেই চাহিদা করিবে। একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা চাহিদা করিলে, উহার জন্য নিজের মুদ্রার যোগান দিবে। উভয়ের পারস্পরিক মুদ্রার চাহিদা যদি সমান হয় তাহা হইলে পারস্পরিক মুদ্রার যোগানও সমান হইবে। এক্ষেত্রে বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে।

কিন্তু বাণিজ্য ব্যালান্স যদি সমতা বিশিষ্ট না হইয়া অনুকূল (favourable) অথবা প্রতিকূল (unfavourable) হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক বিনিময় হারে পরিবর্ত্তন ঘটাই স্বাভাবিক। ধরা যাউক, ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে যত মূল্যের মাল ক্রয় (আমদানী) করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল আমেরিকাকে বিক্রয় (রপ্তানী) করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড তাহার আমদানীর মূল্য মিটাইবার জন্য পাউণ্ড দিয়া ডলার চাহিবে, এবং আমেরিকা তাহার আমদানীর মূল্য (আমেরিকার যাহা আমদানী তাহাই ইংলণ্ডের রপ্তানী) মিটাইবার জন্য ডলার দিয়া পাউণ্ড চাহিবে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে, ইংলণ্ডের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক সেহেতু ইংলণ্ড তাহার প্রয়োজনীয় ডলার সংগ্রহের জন্য যত পরিমাণ পাউণ্ড যোগান দিবে, আমেরিকা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাউণ্ড ডলারের বিনিময়ে চাহিদা করিবে। সুতরাং ডলারের বিনিময় প্রাপ্তব্য পাউণ্ডের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যাইবে। আরও সরল ভাবে বলিতে গেলে, ইংলণ্ড যে পরিমাণে আমেরিকার ডলার চাহিদা করিবে, আমেরিকা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডের পাউণ্ড চাহিদা করিবে। সুতরাং ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; পূর্ব্বে যদি ১ পাউণ্ড : ৩ ডলার ছিল অনুমান করি, এক্ষণে উহা হয়তো ১ পাউণ্ড : ৪ ডলার

হইল। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বিনিময় হার বৃদ্ধি হইল (rise in the foreign exchange)।

বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যালান্স যদি প্রতিকূল (unfavourable balance of trade) হয়, তাহা হইলে আমেরিকা যত পরিমাণ ডলার দিয়া ইংলণ্ডের পাউণ্ড চাহিবে, ইংলণ্ড তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ডলার চাহিবে এবং উহার জন্য আমেরিকার প্রয়োজনাতিরিক্তও পাউণ্ডের যোগান দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাইবে। পূর্ব্বে যদি ১ পাউণ্ড=৩ ডলার ছিল, এক্ষণে হয়তো ১ পাউণ্ড=২ ডলার হইল।

অতএব সমতা বিশিষ্ট বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার অপরবর্ত্তিত

অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার বৃদ্ধি

প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার হ্রাস

বিনিময় হার কি ভাবে বাণিজ্য ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে

আমরা যখন নিজ দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রার বিনিময় করি, তখন ঐ বিনিময়ের অন্তরালে সামগ্রীর আদান প্রদান লুক্কায়িত থাকে—কত পরিমাণ সামগ্রী আমরা অপর দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারি অথবা কত পরিমাণ সামগ্রী আমরা অপর দেশে বিক্রয় করিতে পারি। বিনিময় হার নির্দ্ধারিত করে আমাদের দেশের কত পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের কত পরিমাণ মুদ্রা লাভ করিতে পারিব এবং স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমরা অপর দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করি অপর দেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার জন্য ও বিদেশীগণ আমাদের মুদ্রা সংগ্রহ করে আমাদের দেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার নিমিত্ত। সুতরাং আমরা বিদেশ হইতে কত পরিমাণ মাল ক্রয় করিব এবং বিদেশীগণ আমাদের নিকট হইতে কত পরিমাণ মাল ক্রয় করিবে, তাহা আমাদের ও তাহাদের মুদ্রার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিনিময় হারের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা লাভ করিতে হইলে, যদি দেশের মুদ্রা অধিক পরিমাণে প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রা হইবে সস্তা; উহাকে বলা হয় মুদ্রাপকর্ষ (depreciation of currency)। একটি দেশের মুদ্রাপকর্ষ বলিতে বুঝায়, উহার বিনিময় হারের স্বল্পতা (low rate of exchange)। যে দেশের মুদ্রাপকর্ষ ঘটে, বিদেশীগণ সেই দেশের মাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে প্রণোদিত হয়; কারণ মুদ্রাপকর্ষ ঘটিলে, বিদেশীগণ তাহাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিয়া এদেশের মুদ্রা অধিক পরিমাণে পাইবে এবং অধিক পরিমাণে

এদেশের মুদ্রা পাইবে বলিয়া এদেশের মাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। ধরা যাউক, ১টি মার্কিণ ডলার ৩টী ভারতীয় টাকার সমান ছিল, অর্থাৎ বিনিময় হার ছিল ১ ডলার=৩ টাকা; কিন্তু বিনিময় হার পরিবর্ত্তনের দ্বারা ১টি ডলার ৫টী টাকার সমান হইল অর্থাৎ বিনিময় হার হইল ১ ডলার=৫ টাকা। এক্ষেত্রে টাকার অপকর্ষ (depreciation of rupee) ঘটিল। এক্ষেত্রে দেখা যাইবে, একজন আমেরিকাবাসী পূর্ব্বে তাহার নিজের একটি ডলার দিয়া ভারত হইতে ৩৲ টাকা মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইতে পারিত, এক্ষণে সে সেই একই ডলার দিয়া ভারত হইতে ৫৲ টাকা মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে। মার্কিণ দেশের অধিবাসীদিগের নিকট ভারতীয় পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে এবং সেহেতু ঐ দেশে ভারতীয় পণ্যের কাট্‌তি হইবে অধিক। এদেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে কিন্তু মুদ্রাপকর্ষের দ্বারা আমদানী হ্রাস পাইবে; কারণ পূর্ব্বে এদেশের ৩৲ টাকার দ্বারা ওদেশের ১ ডলার পাওয়া যাইত—অর্থাৎ এক ডলারের সমান মাল ক্রয় করিতে পারা যাইত; এক্ষণে ১ ডলার মূল্যের মাল মার্কিণ দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে গেলে ৫৲ টাকা দিতে হইবে। সুতরাং মুদ্রাপকর্ষ হইয়াছে যে দেশের, সে দেশের নিকট অপর দেশের দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইবে এবং সেই কারণে অপর দেশ হইতে উহা কম পরিমাণেই মাল ক্রয় করিয়া আনিবে—অর্থাৎ আমদানী কমিবে। অতএব, কোন দেশের বিনিময় হারের পতন ঘটিলে, উহার রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স সৃষ্টির দিকে প্রবণতা ঘটে।

অপর পক্ষে বিনিময় হারে উত্থান ঘটিলে উহার বিপরীত ফলাফল সংঘটিত হইবে। আমাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা যদি অধিক পরিমাণে লাভ করা যায় তাহা হইলে বিনিময় হারের বৃদ্ধি (appreciation of the exchange) ঘটিয়াছে বলা হয়। এক্ষণে যদি ৫৲ টাকা দিয়া ১ ডলার পাওয়া যায় এবং পরে যদি ৫৲ টাকা দিয়া ১।॰ ডলার পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হইবে। বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে, আমরা আমাদের মুদ্রা একই পরিমাণের দ্বারা বিদেশী মুদ্রা পাইব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ঐ বিদেশী মুদ্রার দ্বারা বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিব। সুতরাং আমাদের দেশের মুদ্রার যদি বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমরা আমাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশী সামগ্রী অধিক পরিমাণে পাইব; অর্থাৎ আমাদের নিকট বৈদেশিক পণ্যের দাম সস্তা হইবে। বিদেশ হইতে

সামগ্রীর আমদানী আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমদানী যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে, রপ্তানী সেরূপ হ্রাস পাইবে। রপ্তানী হ্রাস পাইবার কারণ হইল, আমাদের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে, বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ আমাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রা পাইবার জন্য তাহাদের দেশের মুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ১ ডলার দিয়া যেখানে ৫৲ টাকা পাওয়া যাইত, সেখানে ৫৲ টাকা পাইতে হইলে বিদেশীকে ১৷৷৹ ডলার দিতে হইবে—অর্থাৎ বিদেশীগণ আমাদের দেশের ৫৲ টাকার মতন সামগ্রী ১ ডলার দিয়া ক্রয় করিতে পারিত এক্ষণে সেই একই ৫৲ টাকার মতন সামগ্রী তাহাদিগকে ১৷৷৹ ডলার দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। আমাদের দেশের সামগ্রী বিদেশের নিকট দুর্ম্মূল্য হইবে—সুতরাং বিদেশীগণ উহা কম করিয়া ক্রয় করিবে। আমাদের সামগ্রী বিদেশে কম কাটতি হইবার দরুণ, আমাদের রপ্তানী হ্রাস পাইবে। অতএব কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে উহার আমদানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী হ্রাস পাইয়া প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (unfavourable balarce of trade) সৃষ্টির দিকে প্রবণতা ঘটে।

দীর্ঘকালীন ফলাফল

দীর্ঘকালের দিক হইতে, বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর বিনিময় হারের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে উহার দ্বারা বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হইয়া যায়। বিনিময় হার হ্রাস হইলে রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস হইবে বটে কিন্তু উহা হইবে সাময়িক ভাবে কিছু কালের জন্য মাত্র। অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের জন্য বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিবে এবং সাধারণ মুদ্রা বা ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ, দেশের মধ্যে সামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে; আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে, রপ্তানী কমিয়া এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানী ও আমদানীর সমতা উপলব্ধি হইবে। অপর পক্ষে বিনিময় হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে রপ্তানী হ্রাস পাইবে এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহাও হইবে সাময়িক মাত্র; কারণ প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স হইবার নিমিত্ত ঐ দেশের দেনা মিটাইবার জন্য ঐ দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে; উহাতে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস ঘটিয়া দামস্তরের হ্রাস ঘটিবে। দামস্তরের হ্রাস ঘটিলে রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়া এবং আমদানী হ্রাস হইয়া আমদানী ও রপ্তানীর সমতা ঘটিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্দ্ধারণ—Determination of Exchaange Rate under Gold Standard.

স্বর্ণমান ব্যবস্থার উপস্থিতি এবং স্বর্ণমান ব্যবস্থার অনুপস্থিতি—ইহার দ্বারা বিনিময় হার নির্দ্ধারণ পদ্ধতির পার্থক্য ঘটে।

দুইটী দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার সহিত স্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে। কোন একটি অভিন্ন বস্তুর সহিত দুইটী পৃথক বস্তুর যদি পৃথক ভাবেও সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটী পৃথক বস্তুর মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্দ্ধারণে এই নীতিই কার্য্যকরী হয়। ক দেশ এবং খ দেশ উভয় দেশেই যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে ক দেশের মুদ্রার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সম্পর্ক থাকে, আবার খ দেশের মুদ্রার সহিতও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সম্পর্ক থাকে—সুতরাং স্বর্ণের মাধ্যমে ঐ দুইটী মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়।

দুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশের মধ্যে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় দুইটী দেশের মুদ্রার স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বারা। ধরা যাউক ইংলণ্ডের একটি পাউণ্ড ততখানি স্বর্ণের সমান যতখানি স্বর্ণের সমান হইল ফ্রান্সের ২৫টী ফ্রাঙ্ক। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ পাউণ্ড = ২৫ ফ্রাঁঙ্ক। স্বর্ণ সমতার রেশিওর দ্বারা নির্দ্ধারিত এই বিনিময় হারকে "ধাতুগত বিনিময় সমতা" (Mint par of Exchange) রূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ঐ দুইটী দেশের মধ্যে বিনিময় হার যে সকল সময়েই ঐ ধাতুগত সমতার (Mint par) বিন্দুতেই অবস্থান করিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই; উহা হইবে শুধু তখন যখন ঐ দুইটী দেশের মধ্যে একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা ঠিক তত পরিমাণ চাহিদা করিবে যত পরিমাণে অপর দেশটী চাহিদা করিবে তাহার মুদ্রার—অর্থাৎ যখন দুইটি দেশের প্রত্যেকের অপরের নিকট হইতে আমদানীর এবং অপর নিকটে রপ্তানীর মূল্য সমান হইবে। সুতরাং আমদানী রপ্তানীর অসমতার দরুণ ঐ দুইটী দেশের মধ্যে বিনিময় হার, স্বর্ণমান থাকা সত্ত্বেও "ধাতুগত সমতার" (Mint par) বিন্দু হইতে বিচ্যুত হইতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত বিনিময় হার ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে কতখানি বিচ্যুত হইতে পারে তাহার দুইটী সীমা আছে; এই সীমাকে বলা হয় স্বর্ণ বিন্দু। একটি হইল "উর্দ্ধতর স্বর্ণবিন্দু" (Upper Gold Point) অপরটি হইল "নিম্নতর স্বর্ণবিন্দু" (Lower Gold Point)। এই দুইটি "স্বর্ণবিন্দুর" কিন্তু "ধাতুগত বিনিময় সমতার" (Mint par of Exchange) সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে—"ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত একদেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ প্রেরণের খরচা যোগ বা বিয়োগ দিয়া "স্বর্ণ বিন্দু" দুইটীর হিসাব করা হয়। প্রকৃত বিনিময় হার "ধাতুগত সমতা" (Mint par) হইতে যতই বিচ্যুত হউক, ঐ দুইটী স্বর্ণ বিন্দুকে উহা অতিক্রম করিবে না। কারণ বিনিময় হার স্বর্ণবিন্দু অতিক্রম করিতে যাইলেই ব্যবসায়ীগণ

দেখিবে যে বিনিময়-বাজারে দুইটী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় না করিয়া সরাসরি স্বর্ণধাতু আমদানী বা রপ্তানী করা অধিক সুবিধাজনক বা ব্যয় সঙ্কোচজনক হইবে।

ধরা যাউক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী সমান এবং উহাদের "ধাতুগত সমতার বিন্দু" হইল ১ পাঃ = ২৫ ফ্রাঙ্ক। হঠাৎ কোন কারণে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ইংলণ্ড ফ্রান্স হইতে যত মূল্যের সামগ্রী আমদানী করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করিল। সুতরাং ইংলণ্ড ফ্রান্সের মুদ্রা যত পরিমাণে চাহিদা করিবে ফ্রান্স ইংলণ্ডের মুদ্রা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাহিদা করিবে। ফ্রাঙ্কের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ১ পাউণ্ড পাইতে হইলে ২৫ ফ্রাঙ্কের অধিক দিতে হইবে। কিন্তু কত অধিক দিতে হইবে? উহা নির্ভর করিবে, ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণধাতু প্রেরণ করিতে যেরূপ খরচা পড়ে তাহার উপর। ধরা যাউক, ঐ খরচা হইল এক ফ্রাঙ্ক। এক্ষেত্রে বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) যদি ১ পাউণ্ডের জন্য ২৭ ফ্রাঙ্ক দাবী করে তাহা হইলে ফ্রান্সের ব্যবসায়ী বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট না যাইয়া সরাসরি ২৫টি ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেই ১ পাউণ্ড মূল্য প্রদান করিয়া দিতে পারিবে। উহার খরচা অবশ্য ১ ফ্রাঙ্ক; সুতরাং বিনিময় ব্যাঙ্ক যদি ১ পাউণ্ডের জন্য (২৫ + ১) = ২৬ ফ্রাঙ্ক অবধি চাহে, তাহা হইলেও ব্যবসায়ীগণ বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট ফ্রাঙ্ক দিয়া পাউণ্ড ক্রয় করিবে। কিন্তু ২৬ ফ্রাঙ্কের অধিক চাহিলেই, কেহ আর বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট যাইবে না, সরাসরি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং ১ পা = ২৬ ফ্রাঙ্ক হইল সেই বিন্দু যাহা অতিক্রান্ত হইলেই ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণ প্রেরিত হইবে। এই বিন্দুটী হইল একটি "স্বর্ণ বিন্দু"। ইংলণ্ডের পক্ষে উহা "স্বর্ণ আমদানী বিন্দু"; (gold import point) এবং ফ্রান্সের পক্ষে উহা "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" (gold export point)।

বিপরীতভাবে ধরা যাউক ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে আমদানী বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ইংলণ্ড ফ্রান্সকে যত মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করিত তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের সামগ্রী আমদানী করিল। সুতরাং ফ্রান্স ইংলণ্ডের মুদ্রা যত পরিমাণে চাহিদা করিবে, ইংলণ্ড ফ্রান্সের মুদ্রা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাহিদা করিবে। পাউণ্ডের অনুপাতে ফ্রাঙ্কের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ১ পাউণ্ডের পরিবর্তে ২৫ ফ্রাঙ্কের কম পাওয়া যাইবে। কিন্তু কত কম পাওয়া যাইবে—উহা নির্ভর করিবে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে স্বর্ণধাতু প্রেরণ খরচার উপর। (ঐ খরচা যদি ১ ফ্রাঙ্ক হয়, তাহা হইলে) বিনিময় ব্যাঙ্ক ১ পাউণ্ডের জন্য যদি ২৪ ফ্রাঙ্কের কম দিতে চাহে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের

আমদানীকারীগণ, সরাসরি ১ পাউণ্ডের স্বর্ণ ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিয়া অন্ততঃ ২৪ ফ্রাঙ্কের মতন মূল্য পাঠাইয়া দিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে কেহই বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট যাইবে না। সুতরাং ১ পা=২৪ ফ্রাঙ্ক হইল সেই বিন্দু যাহা অতিক্রান্ত হইলেই ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে স্বর্ণ প্রেরিত হইবে। এই বিন্দুটি হইল অপর স্বর্ণ বিন্দু—ইংলণ্ডের পক্ষে উহা "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" (gold export point) এইং ফ্রান্সের পক্ষে উহা "স্বর্ণ আমদানী বিন্দু" (gold import point)।

অতএব বিনিময়হার ১ পাঃ=২৬ ফ্রাঙ্ক এবং ১ পাঃ=২৪ ফ্রাঃ—এই দুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করিবে।

অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিনিময়হার নির্দ্ধারণ—Determination of Exchange rate under Inconvertible Paper Money.

অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রা থাকিলে দুইটি দেশের মুদ্রার মধ্যে কোন "ধাতুগত" সমতার হার (Mint Par) থাকে না, কারণ এইরূপ অবস্থায় মুদ্রার সহিত স্বর্ণের কোন সমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ প্রেরণের খরচার দ্বারা বিনিময় হারের সীমা নির্দ্ধারিত হয় না। এরূপ দেশের মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে বলিয়া স্বর্ণ আদান প্রদানের দ্বারা মূল্য গ্রহণ বা প্রদান সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় বিনিময় হার কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এ সম্পর্কে **ক্যাসেল** (Cassel) একটি তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। এই তত্ত্বটির নাম "ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব" (Purchasing Power Parity Theory)

ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল যে দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় ঐ দুইটী দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা (relative position of the internal price level)। দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা (internal purchasing power) যেরূপ, তাহার দ্বারাই উহাদের বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডের একখানি ১ পাউণ্ড কাগজীমুদ্রার যদি ইংলণ্ডের মধ্যে সেইরূপ ক্রয়ক্ষমতা থাকে যেরূপ ক্রয়ক্ষমতা আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৫টী ডলার কাগজীমুদ্রার, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ পাঃ=৫ ডলার। বিনিময়হারের উত্থান পতন যে ঘটিবে না তাহা নহে; এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে বিনিময় হারের উত্থানপতন ঘটিবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন দ্বারা। যথা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডের দামস্তর যদি বৃদ্ধি পায়

তাহা হইলে ইংলণ্ডের আমদানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী হ্রাস পাইবে; অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং ইংলণ্ডের নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী হ্রাস পাইবে। ফলে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং পাউণ্ডের চাহিদা হ্রাস পাইবে, ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য কমিবে। ইংলণ্ডের পক্ষে বিনিময়হারের পতন হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিনিময় হারের বৃদ্ধি ঘটিবে।

ইহা তো উত্থান পতনের কথা; বিনিময় হারের যে মৌলিক নির্দ্ধারণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বারা ঘটিয়া থাকে বলা হইলে, উহা সম্ভব হয় কি প্রক্রিয়ায়?

ধরা যাউক, ইংলণ্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে গম হইল সাধারণ সামগ্রী সমূহের প্রতিনিধি মূলক বস্তু যাহার উপর মুদ্রা ব্যয় করা হয় (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়)। ধরা যাউক ইংলণ্ডে ৫ পাউণ্ডে ১০ মণ গম পাওয়া যায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মণ গমের দাম ২৫ ডলার। তাহা হইলে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময় হার হইবে ৫ পাউণ্ড = ২৫ ডলার (অর্থাৎ ১ পাঃ = ৫ ডলার)। যতদিন ঐ দুই দেশে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা ঐ স্তরে থাকিবে ততদিন সাময়িক কোন কারণে বিনিময় হারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলেও দামস্তর নির্দ্ধারিত হারে উহা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য। ধরা যাউক কোন কারণে হঠাৎ ৪ পাউণ্ড = ২৫ ডলার হইল; এক্ষেত্রে পাউণ্ডের তুলনায় ডলারের দাম সস্তা হইল এবং সেই কারণে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া (দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়) পাউণ্ডের অনুপাতে ডলারের দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ঘটিবে এই ভাবে: ব্যবসায়ীগণ ৪টী পাউণ্ড দিয়া ২৫টি ডলার লইবে, এই ২৫ ডলার দিয়া আমেরিকায় ১০ মণ গম কিনিবে এবং ঐ গম ইংলণ্ডে বিক্রয় করিয়া ৫ পাউণ্ড পাইবে। এইরূপ প্রত্যেক কারবার হইতে ১ পাউণ্ড করিয়া লাভ হইলে এত অধিক লোক এই কারবারে নামিবে যে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া পাউণ্ডের অনুপাতে ডলারের দাম পুনরায় ৫ পাঃ = ২৫ ডলার হইবে। ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি হইবার কারণ হইল যে উক্তরূপ লাভ পাইবার জন্য সকলেই পাউণ্ড দিয়া ডলারের চাহিদা করিবে। অথবা ধরা যাউক কোন কারণে ৬ পাউণ্ড = ২৫ ডলার হইল। এক্ষেত্রে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের দাম হ্রাস পাইল এবং সেই কারণে পাউণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ঘটিবার প্রক্রিয়া হইল, ব্যবসায়ীগণ ৫ পাউণ্ড দিয়া ইংলণ্ডে ১০ মণ গম কিনিবে, এই গম আমেরিকায় ২৫ ডলারে বিক্রয় করিয়া ঐ ২৫ ডলার দিয়া ৬টি পাউণ্ড চাহিবে কারণে এইরূপ প্রত্যেক কারবারে ১ পাউণ্ড করিয়া লাভ হইবে। এত অধিক লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবে যে পাউণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে "ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্বের" (Purchasing Power Parity Theory) একাধিক ত্রুটি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বিনিময় হারের উপর শুধু আভ্যন্তরীণ দামস্তরেরই নহে, অপরাপর বহুবিধ বিষয়েরও প্রভাব থাকিয়া যায়। অপর দেশে ঋণ প্রদান করিলে, বা অপর দেশ হইতে গৃহীত ঋণের আসল বা সুদ প্রদান করিলে অথবা বিদেশীদিগের ব্যাঙ্কের কার্য্য বা জাহাজের কার্য্য অথবা অপর যে কোন কার্য্য গ্রহণ করিলে, বিদেশীদিগকে মূল্য প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় এবং উহার দরুণ দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করিবার চাহিদা হয়। সমতার তত্ত্ব এই বিষয়টী বিবেচনা করে না। দ্বিতীয়তঃ, সকল সামগ্রী বিদেশে প্রেরিত হয় না; অনেক বস্তু আছে যেগুলি কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয়—বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে না। দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত সামগ্রীর মূল্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী সামগ্রীর মূল্যে ভিন্নরূপ পরিবর্তন হইতে পারে।

বিভিন্ন কারণ আছে যাহাতে একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা চাহিদা করিতে পারে। এই সকল কারণের যে কোনটী পরিবর্ত্তনের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং দেশীয় মুদ্রার যোগান পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার সমগ্র যোগান ও চাহিদার দ্বারাই দেশায় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইবে। দেশীয় মুদ্রার অনুপাতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা যতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন ততদূর হইবে—উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই।

রপ্তানী ও আমদানী, শুধু সামগ্রীরই নহে—Exports and Imports, not of goods alone

একটি দেশ অপর দেশের নিকট হইতে শুধুই যে মাল আমদানী করিয়া উহার মূল্য প্রদানের জন্য দায়ী হয় তাহা নহে, অপর দেশের নিকট হইতেও উহা নানাবিধ কার্য্য বা সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে একটি দেশ অপর দেশের নিকট শুধুই যে মাল প্রেরণ করিয়া মূল্য গ্রহণের অধিকারী হয় তাহা নহে, উহা অপর দেশের নিকট নানাবিধ কার্য্য বা সাহায্য প্রদান করিতে পারে এবং উহার দরুণ মূল্য গ্রহণের অধিকারী হয়। "বাণিজ্য ব্যালান্স" (balance of trade) রূপে যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় শুধু মালের আমদানী ও মালের রপ্তানী; সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যের আদান প্রদান উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই সকল কার্য্য বা সাহায্যের আদান প্রদানকেও আমদানী রপ্তানী রূপে গণ্য করা যায়—কারণ যাহা কিছুর নিমিত্ত অপর দেশকে মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে তাহা আমদানী এবং যাহা কিছুর নিমিত্ত অপর দেশের নিকট হইতে মুদ্রা পাওয়া

যাইবে তাহাই রপ্তানী। তবে এই ধরণের রপ্তানী ও আমদানী মালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া এইগুলিকে অদৃশ্য রপ্তানী (invisible exports) বা অদৃশ্য আমদানী (invisible imports) রূপে গণ্য করা যায়। একটি দেশের মোট আমদানী হইল দৃষ্ট এবং অদৃশ্য আমদানীর সমষ্টি এবং মোট রপ্তানী হইল দৃষ্ট এবং অদৃশ্য রপ্তানীর সমষ্টি; মোট আমদানী এবং মোট রপ্তানীর তুলনামূলক হিসাবকে বলা হয় "হিসাব ব্যালান্স" (balance of account) বা মূল্য প্রদান ব্যালান্স (balance of payment)।

মালের আমদানী রপ্তানী ব্যতীত যে সকল কার্য্যের বা সাহায্যের আদান প্রদান হইতে পারে, সেগুলি হইল :

(ক) একটি দেশের অধিবাসীগণ বিদেশের মাল আমদানী করিতে বা বিদেশে মাল রপ্তানী করিতে বৈদেশিক জাহাজের কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহার জন্য বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীকে মূল্য প্রদান করিতে হয়।

(খ) এক দেশের অধিবাসীগণ ভ্রমণের জন্য বা কোন কার্য্যব্যপদেশে অপর দেশে গমন করিতে পারে; উহার দরুণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হয়।

(গ) এক দেশের অধিবাসীগণ অপর দেশে চাকুরী করিয়া অথবা অপর দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া নিজ দেশে মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারে; উহার দরুণ ঐ অপর দেশের মুদ্রার প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) যখন কোন দেশ অপর দেশকে ঋণ প্রদান করিবে তখন ঐ দেশ হইতে অপর দেশে মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন হইবে, আবার যখন কোন দেশ অপর দেশের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবে বা ঋণের নিমিত্ত সুদ প্রদান করিবে তখন ঐ দেশের নিকট হইতে মুদ্রা প্রাপক (creditor) দেশের নিকট যাইবে; অর্থাৎ ঐ দেশের পক্ষ হইতে প্রাপক দেশের মুদ্রার চাহিদা হইবে।

(ঙ) একটি দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অপর দেশে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে পারে; এক্ষেত্রে উহার পক্ষে ঐ দেশে মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন হইতে পারে।

(চ) একটি দেশের সরকার অপর কোন দেশের সরকারকে কোন কারণে মুদ্রা প্রদান করিতে পারে।

(ছ) বিদেশী ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিলে, বিদেশীদিগকে মুদ্রা প্রদান করিবার প্রয়োজন হয়।

এই সকল বিষয়ের সন্নিবেশ হইতে একটি দেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে নিছক

বাণিজ্যরূপে গণ্য না করিয়া পরিপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের সহিত সমানরূপে গণ্য করা হয়। কোন দেশের আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনার অবস্থা সঠিক বিবেচনার জন্য মালের রপ্তানী আমদানীর সহিত অপর সকল বিষয়ের রপ্তানী আমদানী বিবেচনা করা প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের দেনা ও পাওনা চূড়ান্ত ভাবে সমান হইতেই হইবে—প্রত্যেক দেশের মোট আমদানী (মাল এবং অন্যান্য কার্য্য) এবং মোট রপ্তানী (মাল এবং অন্যান্য কার্য্য) সমান হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন্ দেশ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী করিতেছে অধিক আবার কোন দেশ রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী করিতেছে অধিক।

বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের আমদানী রপ্তানীর এই অসমতা দেখা যায় শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানীর দিক হইতে; অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ এবং তাহার দরুণ মূল্য প্রদান যখন বিবেচনা করা না হয়, তখনই এইরূপ আমদানী রপ্তানীর অসমতা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ইহা বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয় যে যে-দেশ মাল আমদানী অপেক্ষা মাল রপ্তানী অধিক করিতেছে সে দেশ যে প্রকৃতপক্ষে পাওনাদার দেশ এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার যে দেশ মাল রপ্তানী অপেক্ষা মাল আমদানী করিতেছে অধিক সে দেশ যে দেনাদার দেশ এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ একটি দেশ হয়তো অপর কোন একটি দেশের নিকট হইতে মাল আমদানী করিয়াছে অল্প, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে অধিক; সুতরাং ঐ অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিবার দেনা ঐ দেশ নিজের মাল রপ্তানীর দ্বারা পরিশোধ করিবে। অপর পক্ষে যে দেশ মাল প্রেরণ করিয়াছে অল্প এবং কার্য্য প্রদান করিয়াছে অধিক সেই দেশ তাহার পাওনা আদায় করিতে পারে দেনাদার দেশের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে মাল ক্রয় করিয়া। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল হইত—মাল আমদানী অপেক্ষা ভারত মাল রপ্তানী করিত অধিক। কিন্তু ইহার কারণ ছিল যে ভারত বিদেশের কার্য্য গ্রহণ করিত অধিক এবং সেই দেনা পরিশোধের জন্য অধিক মাল রপ্তানী না করিয়া তাহার কোন গত্যন্তর ছিল না।

রপ্তানী ও আমদানীর সমতা—Equality of Exports and Imports

কোন একটি দেশের আমদানী এবং রপ্তানী সমমূল্যের হইয়া থাকে; প্রত্যেক দেশ যতমূল্যের আমদানী করিয়া থাকে, ততমূল্যেরই রপ্তানী করিয়া থাকে। অবশ্য শুধু সামগ্রী আমদানী রপ্তানীর দিক হইতে এই সমতা উপলব্ধি হয় না; সামগ্রী এবং কার্য্য—এই দুয়ের মোট আমদানী এবং রপ্তানী প্রত্যেক দেশের পক্ষে সমান হইতে হইবে। সামগ্রিকভাবে কোন একটি দেশের পক্ষে (সামগ্রী ও কার্য্যের)

মোট আমদানী এবং (সামগ্রী ও কার্য্যের) মোট রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে—কিন্তু চূড়ান্তভাবে অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে মোট আমদানী এবং রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত হইবে। সাময়িক ভাবে মোট আমদানী এবং মোট রপ্তানীর অসমতা অসম্ভব নহে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে উহাদের মধ্যে সমতা অবশ্যম্ভাবী। ইহার কারণ দুইদিক হইতে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সামর্থ্যের দিক হইতে এবং বিনিময় হার পরিবর্ত্তনের প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে।

(১) আমদানী হইল একটি দেশের ক্রয় এবং রপ্তানী হইল উহার বিক্রয়। ঐ দেশের যাহা ক্রয় তাহা অপর কোন দেশের বিক্রয় এবং উহার যাহা বিক্রয় তাহা অপর কোন দেশের ক্রয়। সুতরাং একটি দেশ অপর দেশে যে সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, তাহা অপর দেশটী ক্রয় করিতেছে। কিন্তু ঐ অপর দেশ ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করিবে কোথা হইতে? উহা ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করিবে উহার বিক্রয় হইতে —সুতরাং উহা যদি নিজস্ব পণ্য,—সামগ্রীরই হউক বা কার্য্যেরই হউক,—বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে বিদেশের পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা উহার থাকিবে না। একটি দেশ অপরাপর দেশ সমূহের নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিলে তবেই অপরাপর দেশ সমূহ তাহার নিকট পণ্য ক্রয় করিবার আর্থিক সামর্থ্য অর্জ্জন করিবে। অনুরূপ ভাবে অপরাপর দেশ সমূহ একটি দেশের পণ্য কি পরিমাণে ক্রয় করিতেছে তাহার উপর নির্ভর করিবে ঐ দেশের পক্ষে অপরাপর দেশ সমূহ হইতে পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা। প্রত্যেকেই যদি ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় অধিক করিতে চাহে—তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে—আমার সামগ্রী অপরে ক্রয় না করিলে অপরের সামগ্রী আমি ক্রয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিব কোথা হইতে? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে মার্কেণ্টাইল নীতি (mercantilism) অনুসরণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার মূল কথাই ছিল যেমন করিয়াই হউক আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু নিছক নীতি হিসাবে উহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে বহু দেশ আছে—কোন একটি দেশের আমদানী এবং রপ্তানী প্রত্যেক দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; কোন দেশের নিকটে উহা কম রপ্তানী করিতে পারে, কোন দেশের নিকটে উহা অধিক রপ্তানী করিতে পারে; কোন দেশের নিকট হইতে কম আমদানী করিতে পারে এবং কোন দেশের নিকট হইতে অধিক আমদানী করিতে পারে; কোন দেশের নিকট সে প্রাপক এবং কোন দেশের নিকট সে খাতক। কিন্তু সমগ্র

ভাবে অপরাপর দেশ সমূহের নিকট হইতে তাহার মোট রপ্তানী এবং অপরাপর দেশে সমূহ হইতে তাহার মোট আমদানী—ইহাদের মোট মূল্য সমান হইবে।

(২) আমদানী মূল্যের এবং রপ্তানী মূল্যের এই সমতা চূড়ান্ত ভাবে উপলব্ধি হইবে—কিন্তু সাময়িক ভাবে এই সমতা উপস্থিত নাও থাকিতে পারে। আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য সাময়িক ভাবে ঘটা সম্ভব এবং নিয়তই এইরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু এই সাময়িক পার্থক্যের গুরুত্ব অপেক্ষা চূড়ান্ত সমতার গুরুত্ব অধিকতর; কারণ এই সাময়িক পার্থক্যের মধ্যে এইরূপ উপাদান নিহিত থাকিবে যাহার ক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যতে সমতা উপস্থিত হইতে বাধ্য। এই উপাদানটী হইল বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন এবং আমদানী রপ্তানীর উপর সেই পরিবর্ত্তিত বিনিময়হারের প্রতিক্রিয়া। যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী দ্বারা মুদ্রাসমষ্টির যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে; এবং মুদ্রাসমষ্টির বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা দামস্তরেরও বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণমাণের আওতায়, একটি দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলে বিনিময়হার ঐ দেশের স্বর্ণ আমদানী বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে এবং ঐ দেশে স্বর্ণ আমদানী হইবে; এইরূপ রপ্তানী বৃদ্ধিকারী দেশে স্বর্ণ সমষ্টির বৃদ্ধি মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি ঘটাইবে এবং দামস্তর উহার সহিত বৃদ্ধি পাইবে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে উহার আমদানী বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং রপ্তানী হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং উহা মধ্যে সমতা উপস্থিত হইবে; স্বর্ণ আমদানীও তখন থামিয়া যাইবে। অপর পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশের রপ্তানী অপেক্ষা যদি আমদানী অধিক হয় তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাওয়ায় দামস্তর কমিয়া যাইবে—দামস্তর কমিলে আমদানী কমিবে কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশেষে আমদানী ও রপ্তানীর সমতা উপস্থিত হইবে।

যদি স্বর্ণমান না থাকে, তাহা হইলে একটি দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে—কারণ উহার মুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে রপ্তানী কমিবে এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইবে—এবং একের হ্রাস এবং অপরের বৃদ্ধি দ্বারা উভয়ে সমতায় উপনীত হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যদি রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক হয়, সংশ্লিষ্ট দেশের বিনিময় হার হ্রাস পাইবে (depreciation of exchange); বিনিময় হার হ্রাসের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং আমদানী হ্রাস পাইবে।

Questions & Hints

1. Discuss the basis of international trade. Why does not

each country concentrate on the production of one article only and secure all other goods it needs by exchange? (B.A. 1943) [পৃ: ৩৬৭-৭০]

2. State the principle of comparative cost as applied to foreign trade and illustrate your answer with examples. (B.A. 1944, '46, '50; (B.Com. 1939, '45, '49, '51) [পৃ: ৩৬৯-৭১]

3. Examine the theory of international values. (B.A. 1938) [পৃ: ৩৭২-৭৩]

4. Discuss the nature of gains obtained from international trade. (B.A. 1948) How would you estimate the gains a country derives from international trade? (B.A. 1954) [পৃ: ৩৬৮-৭১]

5. Discuss the various arguments in favour of free trade and protection respectively. (B.A. 1937; All '46; Nag. '41) Indicate the circumstances in which a country would gain more by protection than by free trade. (B.A. 1942; Dac. '43) [পৃ: ৩৭৬-৭৯]

6. Show how the balance of trade influences the foreign exchange rates. (B.Com. 1945) [পৃ: ৩৮২-৮৪]

7. When is exchange said to be favourable to a country? (B.Com. 1937) [পৃ: ৩৮০-৮১]

8. What is meant by unfavourable exchange? Discuss the influence of international balance of account on foreign exchange rates. (B.Com. 1947) [পৃ: ৩৮২-৮৬]

9. Discuss the effect on foreign trade of an alteration in the rate of exchange. Distinguish between the immediate and the long period effect. (B.Com. 1940) [পৃ: ৩৮৪-৮৬]

10. Show how a depreciating currency stimulates exports (B.Com. 1937) Examine the effect of depreciating currency to (a) foreign trade (b) inland trade. (B.Com. 1943) [পৃ: ৩৮৪-৮৬]

11. Discuss the limits of the fluctuations of the rates of foreign exchange under (a) gold standard and (b) paper standard. (B.A. 1944, '47, '49, '51; B.Com. 1945, '48) [পৃ: ৩৮৬-৯১]

12. Show how the rate of exchange between two currencies is determined under a system of inconvertible paper standards. (B.Com. 1953) [পৃ: ৩৮৯-৯১]

13. Explain what is meant by mint par of exchange. (B.A. 1936) What do you understand by specie points? How are they arrived at? (B.A. 1938) [পৃ: ৫৮৬-৮৯]

14. Explain with examples why certain countries export more than they import while others import more than they export. (B.A. 1940, '47) [পৃ: ৩৯১-৯৩]

15. Explain the statement "imports pay for exports" (B.A. 1940). Explain how an excess of either imports or exports tends to correct itself (B.A. 1941, '53) "Our exports pay for our imports." In what sense and with what limitations is this statement true? (B.Com. 1938) Comment on the following (a) 'Imports are paid for by exports, (b) 'The totals of the recorded imports and exports of any country rarely balance' (B.Com. 1946) In what sense is it true to say that a country's exports pay for its imports? How is a difference between the values of exports and imports corrected? (B.A. 1950; B.Com. 1952, '54) [পৃ: ৩৯৩-৯৫]

16. In what circumstances and for how long should protection be given to an industry? Give reasons for your answer. (B.A. 1952) [পৃ: ৩৭৬-৭৯

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়

Public Finance

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়,—ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের সহিত পার্থক্য—Public Finance,—Distinction between Public and Private Finance.

অর্থনীতির যে বিষয়-বস্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আয় ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত উহাই রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থা (public finance) রূপে পরিচিত। সমষ্টিগত জীবন সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে রক্ষামূলক এবং উন্নয়ন মূলক বিবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় এবং উহার জন্য জনসমষ্টির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন হয়; এই অর্থ ব্যয় ও সংগ্রহের সহিত বিবিধ ক্রিয়া পদ্ধতি এবং নীতি অনুসরণের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট থাকে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার অধ্যয়নে এই সকলের পর্য্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যক্তিগত আয় ব্যয়ের সহিত পার্থক্য—ব্যক্তিগত আয় ব্যয় পদ্ধতির সহিত রাষ্ট্রীয় 'আয় ব্যয় পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। এই পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য নিহিত রহিয়াছে। একজন ব্যক্তির ব্যয়ক্ষমতা নির্ভর করিবে তাহার আয়ের পরিমাণের উপর; তাহার যেরূপ আয় সেই অনুযায়ী তাহাকে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র তাহার প্রয়োজনীয় ব্যয় কিরূপ পরিমাণের হইবে তাহা প্রথমে নির্দ্ধারণ করিবে, অতঃপর উহা ঐ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবে। ব্যক্তি আয় অনুযায়ী ব্যয় করে, সমষ্টি ব্যয় অনুযায়ী আয় করে। অবশ্য এই প্রভেদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার প্রয়োজনও রাষ্ট্রের হয় এবং ব্যয় অনুযায়ী আয় করিবার প্রয়োজন ব্যক্তিরও যে না ঘটে তাহা নহে।

সাধারণ ব্যক্তি তাহার পরিমিত পরিমাণ আয় বিভিন্ন বস্তু বা কার্য্য ক্রয়ের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টন করে যাহাতে সকল বস্তু বা কার্য্য হইতে সে সমান সন্তুষ্টি লাভ

করিতে পারে। ইহাই হইল সমপ্রান্তিক প্রাপ্তি বা তৃপ্তির নিয়ম (Doctrine of Equimarginal Returns or Satisfaction)। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এইরূপ সমপ্রান্তিক প্রাপ্তির ভিত্তিতেই যে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঐ দিকে প্রবণতা থাকে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যয় করিয়া থাকে, সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের ধারা তাহার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রেই নহে, আয়ের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কার্য্যের দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টির অর্থনৈতিক ক্রিয়ার উপর নানাবিধ ফলাফল ঘটিয়া থাকে। রাষ্ট্র তাহার আয়ের এবং ব্যয়ের পদ্ধতির দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টির আয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কোন সাধারণ ব্যক্তির আয় ব্যয়ের দ্বারা ঐরূপ ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী ফলাফল ঘটা সম্ভব নহে।

উপরন্তু, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যখন আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হয় না—তখন তাহার পক্ষে ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে। রাষ্ট্রের পক্ষে আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে, ঋণ গ্রহণ ব্যতীত যে গত্যন্তর থাকে না এরূপ নহে; কারণ অধিক মুদ্রার সৃষ্টির দ্বারা আয় ব্যয়ের পার্থক্য পূরণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া অস্বাভাবিক কোন সময়ে ঐ পন্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আর, রাষ্ট্র যদি ঋণ গ্রহণই করে তাহা হইলে উহা অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে করিতে পারে অথবা স্বীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে (অর্থাৎ নিজের নিকট হইতে) করিতে পারে।

"সমাজের সর্ব্বাধিক সুবিধা"—"Maximum Social Advantage"

এক সময়ে অনেকের মধ্যেই এই ধারণা বর্ত্তমান ছিল যে সরকার যত অল্প কর আদায় করিবেন এবং যত অল্প ব্যয় করিবেন জনসাধারণের ততই মঙ্গল সাধিত হইবে। এইরূপ ধারণা শুধু সাধারণ ব্যক্তিদেরই যে ছিল তাহা নহে—একাধিক প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। সহজেই বুঝা যায় যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আওতাতেই এইরূপ অভিমত পোষণ করা হইত; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথাই হইল সরকারের অধিক ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির হিতের অন্তরায়। কেহ কেহ আবার সরকারী ব্যয়কে "অনুৎপাদনশীল" (unproductive) রূপে গণ্য করিতেন এবং মনে করিতেন যে ব্যক্তির অর্থ ব্যক্তির নিকট থাকিলেই উহা যথাসম্ভব উৎপাদনশীল ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন

হইয়াছে। সরকারের দ্বারা কর সংগ্রহের কার্য্য যে অনিষ্টকর নহে, তাহা স্বীকৃত হওয়াই উচিত। করদাতার পক্ষে কর প্রদান করা অসুবিধাজনক বোধ হইতে পারে কিন্তু কর ধার্য্যের মাধ্যমে যে সামাজিক হিত সাধিত হইতে পারে, ইহা একটু চিন্তা করিলেই অনুধাবন করা যাইবে। যথা, যে সকল সামগ্রীর ভোগ হইতে লোকের অপকার সাধিত হয়, সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণ কম পরিমাণে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়া পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হইবে। আমদানী সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহা দ্বারা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ পাইয়া স্বীয় প্রসার লাভের সুবিধা পাইবে। অনুরূপ ভাবে সরকারের ব্যয়ও জনসাধারণকে উপকার প্রদান করিতে পারে। যথা, সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে সমগ্র জনসমষ্টি উপকৃত হইবে—এমন কি উহা দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টি অধিক সম্পদ উৎপাদন করিতে এবং সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করিতে সক্ষমতা অর্জ্জন করিবে।

অবশ্য ইহা সত্য যে সরকার যে করই আদায় করিবেন এবং ব্যয়ই নির্ব্বাহ করিবেন তাহাই যে মঙ্গল জনক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষতিকর করও আছে আবার অনুৎপাদনশীল সরকারী ব্যয়ও আছে। তবে সরকারের কর আদায় এবং ব্যয় নির্ব্বাহ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের সর্ব্বাধিক মঙ্গল হয়। যখন কর সংগ্রহ করিয়া বা ঋণ গ্রহণ করিয়া উহা ব্যয় করা হইয়া থাকে, তখন জনসমষ্টির এক শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া অপর কোন এক শ্রেণীকে প্রদান করা হয়—উহার দ্বারা ক্রয় ক্ষমতার হস্তান্তর (transfer of purchasing power) ঘটে। দেশের হিতের উপর এইরূপ হস্তান্তরের প্রতিক্রিয়া আছে। দেশের হিত নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর—(১) দেশকে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা করা (২) অধিক সম্পদ উৎপাদন করা এবং (৩) উৎপাদিত সম্পদের ন্যায় সঙ্গত বণ্টন করা। এই তিনটী বিষয়ই সরকারের আয় ব্যয়ের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সরকার তাঁহাদের যথাযথ আয় ব্যয়ের মাধ্যমে দেশকে যথাযথ রক্ষা করিতে এবং সম্পদের অধিক উৎপাদন এবং ন্যায় সঙ্গত বণ্টন করিতে সক্ষম হন। ঐ কার্য্যগুলি করিতে সরকার যতই সক্ষম হইবেন সমগ্র সামাজিক হিত ততই বর্দ্ধিত হইবে। সমাজের সর্ব্বাধিক হিতই, রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের প্রধান লক্ষ্য হওয়া বিধেয়।

কর কাহাকে বলে ?—What is a Tax

জনসাধারণের দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হইল কর—তবে ইহার

দুইটী বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, কর প্রদান করা হয় বাধ্যতামূলক ভাবে—উহা প্রদান করা বা না করা কর-প্রদাতার ইচ্ছাধীন নহে, রাষ্ট্র কর ভিক্ষা করে না, আদায় করে। একজন ব্যক্তি কর প্রদান করে উহা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে সে কতখানি উপকার লাভ করিবে তাহার হিসাব করিয়া নহে—করের পরিবর্ত্তে কর প্রদাতাকে সমমূল্যের ব্যক্তিগত কোন সুবিধা প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সরকার কর আদায়ে অগ্রসর হয় না।* সমাজের সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য রাষ্ট্র কর আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্যাবলীর জন্য উহার অধিবাসীরা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পদের যে অংশ রাষ্ট্রকে বাধ্যতা মূলক ভাবে প্রদান করে তাহাকেই কর বলা হয়।

কর ধার্য্যের মূলসূত্র—Canons of Taxation

কর ধার্য্য সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ **এ্যাডাম স্মিথ** কতিপয় মূলসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই মূলসূত্র অনুযায়ী কর ধার্য্য হইলে কর ব্যবস্থা হইবে উৎকৃষ্ট।

(১) **সমতার সূত্র (canon of equality)**—রাষ্ট্রের কর প্রদান কারী অধিবাসীদিগের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া কর আদায় করা উচিৎ। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—তখনই এইরূপ সমতার বাস্তব উপলব্ধি সম্ভব হইবে। "সামর্থ্য" বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এ্যাডাম স্মিথ বলিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে। যাহার অধিক উপার্জ্জন সে অধিক কর প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জ্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে।

(২) **নিশ্চয়তার সূত্র (canon of certainty)**—অযথা কর দাতার অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের কোনই লাভ নাই। কর সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইল নিছক কর সংগ্রহ—শাস্তি প্রদান নহে। কর দাতার যথাসম্ভব সুবিধার জন্য কোন্ সময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া উহা দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে—এ সম্বন্ধে সঠিক নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, কর প্রদাতার ততই অসুবিধা হইবে এবং কর আদায়ও সেক্ষেত্রে অল্প হইবে।

*"The essence of a tax as distinguished from other charges of government is the absence of any direct *quid pro quo* between the tax payer and the public authority"—Taussig.

(৩) **সুবিধার সূত্র** (canon of convenience)—রাষ্ট্র যে কর সংগ্রহ করিবে উহা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করা উচিত যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করা কর প্রদানকারীর পক্ষে যথা সম্ভব সুবিধাজনক হয়। জনসাধারণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া যখন তাহাদের ব্যয়ের সময় তখন কর আদায় করিতে গেলে উহাতে করদাতাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে।

(৪) **ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র** (canon of economy)—কর আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের পরিমাণ অত্যধিক হয়; উহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণে কর আদায় করা হয় তাহার বিরাট অংশই সরকারের হাতে আসিয়া পৌছায় না। সুতরাং যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা কর আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

এ্যাডাম স্মিথের এই সূত্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দ্বারা প্রদত্ত আরও দুইটী সূত্র যোগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্প অল্প রাজস্ব সংগ্রহ করে এইরূপ বহু সংখ্যক কর স্থাপন করা সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে অধিক। সুতরাং অধিক রাজস্ব উৎপাদন করিতে সক্ষম এইরূপ কতিপয় কর আদায় করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কর আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (rate) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়—নূতন নূতন কর বসানো প্রয়োজন হইবে না। আবার উহার হার হ্রাসের দ্বারাই করভার লাঘব করা যাইতে পারে।

করধার্য্যের প্রধান নীতিসমূহ—Main Principles of Taxation

সমষ্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব; সুতরাং করধার্য্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই অপক্ষপাতমূলক ব্যবহারের মূলকথা হইল ন্যায় ব্যবহার (Equity)। বিভিন্ন অধিবাসীদিগের মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এসম্পর্কে তিনটী নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় (ক) কার্য্য প্রদানের খরচার নীতি (খ) ব্যক্তিগত করপ্রদাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি।

(ক) **কার্য্যপ্রদানের খরচার নীতি**—(Cost of Service Principle) এই নীতি অনুযায়ী, জনসাধারণকে বিবিধ কার্য্য প্রদান করিবার নিমিত্তই

রাষ্ট্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেরূপ কার্য্য গ্রহণ করে তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য্যপ্রদানের খরচা সংগ্রহ করাই ন্যায়-সঙ্গত।

একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতি অনুযায়ী কার্য্যকরা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান্ হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে—যথা ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য্য প্রদান করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে ঐ কার্য্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে।

(খ) **কার্য্যপ্রদানের উপকারের নীতি** (Benefit of Service Principle)—রাষ্ট্রের কার্য্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও সুবিধা ভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় করা উচিত—ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য্য হইতে সকল ব্যক্তিই কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই নীতিকেও বাস্তবরূপ প্রদান করা সম্ভব হয় না। দরিদ্রগণই রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী—সঙ্গতিশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অনেকাংশে সক্ষম। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে যাইলে ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার তো দূরের কথা বরং অত্যধিক অন্যায় ব্যবহারই করা হইবে।

(গ) **কর প্রদান ক্ষমতার নীতি** (ability to pay principle) আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কার্য্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী বা কার্য্য প্রদানের উপকার অনুযায়ী কর আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না; আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বলা যায়। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিতা নাই,—কিন্তু বিরোধিতা না থাকিলেও উহার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে। কারণ ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিসের দ্বারা বিচার করা হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন কার্য্য হইতে বুঝা যাইবে তাহার সামর্থ্য অধিক না অল্প?

কেহ কেহ বলেন "সম্পত্তিকে" ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মান রূপে বিচার করা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক এবং সঙ্গতিবিহীন ব্যক্তির সামর্থ্য কম—সুতরাং যাহার সম্পত্তি আছে অধিক সে অধিক কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প, সে অল্প কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে। সম্পত্তি বিহীন ব্যক্তির কোন কর প্রদানের সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা অসঙ্গত।

আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু, সঙ্গত মনে হইলেও, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় করিলে ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না; বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্তু যাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে এবং যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া ইহাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলিলে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

কেহ কেহ অভিমত দিলেন, লোকের ব্যয় অনুযায়ী তাহাদের সামর্থ্য বিচার করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা উচিত যে তাহার অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও অল্প রূপে গণ্য করাই বিধেয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়কে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক রূপে গণ্য করা যে উচিত নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুধাবন করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা যে অধিক ব্যয় করিতেছে—তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোষ্যবর্গ পালন করিতে হয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে সে অধিক বিব্রত—তাহার কর প্রদানের সামর্থ্য অধিক নহে।

এই সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক রূপে গণ্য না করিয়া, ব্যক্তির উপার্জ্জন অনুযায়ী কর প্রদান ক্ষমতা বিচার করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। উপার্জ্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত উপার্জ্জনই (money income) বুঝায়। প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জ্জনকে যথাযোগ্য বিচার বিবেচনার দ্বারা সঠিক পরিমাণে দাঁড় করাইয়া উহার উপর কর ধরিতে হইবে। এই বিবেচনা হইল প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জ্জনটী যে সময়ের মধ্যে করা হইয়াছে সেই সময়ের ব্যাপ্তি; দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদিগের উপার্জ্জন হইতে পুঁজির ক্ষয় ক্ষতিজনিত খরচা বাদ দেওয়া উচিত; তৃতীয়তঃ, উপার্জ্জনটী সম্পত্তি হইতে না ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা করা

হইয়াছে তাহাও বিচার করিতে হইবে; চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোষ্য সংখ্যা বিচার করা উচিত; পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বৃত্ত আছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

আনুপাতিক এবং ক্রম বর্দ্ধমান কর ধার্য্য—Proportional and Progressive Taxation

কর দাতাদিগের নিকট হইতে যখন তাহাদের আয়ের উপর একটি সমান অনুপাতে কর আদায় করা হয় তখন উহাকে আনুপাতিক কর ধার্য্য বলা হয়। সমান অনুপাত বলিতে স্বভাবতঃই সমান পরিমাণ বুঝায় না—সমান অনুপাত বলিতে বুঝায় যে যেরূপ আয় করে সেই অনুপাতে সে কর দিবে। অতএব সমান অনুপাতের মধ্যে কর ধার্য্যের পরিমাণ (amount) সমান থাকে না কিন্তু করের হার (rate of taxation) সমান থাকে। যদি বলা হয়, প্রত্যেকে তাহার আয়ের শতকরা ১০ ভাগ কর প্রদান করিবে তাহা হইলে যাহার ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন সে ১০৲ টাকা দিবে, যাহার ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জন সে ১০০৲ টাকা দিবে, যাহার ১০,০০০ টাকা উপার্জ্জন সে ১০০০৲ টাকা দিবে ইত্যাদি। ইহা হইল আনুপাতিক কর ধার্য্য—এক্ষেত্রে অনুপাত সমান কিন্তু পরিমাণ পৃথক।

যখন উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হারে উপার্জ্জনের উপর কর ধার্য্য করা হয়, তখন উহা ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য (progressive taxation) রূপে গণ্য। এক্ষেত্রে উপার্জ্জনের বৃদ্ধির সহিত শুধুই যে পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহা নহে, যে হারে (rate) কর প্রদান করা হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে—অর্থাৎ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হারে পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে। যথা, এরূপ ব্যবস্থা যদি করা হয় যে ১০০৲ টাকার উপার্জ্জনের উপর ১০% কর হইবে, ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জনের উপর ১১% কর হইবে, ১০,০০০৲ টাকার উপার্জ্জনের উপর ১২% কর হইবে তাহা হইলে উহা ক্রম বর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্য রূপে গণ্য।

ক্রম বর্দ্ধমান কর ধার্য্যের যৌক্তিকতা ঃ

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রম বর্দ্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, কর দাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইল তাহাকে কিছু ত্যাগ করিতে বলা—করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। প্রত্যেককে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে এবং এই সমান ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায় ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্য করিয়া, কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জ্জন মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়ো-

জনীয়তা তাহার নিকট তত কম। সুতরাং মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যত কমিয়া যাইতেছে করের হার ততই বর্দ্ধিত করিলে তবেই সমান ত্যাগ স্বীকার হইবে।

(২) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসম্ভব সমতা (equality in the distribution of wealth) আনয়নের পক্ষপাতী। সম্পদ বণ্টনের সমতার মধ্যে উপার্জ্জনের সমতা বিধান অঙ্গীভূত। ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্য করিলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব হইবে।

(৩) উপার্জ্জনের পরিমাণ যত অধিক হয় তাহার মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ থাকে তত অধিক। যাহার উপার্জ্জন কম, তাহার উপার্জ্জনের অধিক অংশ ব্যয় হয় জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যাহার উপার্জ্জন অধিক, তাহার উপার্জ্জনের কম অংশই জীবন ধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং উপার্জ্জনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় করিলে ক্রমাগত অধিক উদ্বৃত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ক্রমবর্দ্ধমান করের অসুবিধা :

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী ব্যক্তিগণ কর প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

(২) সম্পদ অধিকতর উৎপাদনের জন্য অধিকতর বিনিয়োগ (investment) প্রয়োজন। যাহাদের উপার্জ্জনের মধ্যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। সুতরাং ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বাধা প্রাপ্ত হয়।

(৩) উপার্জ্জনের বৃদ্ধির সহিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়, ইহা যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্জ্জনের কোন্ স্তরে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হ্রাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই—সুতরাং উপার্জ্জনের কোন স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া উচিৎ—ইহার সঠিক নির্দ্ধারণ হইতে পারে না।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক প্রত্যেক দেশেই ক্রমবর্দ্ধমান করের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের উপর অর্থাৎ বিনিয়োগের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যেক সরকারই সচেতন থাকে। ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্যের এই জনপ্রিয়তার কারণই হইল যে ইহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিতে পারা যায়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর—Direct and Indirect Taxes

প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী এবং প্রকৃত করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য্য করা হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার উপার্জ্জনের একটি অংশ কর হিসাবে আদায় করে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ পরিমাণ মুদ্রা তাহার নিজস্ব উপার্জ্জন হইতেই প্রকৃতপক্ষে দেয়, অপর কাহারও নিকট হইতে কোন সূত্রে উহা আদায় করিয়া লইতে না পারে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শুধু আপাত দৃষ্টিতেই ঐ করের প্রদাতা নহে, প্রকৃতপক্ষেও সে ঐ করের প্রদাতা। ইহা প্রত্যক্ষ কর (direct taxes)। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্র কর আদায় করিল সে প্রথমে উহা নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়া দিল বটে কিন্তু কোন সুযোগে অপর কাহারও নিকট, সে উহা আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদান করিল এক ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত করভার বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, তবে সরাসরি নহে—প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে। ইহাকে পরোক্ষ কর (indirect tax) বলা হয়—যথা বিক্রয় কর।

প্রত্যক্ষ করের গুণাপগুণ—Merits and Demerits of Direct Taxes

গুণ: (১) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে; কর হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ সুবিধা অসুবিধা তাহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বারা নিজেদের কর বোঝা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত এবং সচেতন থাকে—নাগরিকবৃন্দের মধ্যে ইহার দ্বারা পৌর চেতনা জাগরূক থাকে।

(২) প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির নাগরিকদের মধ্যে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা চলে। ইহার মাধ্যমে যাহাদিগের উপার্জ্জন অল্প তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর আদায় করা সম্ভব এবং যাহাদিগের উপার্জ্জন অধিক তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করা সম্ভব। ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য (progressive taxation) যদি কর প্রদাতাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই ঐ পদ্ধতির অনুসরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব।

প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কর আদায় করা

সম্ভব হয় ; রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক।

অপগুণ :—(১) সাধারণ লোকে তাহাদিগের অর্থপ্রাপ্তি এবং অর্থ ব্যয় হইতে—আর্থিক সুবিধা অসুবিধা হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইলে কর প্রদাতা রাষ্ট্রকে তাহার অর্থের অংশ দিয়া দিতে হইতেছে এ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকিবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই কর প্রদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে তখনই সরকারের বিরুদ্ধে করদাতার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে।

(২) কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে কর আদায় করিবার খরচা এরূপ অত্যধিক হইবে যে ঐরূপ ভাবে কর আদায় রাষ্ট্রের পক্ষে পোষাইবে না। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে সুফল লাভ করিয়া থাকে এবং সকলের পক্ষেই উচিত দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য করা।

(৩) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কর দাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য্য করিতে হইবে এবং ঝঞ্ঝাট বহন করিবে—যথা বিস্তারিত হিসাব প্রণয়ন এবং হিসাব দাখিল। উপরন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বনের অবকাশ থাকে অধিক। আবার এই অসাধুতা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের খেয়াল খুসীমত কার্য্য করিবার অবকাশ ঘটে অধিক।

পরোক্ষ করের গুণাপগুণ—Merits and Demerits of Indirect Taxes

গুণ :—(১) সমাজ-কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করা আধুনিক যুগে প্রত্যেক সরকারেরই কর্ত্তব্য ; পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকল্যাণকর কার্য্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসমষ্টির অপকার ঘটে সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ব্যবহার হ্রাস পাইবে।

(২) রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে উপকার লাভ করে—সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ সম্পাদন যাহাতে সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান করা কর্ত্তব্য। দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই কর আদায় করা সম্ভব হয়। নিত্যব্যবহার্য্য

সামগ্রীর উপর কর স্থাপন করিলেই তবেই সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব।

(৩) পরোক্ষ ভাবে কর প্রদান করিলে, কর প্রদান করা হইতেছে এ সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না; সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর স্থাপিত হইলে উহা দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। ইহা অচেতন রুগীর উপর অস্ত্রোপচারের ন্যায় সুবিধাজনক।

অপগুণ :—(১) কর ধার্য্য সম্পর্কে, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে, জনসাধারণ সকল সময়ে সচেতন থাকে না এবং সেক্ষেত্রে ঐ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার তাহার অবকাশ ঘটে কম। ইহা নাগরিকের সঠিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনের প্রতিবন্ধক।

(২) যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—ইহাই যদি কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহারের মূল সূত্র হয়, তাহা হইলে পরোক্ষ করের মধ্যে এই ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিয়া পরোক্ষ ভাবে কর আদায় করিলে যে ব্যক্তি অধিক ক্রয় করিতে বাধ্য তাহাকে অধিক কর প্রদান করিতে হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী ক্রয় করে তাহারই যে অধিক কর প্রদানের ক্ষমতা আছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্য্যের দ্বারা দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে যে অসুবিধা এবং জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে জনসমষ্টির কর প্রদান ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

সরকারী ব্যয়—Public Expenditure

অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরকারী ব্যয়কে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু কি ভাবে উহার শ্রেণী-বিভাগ করা উচিত এ সম্পর্কে সকলে এক মত নহে। ফলে, সরকারী ব্যয়কে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ কোন্ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় করা হইতেছে সেই অনুযায়ী সরকারী ব্যয়কে শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে দুই দফা সরকারের অস্তিত্ব থাকে—কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের কতিপয় অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন; সেই বিষয়গুলির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত থাকে যেগুলির

সম্পর্কে অভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তবে ঐগুলি সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সমগ্র জনসমষ্টি ঐগুলি সম্পর্কে সর্ব্বাধিক উপকৃত হইবে, যথা দেশরক্ষা ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির সরকারী ব্যয়কে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়রূপে (federal expenditure) অভিহিত করিতে পারা যায়। অপর পক্ষে একই দেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় সরকার (provincial or state government) কতিপয় বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করে; এই বিষয়গুলি সেইগুলি যেগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রীয় সরকার নিজ নিজ অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত হইবে; যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় সরকার যে ব্যয় করেন উহা প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় ব্যয় রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার যে সকল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নাই সেই সকল দেশে সরকার যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহাকে জাতীয় ব্যয় (national expenditure) এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যথা মিউনিসিপ্যালিটি; জিলা বোর্ড, কর্পোরেসন) যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা স্থানীয় ব্যয় (local expenditure) রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্লে'ন (Plehn) সরকারী ব্যয়ের আর এক ধরণের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—সরকারী ব্যয় হইতে নাগরিকগণ যে ধরণের সুবিধা পায় তাহাই হইল এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সরকারী ব্যয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি হইতে সমগ্র জনসমষ্টি সমষ্টিগত উপকার লাভ করে, যথা দেশ রক্ষার জন্য ব্যয়। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ উপকার প্রদান করিয়া পরোক্ষভাবে সমষ্টিগত উপকার সাধন করে যথা আর্ত্তত্রাণের জন্য বা বার্দ্ধক্য বৃত্তি প্রদানের জন্য ব্যয়। ইহা ব্যক্তিগত অক্ষমতা পূরণ করিয়া সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপোষণ করে। তৃতীয়তঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি ব্যক্তিকে বিশেষ উপকার দেয় অথচ যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ অবস্থায় এই উপকার লাভ করিতে পারে—এই ব্যবস্থার অস্তিত্বই সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপোষক—যথা বিচার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার ব্যয়। চতুর্থতঃ, কয়েক ধরণের ব্যয় আছে যেগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে উপকার প্রদান করে যথা রাষ্ট্রীয় শিল্পের জন্য ব্যয়।

ডাল্টনের (Dalton) মতে সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলির দ্বারা সামাজিক সংগঠন বজায় রাখা হয় আবার কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সামাজিক উন্নতি বিধান করে।

রক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইল প্রথম পর্য্যায়ের এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাদির জন্য ব্যয় হইল দ্বিতীয় পর্য্যায়ের।

একাধিক অর্থনীতিবিদ্ সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল (productive) এবং অনুৎপাদনশীল (unproductive)—এই দুই পর্য্যায়ে বিভাগ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে, অসুবিধা হইল উৎপাদনশীল ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহার সঠিক তাৎপর্য্য নির্ণয় করা। অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন যে উৎপাদনশীল ব্যয় বলিতে বুঝায় সেই ব্যয় যাহার দ্বারা অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয়। যে ব্যয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয় না তাহা অনুৎপাদনশীল। এক্ষেত্রে যাহাতে জটিলতার অবকাশ রহিয়াছে তাহা হইল এই যে অনেক প্রকারের ব্যয় আছে যেগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টি হয় না কিন্তু যেগুলি পরোক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। **মিসেস রবিনসন** উৎপাদনশীল ব্যয়ের একটি মান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় জাতির প্রাকৃতিক বা মানবিক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায় বা উহাদের অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচমূলক ব্যবহার ঘটায় তাহাই জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় এবং এইভাবে অবশেষে উহার খরচা উসুল হইয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়—অবশ্য উহার জন্য প্রয়োজন হইলে যে বর্দ্ধিত ব্যয় হইতে যে লাভ হইবে তাহা অধিকতর কর ভারের দরুণ ক্ষতি পোষাইয়া দিবে"। ["any state expenditure which directly or indirectly develops the natural or human resources of the nation or leads to their more economical use may be expected to increase national prosperity by increasing the national wealth, and may thus be expected ultimately to pay for itself—given the important qualification that the gain due to increased expenditure is not less than the loss caused by heavier taxation"—Robinson] সুতরাং সেচকার্য্য বা রেলপথ নিম্মাণের জন্য ব্যয় যেরূপ উৎপাদনশীল হইতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ও উৎপাদনশীল হইতে পারে।

উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল—Effects of Public Expenditure on Production and Distribution

উৎপাদন—উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্য্যালোচনায় তিনটী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন—শ্রমের এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর

প্রতিক্রিয়া, শ্রমের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক সঙ্গতির বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রতিক্রিয়া। যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার এবং সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে, বা শ্রমিকদিগের সস্তা উত্তম বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার দ্বারা জনসাধারণের কর্ম্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য শ্রমের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছাব উপর সরকারী ব্যয় যে এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ যদি বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি পাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হ্রাস পাইবে, আর্ত্তত্রাণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি আর্ত্ত সাজিয়া ত্রাণের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে। অবশ্য আর্থিক সাহায্যের যদি সর্ত্ত থাকে তাহা হইলে এইরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটিতে পারে। যথা কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে সাহায্য করা হইবে এইরূপ ব্যয় বর্ত্তমানের কার্য্যের ইচ্ছা হ্রাস করে না।

অর্থনৈতিক সঙ্গতি (অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি) যদি এক ধরণের নিয়োগ হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বা এক স্থান হইতে যদি ভিন্ন স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদি কোন বিশেষ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য করা হয় তাহা হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা করা যাইতে পারে। নূতন কোন অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় বা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

বণ্টন—সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধন বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে; ধন বণ্টনের অসাম্য বিদূরিত করা রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের অন্যতম লক্ষ্য রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অবশ্য অনেক সরকারী ব্যয় আছে যাহা হইতে লভ্য উপকার হইবে সমষ্টিগত—কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ উপকার হইবে না এবং কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় করিয়া দরিদ্রদিগের হিতার্থে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা ধন বণ্টনের অসাম্য কিছু পরিমাণে বিদূরিত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি দরিদ্রকে প্রদান করা ঘটে না। সাধারণতঃ

দরিদ্রদিগের হিতার্থে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সরকার ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্য ইহা দ্বারাও দরিদ্রগণ ধনীদিগের অর্থে লাভবান হয়।

সরকারী ঋণ—Public Debts.

সরকারী ঋণকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে,

(১) **আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঋণ** (internal and external debt)—রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতেই যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহাই হইল সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণ; এক্ষেত্রে সুদ প্রদান বা আসল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর শ্রেণীর লোকের নিকট মুদ্রা হস্তান্তরিত হয়। অপরপক্ষে সরকার যে ঋণ অপর কোন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে তাহাই বাহ্যিক ঋণ। বাহ্যিক ঋণের দরুণ সুদ প্রদান কালে বা আসল পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তান্তরিত হয়।

(২) **উৎপাদনক্ষম ও মৃতভার ঋণ** (productive and deadweight debts)—উৎপাদনক্ষম ঋণ হইল সেই ঋণ যাহার দরুণ পুরাপুরি সম্পত্তি থাকিয়া যায়—এই সম্পত্তির আয় হইতে উহার সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু যে ঋণ এরূপ কার্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার দরুণ কোন সম্পদের উদ্ভব ঘটে নাই তাহাকে মৃতভার ঋণ রূপ অভিহিত করা যায়। ইহার সুদ প্রদান করা হয় সরকারের চলতি রাজস্ব হইতে।

(৩) **স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ** (unfunded and funded debt)—সরকারী ঋণকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী—এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে এই বিভাগ ঋণের কালের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে যে সকল ঋণ গৃহীত হয় সেইগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (funded debt); অপরপক্ষে যে সকল ঋণ অল্প কাল পরেই পরিশোধ করা হইবে বলিয়া গৃহীত হয় সেইগুলি স্বল্প মেয়াদী ঋণ (unfunded debt)। মুস্কিল হইল, স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধান নির্ণয় করা। সাধারণতঃ ধরা হয় যে রাজস্ব বৎসরের মধ্যেই যে ঋণ পরিশোধ্য তাহাই স্বল্প মেয়াদী—অন্যথায় উহা দীর্ঘ মেয়াদী।

ঋণের বোঝা লাঘবের উপায়—Diminishing the Burden of Public Debt

(১) **অস্বীকৃতি** (repudiation)—অস্বীকৃতির দ্বারা সরকার ঋণের ভার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন—অর্থাৎ সরকার ঘোষণা করিতে পারেন

যে তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত কোন বিশেষ ঋণ তাঁহারা পরিশোধ করিবেন না এবং উহার দরুণ সুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া দিবেন। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকারের দ্বারা ঋণ ভার লাঘব করিবার প্রচেষ্টা সরকারের লাভ জনক হয় না—কারণ উহাতে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয়।

(২) **পরিশোধ তহবিল** (sinking fund)—প্রতিবৎসর রাজস্ব হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া একটি তহ্‌বিল গঠন করিতে পারা যায়। এই তহ্‌বিলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলে উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারা যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ বটে, তবে দৃঢ়। অধিকতর কর আরোপ করিয়া যথা শীঘ্র সম্ভব ঋণ ভার লাঘব করা যাইতে পারে বটে কিন্তু উহার দরুণ যে গুরুভার কর প্রয়োজন হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ ত্রাসের, উদ্ভব ঘটিতে পারে।

(৩) **পরিবর্ত্তন** (conversion)—উচ্চ সুদের হার বিশিষ্ট ঋণকে তদপেক্ষা অল্প সুদের হার বিশিষ্ট ঋণে পরিবর্ত্তন করিয়া ঋণের ভার লাঘব করিতে পারা যায়। ইহা অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্য্যায়ের ঋণকে অপর পর্য্যায়ের ঋণে পরিবর্ত্তন মাত্র; তবে ইহার দ্বারা সুদ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তদনুপাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাজারে সুদের হার কোন্ কারণে হ্রাস পাইলে তবেই এইরূপ ঋণের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়।

(৪) **সম্পত্তিকর** (capital levy)—বিশেষ সম্পত্তিকর ধার্য্য করিয়াও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা পুঁজি বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জ্জনের উপর নহে। ইহার দ্বারা একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিক্রত ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। অনুৎপাদক বা মৃতভার ঋণ যেক্ষেত্রে অধিক সেক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তিকর প্রয়োগ করা অনেকে অনুমোদন করেন তবে এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপর।

সরকারী ঋণ গ্রহণের সঙ্গত কারণ—Legitimate Purpose of Public Debts

সরকার তাঁহাদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় কর ধার্য্যের দ্বারা বা ঋণ গ্রহণের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কর ধার্য্যের নানারূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যকতা গ্রহণের প্রয়োজন হয়—

প্রথমতঃ, সরকার ঋণের পরিমাণ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন; দ্বিতীয়তঃ, ঋণ প্রদানকারীকে বাৎসরিক সুদ প্রদান করিতেও তাঁহারা বাধ্য থাকেন। সরকারকে ঋণের বোঝা বহন করিতে হয় বলিয়া সরকারের পক্ষে কখন ঋণ গ্রহণ করা সঙ্গত বা অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ নির্দ্দেশ প্রদানে সচেষ্ট হন।

(১) সাময়িক ঘাঁটতি পূরণের নিমিত্ত ঋণ গ্রহণ সমর্থনযোগ্য বলিয়াই অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের বারো মাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জ্জনের বিশেষ বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হইয়া থাকে; সুতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে তাহাদের উপার্জ্জন হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অথচ উপার্জ্জন যে হইবে তাহার নিশ্চয়তা আছে। ইহা সাময়িক ঘাঁটতি মাত্র। এই সাময়িক ঘাঁটতি পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ সমর্থনযোগ্য কারণ ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধের জন্য সরকারকে চিন্তিত হইতে হইবে না অথচ ঋণ গ্রহণ না করিলে সাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

(২) সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাঁহাদের উপার্জ্জনের যে আনুমানিক হিসাব করেন ঐ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে এবং প্রকৃত উপার্জ্জন কম হইতে পারে; অপর পক্ষে বিভিন্ন অদৃষ্ট পূর্ব্ব কারণে সরকারী ব্যয় পূর্ব্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে। এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা কর বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ অন্যায় হইবে না। তবে এই ধরণের ঋণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরবর্ত্তী বাজেটেই ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ চলতি খরচা কর হইতে প্রাপ্ত উপার্জ্জনের দ্বারাই মিটানো উচিত; সাধারণ চলতি খরচা যদি ঋণের দ্বারা মিটাইবার ক্রমিক প্রবণতা আসিয়া যায় তাহা হইলে ঋণের দরুণ সরকারের বাৎসরিক বাধ্যকতা একদিন সরকারের কর আদায়ের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমনকি ঋণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইহা হারাইয়া ফেলিতে পারে।

(৩) বাণিজ্য চক্রের উঠ্‌তি পড়তির (Cyclical fluctuations) প্রতিশেধক রূপে সরকারের দ্বারা ঋণ গ্রহণ সুফলপ্রসূ হইতে পারে। বাণিজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, সরকারের কর্ত্তব্য হইল কর ভার হ্রাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা—ইহার জন্য ঋণ গ্রহণ করা বিধেয়।

(৪) যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল রূপে গণ্য—যথা রেলপথ নির্ম্মাণ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি—সেগুলি নির্ব্বাহের জন্য কর ব্যবহার না করিয়া ঋণ গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য। যে সকল বিষয়ের উপর এইরূপ ব্যয় করা

হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং ঐ আয় হইতে সংশ্লিষ্ট ঋণের সুদ প্রদান এবং আসল পরিশোধ সম্ভব হইবে। শুধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে পুঁজি খরচার (capital outlay) জন্য ঋণ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধরা হয় তাহা নহে; উহার অন্য কারণও আছে। প্রথমতঃ, যে রাষ্ট্র এই রূপ পুঁজি খরচা করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ পুঁজি খরচার সুফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, সুতরাং উহার বোঝা বহনের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ বংশের উপরেই অর্পিত থাকা উচিত (ঋণ গ্রহণের দ্বারা)।

অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ বলেন, যে পুঁজি ব্যয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋণ গ্রহণ সঙ্গত নহে, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রণোদিত হইবেন এবং ন্যায সঙ্গত কর ধার্য্য না করিয়া নিরাপত্তাব সীমা লঙ্ঘন করিবেন। বিশেষ ভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এইরূপ কার্য্য—অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্ব্বাহ—মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবে।

মোটামুটি বলে চলে যে উন্নত জনসমষ্টির পক্ষে নিছক ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্ব্বাহ করা কেবল মাত্র মন্দার সময়েই বিধেয়; যে সকল জনসমষ্টি অনুন্নত (যাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর সংগ্রহ করা সম্ভব হয না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের সম্ভবনা প্রচুর, তাহাদিগের ক্ষেত্রে—উহা যুক্তি সঙ্গত।

(৫) কতিপয় ব্যয়ের দফা আছে যেগুলি সাধারণতঃ উৎপাদনশীল বলিয়া উপলব্ধি করা হয় না, কারণ ঐগুলি হইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভবনা থাকে না অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়া জনসমষ্টির সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়ান্ত ভাবে বর্দ্ধিত করে; যথা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয়। এক্ষেত্রে উচিত হইল এইরূপ ব্যয় ঋণ গ্রহণের দ্বারা নির্ব্বাহ করা, তবে পুনরায় ঐরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে ঐ ঋণ কর ধার্য্যের দ্বারা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় ক্রমবর্দ্ধমান ঋণের উদ্ভব ঘটিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান করের প্রয়োজন হইবে।

Questions and Hints

1. What is public finanace? Is there any essential difference between public and private finance? (B.A. 1943) [পৃঃ ৩৯৮-৯৯]

2. How do you define taxation? (B.A. 1938) "Taxes are the price we pay for the services of the Government." Critically examine this statement. (B.Com. 1938) [পৃঃ ৪০১; ৪০৩]

3. State and discuss Adam Smith's cannons of taxation (B.A 1945) [পৃ: ৪০১-২]

4. Discuss the main principles of taxation followed by modern Governments (B.A. 1941, 1947, '50 '54) [পৃ: ৪০২-৪]

5. Carefully examine the various grounds on which the principle of progression in taxation is justified (B.A. 1937 '53). Distinguish between proportional and progressive taxation. Explain the part played by progressive taxation in attaining equity in taxation (B.Com. 1937). Distinguish between progressive and proportional taxation and consider their advantages and limitations (B.Com. 1941). [পৃঃ ৪০৫-৬]

6. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes. (B.A. 1938, '44, '52 B.Com. 1940) [পৃঃ ৪০৭-৯]

7. What are public debts ? Discuss the ways in which their burden can be diminished. (B.A. 1951) What are the different forms of public debt ? Suggest measures by which the burden of public debt may be diminished (B.A 1939) [পৃঃ ৪১৩-১৪]

8. Discuss the main purposes for which taxes and loans should be used by the state. (B.A. 1940) Discuss the legitimate purposes for which public debt may be incurred. (B.A. 1943, '46, '49, B. Com. 1938 '52) [পৃ: ৪১৪-১৬]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বাণিজ্য চক্র ও বেকার সমস্যা

Trade Cycle and Unemployment Problem

চক্রগতি উঠ্‌তি পড়তি—Cyclical Fluctuations

ঘূর্ণায়মান চক্রের মত ব্যবসা বাণিজ্যের গতি থাকে—কখন উত্থান, উত্থানের পর পতন, পতনের পর আবার উত্থান আবার পতন,—এইভাবে। পতনের নাম মন্দা আর উত্থানের নাম সমৃদ্ধি। মন্দা (depression) ও সমৃদ্ধির (prosperity) এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধান দেখিতে পান। অধিকন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে এক অবস্থার মধ্যে অপর অবস্থা আনয়নের উপাদান নিহিত থাকে; যখন মন্দার সময় চলিতেছে তখন ইহার মধ্যে এরূপ উপাদান ক্রিয়া করিতে থাকে যাহাতে মন্দার চরম অবস্থায় উপনীত হইবার পর ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি উপস্থিত হইবে, আবার সমৃদ্ধি যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই উহার বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভবের মত উপাদান ক্রিয়া করিতে থাকিবে এবং সমৃদ্ধির চরম অবস্থা উপনীত হইবার পর মন্দা সুরু হইবে। সমৃদ্ধির সময় হইতে মন্দার সময়ে যাইবার সময় যে চরম অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাই হইল শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্কট (crisis)। সুতরাং মন্দা, সমৃদ্ধি ও সঙ্কট—এই লইয়াই বাণিজ্য চক্র (trade cycle)।*

চক্র গতির কারণ—Causes of Cyclical Fluctuation

বাণিজ্যের চক্রবৎ গতি ঘটিবার কারণ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একমত নহেন। ইহার কারণ সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব প্রদত্ত হইয়াছে :

---

*"By a cyclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first gather force and have a cumulative affect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction; which in turn gather force for a time and accentuate one another, until they too, having, reached their maximum development, wane and give place to the opposite"—Keynes—"General Theory".

(১) **সঞ্চয়াধিক্য বা ভোগ স্বল্পতার তত্ত্ব** (theory of over-saving or under consumption)—হবসন (Hobson) অভিমত দেন যে সঞ্চয়ের আধিক্যের জন্যই ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হয়। সঞ্চয়ের আধিক্যের অর্থই হইল জনসমষ্টি ভোগ করিবে অল্প অর্থাৎ তাহারা কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয় করিবে। সমাজে সম্পদ বণ্টনের অসাম্যের মধ্যে সঞ্চয়াধিক্যের কারণ নিহিত রহিয়াছে অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই সঞ্চয়ের ক্ষমতা অধিক। সঞ্চয় অধিক হইলে প্রথমতঃ, ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয় কম হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রীতে অধিক বিনিয়োগ ঘটিয়া সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং একদিকে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায় অপর দিকে ভোগ সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পায়। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর দাম কমিয়া উৎপাদনকারীদিগের লোকসান হইতে থাকে এবং মন্দা উপস্থিত হয়।

(২) **অতি বিনিয়োগ তত্ত্ব** (over investment theory) অতি-বিনিয়োগ তত্ত্বের দুইটি পর্য্যায় আছে (ক) মুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব (monetary overinvestment theory) এবং (খ) অমুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব (non-monetary over-investment theory)।

(ক) **মুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব**—এই তত্ত্ব উইকসেল্ প্রদত্ত "স্বাভাবিক সুদের হার"এর (natural rate of interest) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে সুদের হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং সঞ্চয়ের যোগান সমান হয় তাহাই হইল স্বাভাবিক সুদের হার। কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজারে যে সুদের হার থাকে, তাহা হইল বাজার হার (market rate of interest) ব্যাঙ্ক সমূহ যদি বাজার হার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম করে, তাহা হইলে সঞ্চয় অপেক্ষা ঋণের চাহিদা অধিক হইবে এবং ব্যাঙ্ক-ঋণ সৃষ্টির দ্বারা ঐ চাহিদা মিটানো হইল—ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সম্প্রসারণ সুরু হইবে। অপরপক্ষে বাজার হার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অধিক হইলে বিপরীত প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সঙ্কোচন ঘটিবে। এই তত্ত্বের ইহাই মূল কথা নহে—মূল কথা হইল যে মুদ্রাগত পরিস্থিতির উপরে অর্থনৈতিক সঙ্গতির বণ্টনে অব্যবস্থা আরোপিত থাকে (mal distribution of economic resources)। উৎপাদনের কাটামো হইল উর্দ্ধাধো (vertical) —ইহার নিম্নাংশে থাকে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন—তাহার উর্দ্ধে অর্দ্ধ সমাপ্ত সামগ্রী—তাহার উর্দ্ধে পুঁজি সামগ্রী। ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিলে উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ভোগ সামগ্রী উৎপাদন হইতে টানিয়া লইয়া পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। কিন্তু এই ধরণের সম্প্রসারণ অধিক কাল চলিতে পারে

না। কোন এক স্তরে আসিয়া ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উৎপাদক সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই তত্ত্বের একটি মৌলিক অনুমান আছে—উহা হইল অর্থনৈতিক সঙ্গতির পরিপূর্ণ নিয়োগ (full employment)। সুতরাং ঋণ বৃদ্ধির দরুণ ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাইয়া পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, পরে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিয়া যায় অধিক।

(খ) অমুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন, নূতন নূতন বাজারের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উহার দ্বারা অধিক উৎপাদন ঘটে; এই তত্ত্বে মুদ্রাগত বিবেচনাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান দেওয়া হয়। অধ্যাপক **স্পিটোফ** (Speithoff) ও **ক্যাসেল** বাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্ত্তন বুঝাইয়াছেন। স্পিটোফ বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য করেন—চলতি ভোগের সামগ্রী, স্থায়ী ও অর্দ্ধ স্থায়ী ভোগ সামগ্রী, স্থায়ী পুঁজি সামগ্রী এবং পুঁজি সামগ্রী নির্ম্মানের জন্য প্রয়োজনীয় মাল মশলা। সমৃদ্ধির সময়ে এই বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর মধ্যে অনুপাতের তারতম্য ঘটে। যখন এইরূপ ঘটে তখন, হেবারলারের (Haberler) ভাষায়, "একই সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রাচুর্য্যের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রী যেহেতু পরস্পরের অনুপূরক, সেহেতু এক পর্য্যায়ের দুষ্প্রাপ্যতার অর্থই হইল অপর পর্য্যায়ের অত্যুৎপাদন। যেন এক জোড়া দস্তানার একটি হারাইয়া গিয়াছে; যেটা রহিয়াছে সেটা অব্যবহার্য্য ও অবিক্রয় যোগ্য উদ্বৃত্ত মাল। হারাইয়া যাওয়া বস্তুটা প্রকৃত ঘাটতির সমান। প্রথমে যদি যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দ্বারা বিনিয়োগ ও উৎপাদনের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্যের মন্দা উপস্থিত হয় বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর অনুপাতের তারতম্যের জন্য।"

(৩) **মুদ্রা তত্ত্ব** (monetary theory)—মুদ্রাতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হইলেন হ'ট্রে (Hawtrey)। হ'ট্রের অভিমত হইল, বাণিজ্য চক্র নিছক মুদ্রা সম্পর্কিত কারণে ঘটিয়া থাকে। যখন মুদ্রার হিসাবে অধিক সামগ্রীর চাহিদা হয় অর্থাৎ জনসাধারণ অধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অধিক সামগ্রীর চাহিদা করে তখন ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে দামও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরপক্ষে মুদ্রার হিসাবে সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইলে ব্যবসা বাণিজ্য শ্লথ হয় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে, দামও হ্রাস পাইতে থাকে। জনসমষ্টির ব্যয় শুধু ভোগ সামগ্রীর উপরেই নহে, নূতন বিনিয়োগ সামগ্রীর (new investment goods) উপরেও ঘটিয়া থাকে। এই ব্যয়ের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে মুদ্রার পরিমাণের

উপর। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে, জনসমষ্টির ব্যয় হ্রাস পায় এবং উহার দ্বারা মন্দা উপস্থিত হয়। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমৃদ্ধি ঘটিবে। বাট্টার হার (discount rate) পরিবর্ত্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্ত্তন হয়—বাট্টার হার পরিবর্ত্তন ব্যবসায়ীদিগের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং উহার দ্বারা ঋণের চাহিদার পরিবর্ত্তন হইয়া মুদ্রার পরিমাণে (বিশেষতঃ ব্যাঙ্কমুদ্রা) পরিবর্ত্তন হয়। বাণিজ্য চক্রের যে চিত্র হ'ট্রে অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বেপারীদিগের বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। বেপারীগণ ঋণ করিয়া মাল মজুত করে—সুতরাং সুদের হারের প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপরেই সর্ব্বপ্রথম ঘটে। সুদের হার কমিলে তাহারা অধিক মালের বরাত (order) দেয়—উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত জনসমষ্টির উপার্জ্জন এবং দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহারা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এরূপ স্তরে আসিয়া যায় যখন সুদের হার বৃদ্ধি করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সুদের হার বৃদ্ধি করিলে বেপারীগণ মজুদ কমাইয়া দেয়। উহাতে উৎপাদন হ্রাস পায়, জনসমষ্টির উপার্জ্জন হ্রাস পায়, দামস্তরও হ্রাস পায়।

(৪) **কীন্‌সীয় তত্ত্ব** (Keynesian Theory)—কীন্‌স এবং আধুনিক কতিপয় অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মতে, বাণিজ্য চক্র হইল বিনিয়োগ সামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্ত্তন—যে পরিবর্ত্তন পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতার (marginal efficiency of capital) দ্বারা সাধিত হয় অথবা সুদের হারের পরিবর্ত্তন। মন্দার চূড়ান্ত অবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ কিছু ঘটে অথবা এরূপ কিছু ঘটে যাহাতে সুদের হার হ্রাস পায়। পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে নূতন উদ্ভাবনের জন্য, অথবা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজি সামগ্রী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবার জন্য অথবা পূর্ব্বেকার মালের মজুদ হ্রাস পাইবার জন্য। সুদের হার কমিতে পারে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ মুদ্রা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ অথবা জনসাধারণের নগদ আসক্তি (liquidity preference) হ্রাস পাইবার দরুণ। বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদনে যতই সঙ্গতি নিয়োজিত হইবে ততই নিয়োগের পরিমাণ (volume of employment) বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগের বৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধির চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু ক্রমশঃই বিনিয়োগের অবকাশ কমিয়া আসিবে এবং ক্রমশঃ নূতন পুঁজি সামগ্রীর প্রত্যাশিত আয়ও (prospective yield of new capital goods) কমিবে। অপরদিকে আবার পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের খরচাও বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতার পতন ঘটিবে। বিনিয়োগের পতনের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ ও জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং মন্দার সময় উপস্থিত হইবে।

বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

(১) যথাযোগ্য ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্ক মুদ্রা, সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপের উপর মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দুইটী উপায় আছে, প্রথম ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন এবং দ্বিতীয় ওপেন মার্কেট কারবার।

(২) বাণিজ্য চক্র বিরোধী সরকারী কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সরকার বহুবিধ পুঁজি সম্পদ নির্ম্মাণে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন—বাণিজ্যে চক্রের গতি অনুগামী এইরূপ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বাণিজ্যে সমৃদ্ধির সময়ে অধিক মুদ্রা সমষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের উচিত হইবে নিজেদের অর্থব্যয় মূলক বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন কমাইয়া দেওয়া যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা যায়। অপরপক্ষে বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা লাঘবের এবং জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন বৃদ্ধির নিমিত্ত সরকারের কর্ত্তব্য হইবে গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য্যে অধিক পরিমাণে মুদ্রা ব্যয় করা; শুধু তাহাই নহে—সমগ্রভাবে সরকারী বাজেটে ঘাট্‌তি ও উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সমৃদ্ধির সময়ে সরকারের উচিত উদ্বৃত্ত বাজেট যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা এবং মন্দার সময়ে ঘাটতি বাজেট সৃষ্টি করা যাইতে পারে; প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে অপেক্ষাকৃত অধিক কর সংগ্রহ এবং অল্প ব্যয় নির্ব্বাহ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক উহার বিপরীত।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের বেকার অবস্থা— Different Types of unemployment

আধুনিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইল বেকার সমস্যা। কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তি যখন কর্ম্ম করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে তখনই তাহাকে বেকার অবস্থা বলা হয়। বেকার অবস্থাকে একাধিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কাজকারবারের উঠ্‌তি পড়তি থাকে। কখন কখন কাজের চাপ পড়ে অত্যধিক আবার কখন বা খুব অল্প পরিধিতে কাজ কারবার চলিতে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজ কারবারের যে অভাব থাকে তাহা আকস্মিক ভাবে বেকার অবস্থার সৃষ্টি করে; ইহাই সাময়িক বেকার অবস্থা. (causal unemployment)।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন শিল্পে ঋতু অনুযায়ী বৎসরের কোনও এক সময়ে উৎপাদন অধিক হয় আবার অন্যান্য সময় উৎপাদন স্থগিত থাকে। কৃষি কার্য্যের ক্ষেত্রে এবং যে সকল শিল্প বিশেষ বিশেষ কৃষি সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল তাহাদের ক্ষেত্রে ঋতু অনুযায়ী কাজকারবার স্থগিত থাকিতে বাধ্য ; ইহাকে ঋতুগত বেকার অবস্থারূপে (seasonal unemployment) অভিহিত করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন থাকে উহা হইতেও বেকার অবস্থার উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য কখনও দ্রুত গতিতে চলে কখনও বা মন্থর গতিতে চলে এবং উহার সহিত কর্ম্ম সংস্থানের পরিসর কখন প্রসারিত কখনও বা সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা অবস্থায় যে বেকার সমস্যা উপস্থিত হয় তাহা চক্রমূলক বেকার সমস্যারূপে অভিহিত হয়।

চতুর্থতঃ, শিল্পের সংগঠনে নিয়তই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে—শিল্পের জগৎ নিয়তই প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবর্ত্তনশীল (dynamic)। নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন পদ্ধতির প্রয়োগ শ্রমিকের প্রয়োজন হ্রাস করিয়া দিতে পারে এবং উহার দ্বারাও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা যান্ত্রিক বেকার অবস্থা (technological unemployment)।

বেকার সমস্যার প্রতিবিধান

(১) উদ্বৃত্ত শ্রমিক সংখ্যা যাহাতে পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

(২) বিভিন্ন ঋতুগত শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা ঋতুগত বেকার সমস্যার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

(৩) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা শ্রমিকদিগের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিলে কোনও শিল্পে শ্রমের আধিক্য এবং কোনও শিল্পে শ্রমের স্বল্পতা ঘটিবে।

(৪) বেকার সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত যান্ত্রিক ও বিশেষত্বশীল শিক্ষা প্রদানের আয়োজন থাকা কর্ত্তব্য।

(৫) বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের জন্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষভাবে শিল্প মালিকদিগের পক্ষ হইতে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইলে সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রকার জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য শ্রমের অধিক চাহিদা করা প্রয়োজন

Questions and Hints

1. Discuss the chief causes of industrial crises. What are the best means of preventing such occurrences ? (B.A. 1938, 43, B. Com. 1950) [পৃ: ৪১৯-২১]

2. What are the different types of unemployment that you find in modern society ? Suggest some remedies for combating them. (B.A. 1942, 46,'52) Classify the principal types of unemployment and suggest some possible remedies (B.Com. 1953) [পৃ: ৪২২-২৩]

3. Account for the periodicity of business cycles. (B.A. 1953) [পৃ: ৪১৯-২১]

অষ্টবিংশ অধ্যায়

শ্রমিক সমস্যা

Labour Problem

শ্রমিকের দুর্ব্বলতা—Weakness of Labour

স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যদি শ্রমিক মজুরী লাভ করিতে পারিত তাহা হইলে ঐ মজুরীকে ন্যায়সঙ্গত রূপে বিবেচনা করা যাইত। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে এই ন্যায় সঙ্গত মজুরী লাভের পথে গুরুতর অন্তরায় বিদ্যমান। এই গুরুতর অন্তরায় হইল শ্রমিকের দর-কষাকষিতে দুর্ব্বলতা। উৎপাদনকারীগণ সংখ্যায় অল্প এবং সংখ্যায় যাহারা অল্প তাহারা একদিকে যেরূপ সহজেই সংগঠিত হইতে পারে অপরদিকে সেইরূপ শ্রমের চাহিদা বহুপরিমাণে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অধিকন্তু মালিক শ্রেণী হইল শিক্ষিত এবং কারবার সম্বন্ধে তাহারা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন এবং দূরদর্শী; উহাদের তুলনায় শ্রমিককুলের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কতখানি শ্রমের দাম রূপে লাভ করিতে সমর্থ এসম্পর্কে সঠিক সচেতন থাকে না। এই সঠিক জ্ঞানের অভাবের দরুণ তাহারা স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দাবী করিতে অগ্রসর হইতে পারে না। আবার, স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক চেতনা থাকিলেও যে অনুরূপ পারিশ্রমিক তাহারা আদায় করিতে পারিবে—এরূপও নিশ্চয়তা নাই। দাবী হইল আদায় যোগ্য—অনুরোধের দ্বারা দাবী আদায় সম্ভব নহে। শ্রমিকগণ কিন্তু তাহাদের দাবী বলবৎ করিতে বিশেষ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়। শ্রমিক একদিন শ্রম না করিলে সেই দিনের উপার্জ্জন তাহার নিকট চিরকালের জন্য নষ্ট হইল; তাহাদের দারিদ্র্য এই বিষয়ে উগ্রতার ভাব আনয়ন করে। কিছুদিন কার্য্য বন্ধ থাকিলে, তাহাদিগকে অনাহারের সম্মুখীন হইতে হইবে। মালিক শ্রেণীর পক্ষে কিন্তু উহা প্রযোজ্য নহে। তাহাদের অধিকাংশই সঙ্গতিশালী, সুতরাং কার্য্য বন্ধ করাইয়া শ্রমিকদিগকে কম পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে তাহারা বাধ্য করিতে পারে। এই সকল কারণেই পারিশ্রমিকের হার লইয়া মালিক শ্রেণীর সহিত শ্রমিকগণ সমানে সমানে দর কষাকষি করিতে পারে না। ফলে তাহাদের মজুরীর হার ন্যায়সঙ্গত মান (standard) অপেক্ষা অল্প থাকে এবং তাহাদের জীবন ধারণের মান থাকে নীচু। মালিক শ্রেণী ধনী হইতে থাকে এবং শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্র হইতে থাকে—

সমাজের মধ্যে ধন বণ্টনের অসাম্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন গুরুতর সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ন্যায় সঙ্গত মানে জীবন ধারণের জন্য ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সর্ত্তাদি আদায় করা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে গুরুতর সমস্যা। ইহাই শ্রমিক সমস্যা —প্রত্যেক আধুনিক মিল সংগঠন সমন্বিত দেশেই এই শ্রমিক সমস্যা বিদ্যমান।

শ্রমিক সঙ্ঘ—Trade Union

শ্রমিকদিগের এই দুর্ব্বলতা দূরীকরণের জন্য তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রেরণা দেখা দিয়াছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে শ্রমিকগণ যে কার্য্য সাধন করিতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহা সাধন করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত নহে। সেই জন্য আধুনিক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। "শ্রমিকদিগের নিয়োগের সর্ত্তাদি রক্ষা করা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধতাকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়"। ("Continuous assosiation of wage earners for the purpose of maintaining or improving their conditions of employment"—Sydney and Beatrice Webb) লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে শ্রমিক সঙ্ঘ কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গঠিত হয় না; শ্রমিক জীবনে সমস্যা এক নহে, বহু; সাময়িক নহে, নিরবচ্ছিন্ন। তাই শ্রমিক জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত সঙ্ঘের জীবনও ধারাবাহিক।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

শ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কারণের মধ্যেই শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। পৃথক পৃথক ভাবে শ্রমিকগণ প্রভাবশালী এবং সঙ্গতিশালী মালিকের সহিত মজুরী সম্পর্কে সমান জোরের সহিত দর কষাকষি করিতে পারে না। শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপনের মাধ্যমে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমবেত ভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং এক্ষেত্রে মালিকের সহিত সমান মর্য্যাদার সহিত দর কষাকষি করিতে পারে। শ্রমিক সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, এই ভাবে শ্রমিকের দর'কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক জীবনে মজুরীর হারই একমাত্র সমস্যা নহে। চাকুরীর অন্যান্য সর্ত্তাবলীর উপরেও তাহাদের জীবনের সুখ দুঃখ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল—কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এবং কিরূপ সময় ব্যাপি তাহারা কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে, কতদিন ছুটী ভোগ করিতে পারিবে প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে মালিকদিগের নিকট হইতে ন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় করা শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য থাকে।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের প্রসার লাভের সহিত শ্রমিকদিগের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা প্রবেশ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিলে শ্রমিক জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য উহা ব্যবহার করা লাভ জনক হইবে, ইহা শ্রমিকগণ উপলব্ধি করিয়াছে। সেই কারণে একাধিক ক্ষেত্রেই শ্রমিক সঙ্ঘ রাজনৈতিক দলগঠনে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় অগ্রসর হয়।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী—শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য উহা বিবিধ কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া থাকে। এইগুলিকে দুই পর্য্যায়ে বিভাগ করা চলে—সংস্কারমূলক ও বিপ্লবাত্মক। একই শ্রমিক সঙ্ঘ অবস্থা অনুযায়ী এই দুই প্রকারের কার্য্য প্রণালীর যে কোন একটী বা দুইটীই গ্রহণ করিতে পারে।

সংস্কার মূলকঃ (১) ন্যায় সঙ্গত জীবন যাত্রার মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া উহার যৌক্তিকতা মালিকদিগকে বুঝাইবার জন্য সঙ্ঘ চেষ্টিত হয়।

(২) প্রচার কার্য্য পরিচালনার দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘ শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তাহাদের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য চেষ্টিত হয়। উহার দ্বারা মালিকদিগের উপর নৈতিক চাপ প্রদান করা হয়

(৩) শ্রমিকরা যাহাতে যে কোন মজুরীর হারে কার্য্য করিতে বাধ্য না হয়—মালিকদিগের উপর চাপ দিবার জন্য যাহাতে সাময়িক ভাবে বেকার অবস্থা মানিয়া লইতেও প্রস্তুত থাকে (এবং অন্য কোন কারণে যদি কোন শ্রমিক বেকার অবস্থায় পতিত হয়) সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক সঙ্ঘ "শ্রম ব্যুরো" (labour bureau) এবং "বেকারনাশন বীমা তহবিল" (unemployment insurance fund) গঠন করে।

(৪) প্রগতিশীল দেশ সমূহে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকগণ যাহাতে শিক্ষিত ও দক্ষ হয় তাহার জন্য চেষ্টিত থাকে।

বিপ্লবাত্মক কার্য্যপ্রণালী

(১) আলাপ আলোচনা যুক্তিতর্কের পথ পরিহার করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট করিতে পারে। চাকুরীতে ইস্তাফা না দিয়া শ্রমিকগণ সাময়িক ভাবে কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলে, উহাকে ধর্ম্মঘট বলে। ওয়াকার ধর্ম্মঘটকে "শ্রমের বিদ্রহ" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। ("Strikes are the insurrections of labour—Walker")

(২) শ্রমিক সঙ্ঘ পিকেটিংও করিয়া থাকে। যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘটের আহ্বানে সাড়া না দিয়া কার্য্যে যোগদান করিতে চাহে, তাহাদিগকে বাধাদান হইল পিকেটিং।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে সাবোটেজের কার্য্যক্রমও শ্রমিক সঙ্ঘ গ্রহণ করে —অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে কলকারখানা বিগড়াইয়া দেওয়া।

(৪) শ্রমিক সঙ্ঘ কোন শিল্পের মালিকের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিতে পারে যাহাতে জনসাধারণ ঐ মালিকের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় না করে।

মজুরীর পরিবর্ত্তনমুখী হার—Sliding Scale of Wages

সামগ্রী সমূহের দামস্তর যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু মজুরীর হার অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রমিকদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠে এবং শ্রমিকগণ মালিকের উপর মজুরী বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে বাধ্য হয়। অপর ক্ষেত্রে দামস্তর যদি হ্রাস পায় অথচ শ্রমিকের মজুরী অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলে মালিকের মুনাফা প্রাপ্তি হ্রাস পাইলেও মালিকের মজুরী বাবদ খরচা সমানই থাকিয়া যায়। ইহাতে মালিক শ্রমিকের মজুরী হ্রাসের জন্য চেষ্টিত হয়। উঠতি দামের সময়ে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধিব জন্য মালিকের উপর চাপ দিবার দরুণ অথবা পড়তি দামের সময়ে মালিক শ্রমিকের মজুরী হ্রাসের জন্য চাপ দিবার দরুণ, শ্রমিক মালিকের বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা পরিহারেব জন্য কেহ কেহ "পরিবর্ত্তনমুখী হার" (sliding scale of wages) প্রবর্ত্তনের পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হইল যে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর যেরূপ বাজার মূল্য পরিবর্ত্তন হইবে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের মজুরীর হারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। শ্রমিকদিগের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে তাহাদের মজুরীর হার হ্রাস পাইবে এবং মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা হইবে বলিয়াই দাবী করা হয়। কারণ উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে অধিক মজুরী প্রদান করা মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় এবং শ্রমিকগণ দাবী করিতে পারে। অপর পক্ষে পণ্যের দাম হ্রাস পাইলে শ্রমিকদিগের মুনাফা হ্রাস পাইয়া মজুরী প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে মজুরীর হার হ্রাস পাওয়া ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু এইরূপ উর্দ্ধ ও নিম্নগামী মজুরীর হারের বিপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাও বিবেচ্য। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে শ্রমিকের শ্রম মালিকগণ কিরূপ উগ্রভাবে

চাহিদা করে সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রীর বাজার মূল্যের দ্বারা তাহা সূচিত হইবে। কিন্তু এই আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই। যথা কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ যদি উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইয়া দাম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঐ দাম বৃদ্ধির দ্বারা মালিকের অধিক মজুরী প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি সূচিত হয় না। অথচ দামের হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী মজুরীর হ্রাস বৃদ্ধির পদ্ধতি একবার প্রবর্ত্তিত হইলে দাম বৃদ্ধি মাত্রই শ্রমিককে অধিক মজুরী আদায় করিতে সচেষ্ট করিবে এবং দামের হ্রাস মাত্রই মালিককে প্রণোদিত করিবে শ্রমিককে কম মজুরী প্রদানে অগ্রসর হইতে। ইহাতে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন হইবে বলিয়া আশা করা সঙ্গত নহে।

মুনাফা বখরা পরিকল্পনা—Profit Sharing Scheme

শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা দূরীভূত করিবার জন্য অনেকেই মুনাফা বখরা করিবার পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া থাকেন। মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ মালিকের হস্তগত না হইয়া উহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাগাভাগি হইবে। এই উদ্দেশ্যে মান-মজুরী (standard wages) এবং মান-মুনাফার (standard profits) হিসাব প্রণয়ন প্রয়োজন হয়। প্রকৃত মুনাফা যখন মান মুনাফা অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন উহার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ শ্রমিকের মান মজুরীর সহিত যোগ করা হইবে—ইহাই হইল মুনাফা বখ্‌রা পরিকল্পনার মূল কথা।

মুনাফা বখরার বিরুদ্ধে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে ইহার দ্বারা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী উপকৃত হইবে না। কেবলমাত্র যে শিল্পে মুনাফা উদ্ভব হইবে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ইহার দ্বারা লাভবান হইবে। অনেক সময়ে ঘটে যে একটি শিল্পের মুনাফা অপর কোন শিল্পের উপর নির্ভর করে ; দ্বিতীয় শিল্পটীতে হয়তো মুনাফা হয় না, কিন্তু উহার সুষ্ঠু পরিচালনার উপর প্রথম শিল্পটীর মুনাফা নির্ভর করে। হয়তো কোন রেল কোম্পনীর লোকসান হইতেছে কিন্তু উহার অস্তিত্বের দরুণ অপরাপর শিল্প লাভজনক ভাবে চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা বখরা পরিকল্পনা অনুযায়ী রেল শ্রমিক কোন উপরি আয় পাইবে না কিন্তু উহার দ্বারা উপকৃত অন্যান্য শিল্পের মালিকগণ বাড়তি উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অধিকন্তু মুনাফার হিসাব প্রণয়ন মালিকের হাতে থাকিবে এবং মালিক যথাসম্ভব কম করিয়া মুনাফা দেখাইতে সচেষ্ট হইবে।

মুনাফা বখরার অসুবিধা থাকিলেও উহার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার সম্পূর্ণ

অংশ যদি মালিকের হস্তগত না হইয়া একাংশ শ্রমিকদিগের দ্বারা প্রাপ্য হয় তাহা হইলে শ্রমিকগণ উত্তম ও অধিক উৎপাদনের জন্য যত্নবান হইবার অধিক অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

Questions & Hints

1. What is a trade union? Discuss the functions and utility of trade unions. (B.A. 1936,'38 ; Nag '43 ; All '43) [পৃঃ ৪২৫-২৭]

2. Examine the merits and demerits of (a) sliding scale and (b) profit sharing of wages as methods of settling differences between labour and capital. (B.A. 1944,'47) [পৃঃ ৪২৮-৩০]

3. Explain what is meant by "economy of high wages" and point out the limits to the bargaining power of trade unions. (B.Com.1954) [যে দেশে বা শিল্পে মজুরীর হার অধিক সে দেশে বা শিল্পে উৎপাদন খরচাও যে আনুপাতিক ভাবে অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিকের অধিক কর্ম্মদক্ষতার (efficiency) দরুণ অধিক মজুরীর হার থাকিতে পারে; আবার অধিক মজুরীর জন্য শ্রমিকের দ্বারা অধিক কর্ম্মদক্ষতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই মালিক শ্রমিকের নিকট হইতে অধিক উৎপাদন লাভ করে এবং তাহার পক্ষে প্রতিমাত্রা উৎপাদন খরচা (cost of production per unit) কম হয়। ইহাই উচ্চ মজুরীর ব্যয় সঙ্কোচ রূপে (economy of high wages) পরিচিত।

কোন শিল্পে শ্রমিক সঙ্ঘের দ্বারা অধিক মজুরী আদায়ের পক্ষে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক থাকে: (১) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের কার্য্য অত্যাবশ্যক হইতে হইবে: (২) তাহারা যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রচার বিহীন হইতে হইবে; (৩) তাহাদের মজুরী প্রদানের খরচা মোট খরচার অল্পাংশ হইতে হইবে; (৪) মালিকের পক্ষে অধিক কাল কারখানা বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে না; (৫) রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়াও সীমাবদ্ধতা আরোপ করিতে পারে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
অর্থনৈতিক মতবাদ
Economic Doctrines

ধনতন্ত্র—Capitalism

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ রূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের উপরে ধনতন্ত্ররূপ অর্থনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রের মূল কথা হইল উৎপাদনের সহায়ক বস্তুগুলির ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership of the factors of production) এবং উহার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। এই অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক সুবিধার ভাগ বাঁটোয়ারা হইবে। উৎপাদনের যে সহায়ক বস্তুগুলি আছে যথা ভূমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এইগুলির যে কোন ব্যক্তিই মালিক হইতে পারে। আপনার চাতুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপার্জ্জন করিয়া যে কোন ব্যক্তিই পুঁজি ক্রয় করিয়া পুঁজিপতি হইতে পারে। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেহ পুঁজিপতি, কেহ শ্রমিক। কে পুঁজিপতি হইবে এবং কে শ্রমিক হইবে তাহা জনসমষ্টির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে। আবার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরীর হার নির্দ্ধারিত হইবে। ধনতন্ত্র মনে করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু প্রত্যেকের স্বার্থ চালিত ক্রিয়ার দ্বারা এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহার দ্বারা সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনীত হইবে। প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান তাহার স্বার্থ বা স্বধর্ম্ম অনুযায়ী বিনা বাধায় চলিতে সক্ষম হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে—ইহাই ধনতন্ত্রের যুক্তি। মালিক উৎপাদনকারীগণ নিজেদের মুনাফার লোভে উৎপাদন করিবে বটে কিন্তু নিজেদের স্বার্থের বশে উৎপাদনের ধারা তাহারা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে উহার দ্বারা সমগ্র সমাজ অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হইবে, ইহাও দাবী করা হইয়া থাকে; কারণ ব্যক্তিগত লাভের লোভে মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগরূক হয় এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগের অনুপ্রেরণা লাভ ঘটে। অধিকন্তু ধনতন্ত্রের আওতায়

বিভিন্ন উৎপাদন কারীদিগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ঘটে উহাও সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থের অনুকূল ; প্রত্যেক উৎপাদনকারী ক্রেতা সাধারণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা বিধানের জন্য সচেষ্ট হইবে—শ্রম বিভাগের ক্ষেত্রে, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের আয়তন নির্দ্ধারণে তাহারা যতদূর সম্ভব উন্নত ভাবধারা অবলম্বনে যত্নবান হইবে।

ধনতন্ত্রের পক্ষে কিন্তু জনসমষ্টির কল্যাণ সাধন ক্ষমতার এই দাবীর গুরুতর বিরোধিতা বর্ত্তমান জগতে স্পষ্ট হইয়াছে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ার উত্থান উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে এবং বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে এই প্রতিক্রিয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত অথচ নূতন পথ সন্ধানের নেশায় প্রকম্পিত। একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে, ধনতন্ত্রের দ্বারা সমাজের উপকার সাধনের ক্ষমতা আজ নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা, বর্ত্তমান জগতে উহা অলীক ও মিথ্যা ; উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই সত্য ও বাস্তব।

সমাজতন্ত্রবাদ—Socialism

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রথম রূপ হইল সমাজতন্ত্রবাদ। ধনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তির বিরুদ্ধেই সমাজতন্ত্রবাদের সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ। সমাজ তন্ত্রবাদ বলে, সমাজের মধ্যে উৎপাদনের সহায়ক বস্তুগুলির মালিক থাকে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি। ইহারা হইল পুঁজিপতি বা আন্ত্রেপ্রণা মালিক। ইহারা উৎপাদনের প্রয়োজনে যেরূপ কাঁচামাল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় করে, সেইরূপ শ্রমিকের শ্রমও ক্রয় করে। ইহাদের সংযোগে যে সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তাহা মালিক শ্রেণীর মালিকানাভুক্ত—উহা শ্রমিক শ্রেণীর মালিকানাধীন নহে। শ্রমিকগণ নিছক শ্রমের বিক্রেতা এবং উহার বিনিময়ে তাহারা কেবল মাত্র মজুরী লাভ করিয়া থাকে। এই মজুরীর হার নির্দ্ধারণে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতা বস্তুতঃ অবাধ ও নিরঙ্কুশ রূপে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা প্রতিযোগিতার ব্যঙ্গরূপ মাত্র। শ্রমিকগণ সংখ্যায় অধিক, অজ্ঞ ও দরিদ্র—ন্যায্য মজুরীর হার সম্পর্কে তাঁহারা সচেতন নহে। সচেতন হইলেও উহা আদায় করিতে তাহারা সক্ষম নহে। মালিকগণ সংখ্যাল্প, চতুর ও ধনী। মজুরীর হার লইয়া দর কষাকষিতে, মালিকের জয় এবং শ্রমিকের পরাজয় চিরন্তন। ফলে মজুরীর হার থাকে নীচু—সমাজের অগ্রগতির সহিত মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিয়া মালিক বা ধনী শ্রেণী অধিকতর ধনী হইতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ ব্যক্তি (ইহারা শ্রমিক পর্য্যায়ভুক্ত) চিরকাল দারিদ্রেই নিমজ্জিত থাকে। অথচ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য

হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে নীট উদ্বৃত্ত থাকে—সমাজতন্ত্রবাদীগণ ইহাকে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন—তাহা যথার্থ বিচারে শ্রমিকদিগেরই প্রাপ্য। কারণ উৎপাদনের মৌলিক উৎপাদন মাত্র দুইটী—প্রকৃতি এবং মানুষের শ্রম। প্রকৃতি তাহার কার্য্যের মূল্য দাবী করে না, মূল্য দাবী করিবার অধিকারী থাকে শ্রমিক। যাহারা উৎপাদনের সহায়ক বস্তুগুলির সৌভাগ্যশালী মালিক—উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর তাহাদের দাবী কোন স্থায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, যে এই স্থায়ধর্ম্মবিরোধী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিতর হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলে। শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া যে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভ হয়, তাহাই সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চালক শক্তিরূপে ক্রিয়া করে—সমষ্টির কল্যাণ সাধণের প্রচেষ্টা ঐ শক্তিরূপে ক্রিয়া করে না। যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন হইতে, যে সামগ্রার উৎপাদন হইতে ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্ব্বাধিক সেই দিকেই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে। সমষ্টির কল্যাণ হয় অবহেলিত, সমাজের প্রাকৃতিক সম্পদ হয় অপচায়িত।

ধনবণ্টন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ

সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে জনসমষ্টির মধ্যে ধনবণ্টনের পদ্ধতির উপরে সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। আর ধণতান্ত্রিক সমাজের মুল বৈশিষ্ট্যই হইল, ধনবণ্টনের অসাম্য (unequal distribution of wealth)—মালিক শ্রেণী ক্রমশঃই ধনী হইতে থাকে আর শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্রই থাকিয়া যায়। সমাজের সম্পদের অধিকাংশ ক্রমশঃই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে নিবদ্ধ হইতে থাকে। ধনবণ্টনের এই গুরুতর অসাম্য অর্থনৈতিক কল্যাণ একাধিক কারণে ব্যাহত করে।

যাহাদের আয় যত অধিক হয়, ততই তাহাদের আয়ের অল্প অংশ অন্নবস্ত্ররূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীব উপর ব্যয়িত হয়। আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর উপর। আবার উৎপাদনকারীদিগের দিক হইতে দেখিলেও, আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর বিক্রয় হইতে অধিক মুনাফ হইয়া থাকে। কারণ ক্রেতা নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নানারূপ হিসাব নিকাশ করিয়া থাকে কিন্তু বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিবার কালে অত হিসাব করিয়া ব্যয় করে না। ফলে উৎপাদনকারীগণ অধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্রী উৎপাদনেই সময় ও সঙ্গতি নিয়োজিত করিয়া থাকে কারণ বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন হইতে উৎপাদনকারীর মুনাফা হয় অধিক। কোন্ সামগ্রীর উৎপাদন হইতে জনসাধারণের

সমষ্টিগত কল্যাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইবে এই বিবেচনার দ্বারা উৎপাদন মূলক সঙ্গতি উৎপাদনে নিয়োজিত হয় না। সুতরাং বিলাস সামগ্রীর এবং অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য রহিয়াছে অথচ দরিদ্রের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা অনুভূত হইতেছে—অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ হইল যে উৎপাদক সঙ্গতির অপরিমিত অস্তিত্ব নাই—উহারা পরিমিত পরিমাণেই বর্ত্তমান। পরিমিত সামগ্রীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটে যদি উহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। কিন্তু যে সমাজে ধনবণ্টনের অসাম্য বর্ত্তমান সেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিতে বুঝায় অপেক্ষাকৃত ধনীদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা। উৎপাদক সঙ্গতি যেখানে ধনীদিগের বাহুল্যের অভাব মিটাইতে যাইবার দরুণ, দরিদ্রদিগকে ন্যায় সঙ্গত জীবন ধারণের মানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, সেখানে উৎপাদক সঙ্গতির সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিল না।

ধনবণ্টনের অসাম্যের দ্বারা অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যাহত হইবার আরও একটি কারণ আছে। জনসাধারণের অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণী—তাহাদের জীবনের দারিদ্র্যের সহিত মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির বিলাস বাসন চরিতার্থের প্রয়াস তুলনা করিলে—তাহাদের কর্ম্মজীবনের সহিত ধনীদিগের অলস জীবন তুলনা করিলে—শ্রমিকগণ যথাসম্ভব অধিক শ্রম করিবার জন্য কোনই উৎসাহ বোধ করিবে না। অসম ধনবণ্টনের জন্য শ্রমিকের মনস্তত্ত্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—সমাজে সম্পদ উৎপাদনের উপর উহার বিরূপ ফলাফল ঘটা অপরিহার্য্য। উপরন্তু ধনীশ্রেণীর সমাজে অধিক আধিপত্য করিবার অবকাশ ও অর্থ থাকে—সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাহারাই আধিপত্য করে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা নীতি নির্দ্ধারণে তাহাদের প্রভাবই থাকে সর্ব্বাধিক—অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর অর্থনৈতিক কল্যাণ ইহাতে ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

উৎপাদক বস্তুর রাষ্ট্রায়ত্ত করণ

সমাজতন্ত্রবাদীগণ অভিমত দেন যে সমাজের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হইবে এবং পুঁজি, ভূমি প্রভৃতি উৎপাদক উপকরণগুলির একমাত্র মালিক থাকিবে রাষ্ট্র। শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদক বস্তুগুলির সহযোগে মালিকগণ যেরূপ পণ্য উৎপাদন করে ও বিক্রয় করে, রাষ্ট্রও তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। সমগ্র সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই হইবে একমাত্র মালিক ও একমাত্র নিয়োগ কর্ত্তা। জনগণের মধ্যে পৃথক মালিক

শ্রেণীরূপে কেহ থাকিবে না সকলেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে শ্রমিকরূপে জীবিকা অর্জন করিবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সুদূর প্রসারী ফলাফল সংঘটিত হইবে।[১] প্রথমতঃ শিল্প বাণিজ্যের চালক শক্তিরূপে মুনাফা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা হইতে উহা বিচ্যুত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শুধু মুনাফার বিবেচনার দ্বারাই যে উৎপাদক সঙ্গতির নিয়োগ ঘটে—তাহার অবসান ঘটিবে। জনগণের করায়ত্ত সরকার রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শিল্প বাণিজ্য পরিচালনা করিতে থাকিলে জনকল্যাণ সাধনের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রবাহিত করিতে থাকিবে। ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই চালকশক্তি রূপে ক্রিয়া করিবে, মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সমাজের পরিমিত উৎপাদক বস্তু সমূহের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটিবে—উহার অপচয় হ্রাস পাইবে। অপচয় হ্রাস পাইবার আর একটি কারণ হইল যে এইরূপ ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবার দরুণ পরিকল্পিত উৎপাদনের আয়োজন করা সম্ভবপর—যে পরিকল্পিত উৎপাদনের মধ্যে বাণিজ্য চক্রের আবর্ত্ত দূর করিতে পারা যায় এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারা যায়। উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনবণ্টনের ঘোর অসাম্য বিদূরিত হয় এবং সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনকল্যাণের জন্য একান্ত আগ্রান্বিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়। সমাজের মধ্যে বিলাসী ও অহেতুক অবকাশ ভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেই নহে, সামাজিক জীবনেও সকল ব্যক্তি যথাসম্ভব সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

সাম্যবাদ—Communism

মার্ক্স এবং **এঙ্গেলস্** প্রণীত "কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো" নামক গ্রন্থে সাম্যবাদ (communism) শব্দটী বিশেষ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তদবধি সাম্যবাদ শব্দটী একটি বিশেষ মতবাদকেই বুঝাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিশেষ মতবাদ হইলেও সাম্যবাদ হইল সমাজতন্ত্র বাদেরই আর একটি রূপ মাত্র। মার্ক্সের অভিমত ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা বিদ্যমান উহার দ্বারাই ধনতান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটিবে। এই আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা হইল যে "উদ্বৃত্ত মূল্য নিজ স্বার্থে আহরণ করিবার প্রচেষ্টায় মালিকগণ শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উহার দ্বারাই শ্রমিকদিগকে শ্রেণী সচেতন (class conscious) এবং সুসংগঠিত হইতে সাহায্য করিয়া দেয়। অধিকন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান

উৎপাদন ঘটে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান ক্রয় শক্তির প্রাপ্তি শ্রমিকদিগের পক্ষে ঘটে না। সুতরাং মালিকগণ দেশের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং একচেটিয়া কারবারের দিকে অগ্রসর হয় এবং দেশের বাহিরে নূতন বাজার দখলের জন্য চেষ্টিত হয়। দেশের মধ্যে ছোট খাটো ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃই শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হইতে থাকে, দেশের বাহিরে সমরায়োজন হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে।

সামন্ত প্রথার মধ্যে সামন্ত বা ধনী জমিদারগণ যেরূপ শিল্প সম্প্রসারণের যুগে শিল্প মালিকদিগের দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছিল মালিক শ্রেণীও সেইরূপ শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎসাদিত হইবে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে, এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর স্থানচ্যুতির বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও, আধুনিক যুগের প্রলেপরিয়েট অভ্যুত্থানের একটি অনন্যসাধারণত্ব রহিয়াছে। পূর্ব্বেকার সকল বিপ্লবে একশ্রেণীর পরাভব ও অপর শ্রেণীর জয় ইহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেটারিয়েটদিগের অভ্যুত্থান সমগ্র মানুষ জাতির বন্ধন মুক্তি সূচনা করিবে। শ্রেণী বিভাগের (মালিক ও শ্রমিক) ভিত্তিতেই বিপ্লব সংগঠিত হইবে বটে কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহা হইবে শ্রেণী-বিহীন।

সাম্যবাদীগণ বলেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়াই এই শ্রেণীবিহীন সমাজ আসিবে। কিন্তু উহার জন্য প্রয়োজন হইল, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পরিবর্ত্তন। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উহা সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণী যে কায়েমী স্বার্থ আবাহমান কাল যাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা বিনা সংগ্রামে উহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় উহারা সর্ব্বউপায়ে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই বাধা অতিক্রমের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করিতে হইবে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে ভাঙ্গিয়া প্রলেটারিয়েটদিগের বিপ্লবাত্মক একনায়কতন্ত্র (revolutionary dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শুধু মালিকশ্রেণীকে স্থানচ্যুত করিবার জন্যই নহে, উহাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিরুদ্ধ বিপ্লব (counter revolution) প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র বলপ্রয়োগ প্রয়োজন—সাম্যবাদের ইহাই যুক্তি।

রাশিয়ায় সাম্যবাদের পরীক্ষা Communist Experiment in Ru-

১৯১৭ সালে রাশিয়ার 'বলশেভিক' রূপে অভিহিত উগ্র সাম্যবাদীশ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদ কার্যতঃ প্রবর্ত্তনের

আয়োজন হইয়াছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ তথায় জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করিতে থাকে কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য রাষ্ট্রকে প্রদান করিবে—এই সর্ত্তে তাহাদিগকে তাহাদের জমির দখল দেওয়া হইল। দুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহন ব্যবস্থা ও খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হইল। রাষ্ট্রায়ত্ত করণের এই নীতি কিন্তু বিনা বাধায় চলিতে পারে নাই। সরকার ভূমি সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন উহাতে কৃষকশ্রেণী নিরুৎসাহ হইবার দরুণ উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথা যন্ত্রপাতি,রেল,ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। সাম্যবাদ মূলক পরীক্ষায় সেই কারণে সরকার কিছুটা আপোষ-মূলক পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "নূতন অর্থনৈতিক" নীতি (New E onomic Policy) গ্রহণের দ্বারা কৃষকদিগকে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করা হইল এবং ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা গ্রহণের অধিকারও প্রদান করা হইল। ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পরিকল্পনার যুগ সুরু করিলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা ব্যাপক শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯২৯ সাল হতে যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়। কৃষকগণ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল, অবশেষে আপোষমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—অর্থাৎ মালিকানা থাকিবে ব্যক্তিগত কিন্তু কৃষি হইবে যৌথ। ১৯৩৩ সালে একট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল—ইহার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র পরিধির যন্ত্রশিল্পেরপ্রস ।

অনেকেই মনে করে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে উপার্জ্জনের সমতা বিদ্যমান—সকলেই প্রায় সমান উপার্জ্জন করে। এই ধারণা ভ্রান্ত; ধনতান্ত্রিক সমাজে যেরূপ উপার্জ্জনের পার্থক্য আছে—সাম্যবাদী রুশিয়াতেও সেইরূপ উপার্জ্জনের পার্থক্য বিদ্যমান। কেহ মোটর চাপে এবং কেহ মোটর চাপা পড়ে এ দৃশ্য রাশিাতেও আছে কিন্তু রাশিয়ার উপার্জ্জনের এই পার্থক্য ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা ধনী হইবার অধিকার কাহারও নাই।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের সহিত রুশ সাম্যবাদের পার্থক্য

প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় মতবাদ মনে করে রাষ্ট্রের অবসান ঘটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য; রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হইবে। রাশিয়ায় কিন্তু রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না—বরং ক্রমশঃই রাষ্ট্র অধিকতর শক্তিমান হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সীয় দর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইল একটি মৌলিক বিষয়। রাশিয়ায় কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত।

তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদ হইল আন্তর্জাতিক;—রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা মনুষ্যজাতির বিভেদ ইহা অস্বীকার করে। ইহা জাতীয়তার ঘোরতর বিরোধী। বহুজাতি রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও একটি নূতন জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন বলিয়া রাশিয়া প্রতিভাত হয়।

Questions & Hints

1. What is Socialism ? Briefly discuss its aims and objectives (B.A. 1943, '46) [পৃঃ ৪৩২-৩৫]

2. What is wrong with capitalism ? How would you propose the remove its defects ? (B.A. 1951) [পৃঃ ৪৩২-৩৫]

3. How far in your opinion is socialisation of the instruments of production likely to promote the happiness and prosperity of mankind (B.A. 1945, '50) [পৃঃ ৪৩২-৩৩]

4. "Anything that tends to equalise the distribution of wealth secures more economical application of productive power" Explain the statement. What in your opinion are the measures necessary for bringing about a more equalitarian distribution of wealth ? (B.-Com. 1945) Explain how the economic welfare of a people is influenced by the distribution of wealth. (B. Com. 1949) [পৃঃ ৪৩৩-৩৪]

5. Point out briefly the distinguishing features of the Communist experiment in Soviet Russia. In what important respects does it deviate from Marxian Socialism ? (B.A. 1942,'48) [পৃঃ ৪৩৫-৩৬]

-ঃ০ঃ সমাপ্ত ঃ০ঃ-